رياض الصالحين

রিয়াদুস সালেহীন

(চতুর্থ খণ্ড)

মূল

আল্লামা ইমাম নববী (র.)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুরআন মহল

২০ নং আদর্শ পুস্তক বিপনী * ৬৬, প্যারিদাস রোড
বায়তুল মোকাররম * বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ঢাকা - ১০০০ * ফোন ঃ ৭১১১৫৫৭

অনুবাদকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين الذى بعث نبيه محمداً ﷺ الرؤف الرحيم وهادى إلى صراط المستقيم والداعى إلى دين الإسلام القويم - صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه وسائر علماء الدين الصالحين.

হাদীস মানব জাতির অমূল্য সম্পদ। বিশেষতঃ মুসলিম উম্মাহর জন্য আলোক-বর্তীকা, ইহকাল ও পরকালের মুক্তি ও নাজাতের উসিলা। মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম জীবন আদর্শ জানতে হলে এবং এবং জীবনের সকল স্তরে তা বাস্তবায়ন করতে হলে হাদীস অধ্যয়ন অপরিহার্য। কেননা, মহান আল্লাহ্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন মাঝেই আমাদের জন্য উন্নতর ও সুন্দরতম আদর্শ রেখেছেন। এ আদর্শকে জানতে হলে হাদীস গ্রন্থ পড়তে হবে ও বুঝতে হবে।

হাদীসের জ্ঞান ভাণ্ডার বিশাল। বছরের পর বছর অধ্যয়ন করেও এ বিরাট ও বিশাল ভাণ্ডার থেকে নিজের প্রয়োজনীয় জ্ঞান চয়ন করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরবর্তী উম্মাতের জন্য বিষয়ভিত্তিক হাদীস বিন্যাস করে উম্মাতের জন্য বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে উত্তম জাযা দান করুন।

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর বিশ্বখ্যাত ও অমূল্য "রিয়াদুস্ সালিহীন" গ্রন্থখানা উম্মাতে মুসলিমার জন্য অনন্য উপহার। দীর্ঘদিন পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি বিষয়ভিত্তিক এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন।পবিত্র কুরআনের সাথে হাদীসের যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান তা বুঝানোর জন্য তিনি অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের প্রথমেই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত সংযুক্ত করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও প্রদান করেছেন। সারা বিশ্বময় এ গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পঠিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর বহু ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

বাংলা পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ভাষা। বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রয়োজন অনুভব করে "রিয়াদুস্ সালেহীন" -এর মত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তর করা। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের এ শ্রম ও প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন !

আহ্কার
মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

গ্রাম ও ডাকঘর ঃ উয়ারুক
থানা ঃ শাহরাস্তি
জেলা ঃ চাঁদপুর।

৪র্থ খণ্ড ইনাব - ঘ

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর জীবনী

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

বিশ্বখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'রিয়াদুস্ সালেহীন' (رياض الصالحين)-এর রচয়িতা হলেন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, বহু গ্রন্থের লেখক, জগৎ বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইমাম নববী (র.)। তাঁর নাম হলো, শেয়খ মুহীউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন শারফ আল-নাবাবী আল-দামেশ্‌কী (র.)। তাঁর ডাকনাম আবু যাকারিয়া, মূলনাম ইয়াহ্ইয়া এবং লক্‌ব-উপাধি মুহীউদ্দীন।

৬৩১ হিজরীর ৫ই মুহাররামে তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেশ্‌কের নিকটবর্তী নাব্‌বী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৭৬ হিজরীর রজবে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তিনি মাত্র ৪৫ বছর জীবিত ছিলেন। এ মহান ব্যক্তি শৈশব থেকেই অত্যন্ত ভদ্র, শান্তশিষ্ট ছিলেন। কৈশোরেই পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি, প্রতিভা ও জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর শিক্ষকগণকে আকৃষ্ট করেছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস, নাহু, সারফ, মানতিক, ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হাদীস ও ফিকহে তিনি আত্মার খোরাক বেশী পেতেন। তাঁর সৌভাগ্য তিনি সে কালের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আলেম ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এবং জ্ঞান আহরণের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তিনি উন্নত চরিত্র, তাক্‌ওয়া ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে অত্যন্ত সাধারণ আহার করতেন, মোটা কাপড় পরতেন এবং সারা জীবন কৃচ্ছ্র সাধনায় কাটান। তিনি সকলের নিকট ছিলেন গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। জীবনে কখনো অর্থ, সম্মান, পদ ও ক্ষমতার পেছনে ছোটেন নি। কারো থেকে দান গ্রহণ করেন নি। সারা জীবন ইল্‌মের প্রচার ও প্রসারে এবং ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল অসংখ্য।

ইমাম নববী (র.)-এর রচিত গ্রন্থের মধ্যে ঃ

১. كتاب الإيمان (বুখারী শরীফের কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যা)

২. المنهج فى شرح مسلم ابن الحجاج (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

৩. رياض الصالحين (রিয়াদুস্ সালেহীন)

৪. كتاب الروضة (কিতাবুর রাওদাহ)

৫. شرح المهذب (শারহুল মুহাযযাব)

৬. تهذيب الاسماء والصفات (তাহযীবুল আসমাই ওয়াস সিফাত)

৭. كتاب الأذكار (কিতাবুল আযকার)

৮. الإرشاد فى علوم الحديث (আল-ইরশাদ ফী উলূমিল হাদীস)

৯. كتاب المبهمات (কিতাবুল মুব্হামাত)

১০. شرح صحيح البخارى (বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

১১. شرح سنن ابى داؤد (আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

১২. طبقات فقهاء الشافعية (তাবাকাতু ফুকাহাইশ্ শাফিয়্যা)

১৩. الرسالة فى قسمة الغنائم (আর-রিসালাতু ফী কিস্মাতিল গানাইম)

১৪. ألفتاوى (আল-ফাতাওয়া)

১৫. جامع السنة (জামিউস সুন্নাহ)

১৬. خلاصة الأحكام (খুলাসাতুল আহকাম)

১৭. مناقب الشافعى (মানাকিবুশ শাফিয়িয়্যা)

১৮. بستان العارفين (বুসতানুল আরিফীন)

১৯. رسالة الإستحباب القيام لأهل الفضل (রিসালাতুল ইসতিহবাবুল কিয়ামুলি আহালিল ফাযলি।

অধ্যায়

দু'আ-প্রার্থনা

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ ঃ	দু'আর ফযীলত	১
অনুচ্ছেদ ঃ	কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করার ফযীলত	১২
অনুচ্ছেদ ঃ	দু'আ সম্পর্কিত মাসয়ালা মাসাইল	১৩
অনুচ্ছেদ ঃ	ওলীদের কারামাত ও তাঁদের ফযীলত	১৫

অধ্যায়

নিষিদ্ধ কাজসমূহ

অনুচ্ছেদ ঃ	গীবত-পরনিন্দা হারাম হওয়া এবং সংযতবাক হওয়ার নির্দেশ	২৭
অনুচ্ছেদ ঃ	গীবত বা পরচর্চা শ্রবণ হারাম	৩৪
অনুচ্ছেদ ঃ	যে ধরনের গীবতে দোষ নেই	৩৬
অনুচ্ছেদ ঃ	কুটনামী বা পরোক্ষ নিন্দা করা হারাম	৪১
অনুচ্ছেদ ঃ	মানুষের যাবতীয় কথাবার্তা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা পর্যন্ত পৌছানো নিষেধ	৪২
অনুচ্ছেদ ঃ	দ্বিমুখীপনার প্রতি নিন্দা	৪৩
অনুচ্ছেদ ঃ	মিথা বলা হারাম	৪৪
অনুচ্ছেদ ঃ	যে সব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়িয	৫০
অনুচ্ছেদ ঃ	সত্যাসত্য যাচাই করার পর কোন কথা বর্ণনা করতে হবে	৫১
অনুচ্ছেদ ঃ	মিথ্যা সাক্ষ্যদান কঠোরভাবে হারাম	৫২
অনুচ্ছেদ ঃ	নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বা কোন পশুকে অভিশাপ দেয়া হারাম	৫৩
অনুচ্ছেদ ঃ	দুষ্কৃতিকারীদের নাম নির্দিষ্ট না করে অভিশাপ দেয়া জায়িয	৫৬
অনুচ্ছেদ ঃ	অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে গালি দেয়া হারাম	৫৭
অনুচ্ছেদ ঃ	মৃত ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে বা শরী'আত সম্মত কারণ ছাড়া গালি গালাজ করা হারাম	৫৯
অনুচ্ছেদ ঃ	উৎপীড়ণ করা নিষেধ	৫৯

বিষয় | পৃষ্ঠা নং

অনুচ্ছেদ	ঃ	পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ, দেখা সাক্ষাত বর্জন ও সম্পর্কচ্ছেদ করা নিষেধ	৬০
অনুচ্ছেদ	ঃ	হিংসা-বিদ্বেষ করা হারাম	৬১
অনুচ্ছেদ	ঃ	পরস্পরের দোষত্রুটি তালাশ করা ও গোপনে কান পেতে শুনা নিষেধ	৬২
অনুচ্ছেদ	ঃ	অযথা কোন মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা নিষেধ	৬৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	মুসলমানদেরকে অবজ্ঞা করা নিষেধ	৬৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	কোন মুসলমানের কষ্ট দেখে আনন্দ বা সন্তোষ প্রকাশ করা নিষেধ	৬৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	আইনগতভাবে স্বীকৃত বংশ সম্পর্কের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হারাম	৬৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	ধোঁকা দেয়া ও প্রতারণা নিষেধ	৬৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	ওয়াদা খেলাফ করা হারাম	৬৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	গর্ব ও বিদ্রোহ করা নিষিদ্ধ	৭০
অনুচ্ছেদ	ঃ	কোন মুসলমানের অপর মুসলমানের সাথে তিনদিনের অধিক কথা বন্ধ রাখা নিষেধ। তবে বিদ'আত ও গোনাহের কাজ প্রকাশ পেলে জায়িয	৭১
অনুচ্ছেদ	ঃ	তিন জনের মধ্যে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনের কানে কানে কথা বলা নিষেধ। তবে প্রয়োজনে তৃতীয় জনের অনুমতি নিয়ে বলা যায়। এ ক্ষেত্রে নিচু স্বরে কথা বলতে হবে। তৃতীয় ব্যক্তি বুঝে না এমন ভাষায়ও কথা বলা যেতে পারে	৭৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	শরয়ী কারণ ছাড়া ক্রীতদাস, জীবজন্তু, স্ত্রীলোক এবং ছেলেমেয়েকে শিষ্টাচার ও আদব-কায়দার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত শাস্তি দেয়া নিষেধ	৭৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	কোন প্রাণী এমনকি পিঁপড়া এবং অনুরূপ কোন প্রাণীকেও আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া নিষেধ	৭৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	প্রাপক তার পাওনা দাবী করলে ধনী ব্যক্তির টাল বাহানা করা হারাম	৭৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	উপঢৌকন দিয়ে তা প্রাপকের কাছে হস্তান্তর না করে ফেরত নেয়া অপসন্দনীয়। একইভাবে নিজের সন্তানকে সাদাকা দিয়ে তা তার কাছে হস্তান্তর করা হোক বা না হোক এবং যে ব্যক্তিকে সাদাকা দেয়া হল তার নিকট থেকে দাতার উক্ত সাদাকার বস্তু কিনে নেয়া মাকরূহ। যাকাত, কাফ্ফারা বা অনুরূপ অন্যান্য বস্তু কিনে নেয়া মাকরূহ। তবে তা যদি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কেনা হয় তাহলে কোন দোষ হবে না	৭৯

বিষয়			পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ	ঃ	ইয়াতীমের বিষয়-সম্পত্তি আত্মসাৎ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ	৮০
অনুচ্ছেদ	ঃ	সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ	৮২
অনুচ্ছেদ	ঃ	রিয়া বা প্রদর্শনীমূলকভাবে কোন কাজ করা হারাম	৮৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	যে সব জিনিষের মধ্যে প্রদর্শনেচ্ছা আছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে প্রদর্শনেচ্ছা নেই	৮৫
অুনচ্ছেদ	ঃ	অপরিচিত নারীর ও সুদর্শনা বালকদের প্রতি শরয়ী কারণ ছাড়া তাকানো হারাম	৮৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	পর স্ত্রীর সাথে নির্জনে সাক্ষাত করা হারাম	৮৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে পুরুষ কর্তৃক নারীর এবং নারী কর্তৃক পুরুষের অনুকরণ হারাম	৮৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	শয়তান ও কাফিরদের অনুকরণ করা নিষেধ	৯১
অনুচ্ছেদ	ঃ	নারী পুরুষ সবার চুলে কালো খিযাব ব্যাবহার করা নিষেধ	৯১
অনুচ্ছেদ	ঃ	মাথার কিছু অংশ মুন্ডানো নিষেধ। মাথার কিছু অংশ মুড়ে কিছু অংশে চুল রেখে দেয়া নিষেধ। পুরুষের জন্য সম্পূর্ণ মাথা মুড়ে ফেলা জায়েয। কিন্তু নারীদের জন্য মাথা মুড়ে ফেলা জায়িয নয়	৯২
অনুচেছদ	ঃ	পরচুলা লাগানো, উল্কি অংক ও দাত চেঁছে চিকন করা হারাম	৯৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	সাদা দাড়ি ও মাথার সাদা চুল তোলা নিষেধ। যুবকের দাড়ি গজালে তা চেঁছে ফেলা নিষেধ	৯৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	ডান হাত দিয়ে শৌচক্রিয়া করা এবং বিনা প্রয়োজনে লজ্জাস্থানে ডান হাত লাগানো খারাপ	৯৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	বিনা ওযরে এক পায়ে জুতা, মোজা পরে চলাফেরা করা এবং দাঁড়িয়ে জুতা ও মোজা পরা মকরূহ	৯৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	ঘরে জ্বলন্ত আগুন বা প্রদীপ রেখে ঘুমানো নিষেধ	৯৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	ভান করা নিষেধ। সেটা কাজ, কথায় এমন ভণিতা করা যার মাঝে কোন কল্যাণ নেই	৯৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	মৃতের জন্য বিলাপ করা হারাম। মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদা, মুখে চপোটাঘাত করা, জামার বুক চিড়ে ফেলা, মাথা মুড়ে ফেলা, বিপদ ডাকা ইত্যাদি কাজ হারাম	৯৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	জ্যোতিষী এবং ভাগ্য গণনাকারী প্রভৃতির কাছে যাওয়া নিষেধ।	১০২
অনুচ্ছেদ	ঃ	শুভ বা অশুভ হওয়ার আকীদা পোষণ করা নিষেধ	১০৪

বিষয় | পৃষ্ঠা নং

অনুচ্ছেদ ঃ বিছানা-পত্র, পাথর ইত্যাদির উপর জীব-জন্তুর ছবি আঁকা হারাম বিছানা-পত্র, কাপড়-চোপ, বালিশ, পাথর, ধাতু, মুদ্রা, কাগজী নোট, ইত্যাদির উপর জীব-জন্তুর ছবি আঁকা হারাম বা অনুরূপভাবে দেয়াল. ছাদ, পর্দার কাপড়, পাগড়ি, কাপড় ইত্যাদির উপর চিত্রাংকন করা নিষেধ এবং এগুলো থেকে ছবি তুলে ফেলা বা মুছে ফেলার নির্দেশ ১০৫

অনুচ্ছেদ ঃ শিকার এবং গবাদি পশু ও কৃষির ক্ষেত্রের পাহারা দেয়া উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর পোষা হারাম ১০৯

অনুচ্ছেদ ঃ উট অথবা অন্য কোন পশুর গলায় ঘণ্টা বাঁধা মাকরূহ ১১০

অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক বস্তু বা বিষ্ঠা খেকো পশুতে আরোহণ করা মাকরূহ। তবে অভ্যাস বদলে নিয়ে যদি পবিত্র ঘাস খেতে শুরু করে তাহলে আর মাকরূহ হবে না এবং গোশত পবিত্র হয়ে যাবে ১১০

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ। মসজিদকে ময়লা-আবর্জনা থেকে পরিষ্কার রাখা, থুথু বা অনুরূপ কোন কিছু থাকলে তা দূর করার আদেশ ১১০

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে ঝগড়া বিবাদ করা, উচ্চস্বরে আওয়াজ করা বা কথা বলা, হারানো জিনিস খোঁজ করা, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ইত্যাদি লেন-দেন করা মাকরূহ ১১১

অনুচ্ছেদ ঃ পিঁয়াজ, রসুন এবং অনুরূপ কোন দুগন্ধযুক্ত জিনিস খাওয়ার পর দুর্গন্ত দূর হওয়ার পূর্বে বিনা প্রয়োজনে মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ ১১৩

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন ইমামের খুত্‌বার সময় হাঁটুর সাথে পেট মিলিয়ে বসা মাকরূহ ১১৪

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করার সংকল্প করেছে তার জন্য যিল-হজ্জের প্রথম দশদিন অর্থাৎ দশ তারিখ সকালে কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত নখ-চুল কাটা নিষেধ ১১৪

অনুচ্ছেদ ঃ সৃষ্টির নামে শপথ করা নিষেধ। কোন সৃষ্টজীব বা বস্তুর নামে শপথ করা জায়িয নয়। যেমন ঃ নবী-রাসূল, ফিরিশ্‌তা, কা'বা ঘর, আসমান, পিতা, দাদা, জীবন, রুহ্, মাথা ইত্যাদির নাম করে শপথ করা এবং অনুরূপ সুলতান বা সম্রাটের দান, অমুকের কবর, আমানত বা বিশ্বস্ততার শপথ করা। এসবের উল্লেখ করে শপথ করা. কঠোরভাবে নিষেধ ১১৫

অনুচ্ছেদ ঃ স্বেচ্ছায় মিথ্যা শপথ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ১১৬

বিষয় | পৃষ্ঠা নং

অনুচ্ছেদ ঃ কোন লোক কোন একটি কাজের শপথ গ্রহণ করল। অতঃপর এর চেয়ে উত্তম কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হল। এরূপ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উত্তম কাজটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং পরে শপথ ভংগের কাফ্ফারা আদায় করলেই চলবে ১১৮

অনুচ্ছেদ ঃ অর্থহীন শপথসমূহ ক্ষমারযোগ্য। এ জাতীয় শপথ ভংগ করাতে কোক কাফ্ফারা আদায় করতে হয় না। এই শপথগুলো এমন ধরনের যা অভ্যাসবশতঃ শপথ করার ইচ্ছা ছাড়াই মুখে এসে যায়। যেমন, সচরাচর কথাবার্তা বলার সময় আল্লাহর কসম, 'খোদার শপথ' ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে ১১৯

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সত্য শপথ করাও উচিত নয় ১২০

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর নামে দোহাই দিয়ে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করা মাকরূহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কোন কিছু চায় তাকে বঞ্চিত করা এবং আল্লাহর নামে সুফারিশ করলে বঞ্চিত করা মাকরূহ ১২১

অনুচেছদ ঃ বাদশাহ বা কোন রাষ্ট্রনায়ককে - 'শাহেনশাহ' 'রাজাধিরাজ' বলে সম্বোধন করা বা উপাধি দেয়া হারাম। কেননা 'শাহেনশাহ' শব্দটির অর্থ 'মালিকুল মুলক" - সম্রাটদের সম্রাট। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে এই বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না ১২১

অনুচ্ছেদ ঃ ফাসিক ও বিদ্'আতী ব্যক্তিকে সাইয়্যেদ বা অনুরূপ সন্মানসূচক সম্বোধনে ডাকা নিষেধ ১২২

অনুচ্ছেদ ঃ জ্বরকে গালি দেয়া মাকরূহ ১২২

অনুচ্ছেদ ঃ বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ। বায়ু প্রবাহের সময় যা বলতে হয় ১২৩

অনুচ্ছেদ ঃ মোরগকে গালি দেওয়া মাকরূহ ১২৪

অনুচ্ছেদ ঃ 'অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে' মানুষের এমন কথা বলা নিষেধ ১২৪

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানকে কাফির বলে সম্বোধন করা হারাম ১২৫

অনুচ্ছেদ ঃ অশ্লীল ও অশ্রাব্য কথা বলা নিষেধ ১২৫

অনুচ্ছেদ ঃ আলাপ-আলোচনায় জটিল বাক্য ব্যবহার মাকরূহ ১২৬

অনুচ্ছেদ ঃ 'আমার আত্মা কুলষিত' এ ধরনের কথা বলা নিষেধ ১২৭

অনুচ্ছেদ ঃ ইনাব'কে (আংগুর) 'কারম' বলা অপসন্দনীয় ১২৭

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের সামনে মেয়েদের শারীরিক সৌন্দর্য বর্ণনা করা নিষেধ। কোন শরীয়ত সম্মত কারণ বা প্রয়োজন ছাড়া পুরুষ লোকদের সামনে কোন নারীর শারীরিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়া নিষেধ। তবে বিয়ে-শাদী বা এ জাতীয় কোন প্রয়োজনে শারীরিক গঠন প্রকৃতির বর্ণনা দেয়া যায় ১২৭

বিষয় | পৃষ্ঠা নং

অনুচ্ছেদ ঃ হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা কর, এভাবে দু'আ করা মাকরূহ। বরং ঐকান্তিক নিয়ে চাওয়ার মধ্যে পাওয়ার আশা থাকতে হবে ১২৮
অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে অন্য ইচ্ছা মিলানো ঠিক নয় ১২৯
অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামায আদায়ের পরেও কথা বলা মাকরূহ ১২৯
অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে শরী'য়াত সম্মত কারণ ছাড়া স্ত্রীর বিছানায় আসতে অস্বীকার করা হারাম ১৩১
অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য নফল রোযা রাখা নিষেধ ১৩১
অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের আগে মুক্তাদীর রূকু-সিজ্দা থেকে মাথা উঠানো নিষেধ ১৩১
অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা মাকরূহ ১৩২
অনুচ্ছেদ ঃ খাবার হাযির হলে এবং খাবারের প্রতি আগ্রহ থাকলে কিংবা আকর্ষণ অনুভব করলে, তখন খাবার রেখে নামায পড়া মাকরূহ। অনুরূপভাবে পেশাব পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায পড়া মাকরূহ ১৩২
অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো নিষেধ। ১৩২
অনুচ্ছেদ ঃ বিনা প্রয়োজনে নামাযরত অবস্থায় এদিক সেদিক তাকানো মাকরূহ ১৩৩
অনুচ্ছেদ ঃ কবরের দিকে করে মুখ করে নামায পড়া নিষেধ ১৩৩
অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত নিষেধ ১৩৪
অনুচ্ছেদ ঃ মুয়ায্যিন যখন ফরয নামাযের জামাতের জন্য ইকামত দেয় তখন মুক্তাদীদের জন্য সুন্নাত অথবা নফল নামায পড়া মাকরূহ ১৩৪
অনুচ্ছেদ ঃ শুধুমাত্র জুমু'আর দিনকে রোযার এবং জুমু'আর রাতকে নফল নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া মাকরূহ ১৩৪
অনুচ্ছেদ ঃ 'সাওমে বিসাল'–উপর্যুপরি রোযা রাখা নিষেধ ১৩৬
অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর বসা হারাম ১৩৬
অনুচ্ছেদ ঃ কবর পাকা করা ও গম্বুজ নির্মাণ নিষেধ ১৩৬
অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসের তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ১৩৭
অনুচ্ছেদ ঃ দণ্ড কার্যকর না করার সুপারিশ করা হারাম ১৩৭
অনুচ্ছেদ ঃ সর্বসাধারণের যাতায়াতের রাস্তায়, গাছের ছায়ায় এবং পানির ঘাট ইত্যাদিতে পায়খানা করা নিষেধ ১৩৮

		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ	ঃ	বদ্ধ পানিতে পেশাব ইত্যাদি করা নিষেধ	১৩৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	উপহার দেয়ার বেলায় সন্তানদের মধ্যে কাউকে অগ্রাধিকার দেয়া ঠিক নয়	১৩৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুতে নারীদের তিন দিনের অতিরিক্ত শোক পালন করা হারাম। শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে	১৪০
অনুচ্ছেদ	ঃ	শহরবাসীর গ্রামবাসীর পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে দেয়া। শহরে বসবাসকারী ব্যক্তি (দালাল বসিয়ে) যেন গ্রাম্য ব্যক্তির পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে না দেয়। তেমনিভাবে একজনের বলা মূল্যের উপর দিয়ে যেন অন্যজন মূল্য না বলে। অনুমতি ছাড়া একজনের বিয়ের প্রস্তাবের উপর দিয়ে অন্যজন যেন আবার প্রস্তাব না পাঠায়। এসব কাজ হারাম	১৪১
অনুচ্ছেদ	ঃ	শরয়ী কারণ ছাড়া সম্পদ বিনষ্ট করা নিষেধ	১৪৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	জেনে বুঝেই হোক বা হাসি-ঠাট্টা করেই হোক কোন মুসলমানের প্রতি তরবারি বা অস্ত্র দ্বারা ইশারা করা নিষেধ। অনুরূপ কারো হাতে উন্মুক্ত তরবারি তুলে দেয়াও নিষেধ	১৪৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	কোন ওযর ছাড়া আযানের পর ফরয নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া মাকরূহ	১৪৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	বিনা কারণে সুগন্ধি দ্রব্য ফিরিয়ে দেয়া মাকরূহ	১৪৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	কোন ব্যক্তির সামনে তার প্রশংসা করা মাকরূহ। কোন লোকের সামনে তার প্রশংসা করা হলে যদি ঐ ব্যক্তির দ্বারা ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার বা তার মধ্যে অহংবোধ জাগার সম্ভাবনা থাকে, তবে তার সামনে প্রশংসা করা খারাপ। তবে এজাতীয় কিছু ঘটার আশংকা না থাকলে সামনা-সামনি প্রশংসায় কোন ক্ষতি নেই	১৪৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	মহামারীগ্রস্ত জনপদ থেকে ভয়ে পালানো কিংবা বাইরে থেকে সেখানে যাওয়া মাকরূহ	১৪৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	যাদুবিদ্যা শেখা ও প্রয়োগ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ	১৫০
অনুচ্ছেদ	ঃ	শত্রুদের হস্তগত হওয়ার ভয় থাকলে কুরআন শরীফ নিয়ে কাফিরদের আবাস ভূমিতে সফর করা নিষেধ	১৫১
অনুচ্ছেদ	ঃ	পানাহার, পবিত্রতা অর্জন ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা হারাম	১৫১

বিষয়			পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ	ঃ	জা'ফরান দ্বারা রং করা কাপড় পুরুষদের জন্য হারাম	১৫২
অনুচ্ছেদ	ঃ	রাত পর্যন্ত সারা দিন অনর্থক চুপ করে থাকা নিষেধ	১৫৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	প্রকৃত পিতা ছাড়া অন্যের পরিচয় দেয়া এবং ক্রীতদানের প্রকৃত মনিব ছাড়া অন্যের পরিচয় দেয়া হারাম	১৫৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন সে কাজে জড়িত হওয়া সম্পর্কে কঠোর সাবধান বাণী	১৫৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	কেউ কোন নিষিদ্ধ কজ করে বস্‌লে কি বলবে ও কি করবে	১৫৬

অধ্যায়
বিবিধ ও আকর্ষণীয় বিষয়

অনুচ্ছেদ	ঃ	বিবিধ ও আকর্ষণীয় বিষয়	১৫৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	ক্ষমা প্রার্থনা করা	১৯৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতে মু'মিনদের জন্য যা তৈরী করেছেন	২০৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الدَّعْوَاتِ

অধ্যায় ঃ দু'আ–প্রার্থনা

بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'আর ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ (المؤمن : ٦٠)

"আর তোমাদের রব বলেছেন ঃ আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।" (সূরা মু'মিন ঃ ৬০)

أُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً إِنَّهٗ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (الأعراف : ٥٥)

"তোমাদের রবকে ডাক বিনত হয়ে এবং চুপেচুপে অবশ্য তিনি সীমা-অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না।" (সূরা আরাফ ঃ ৫৫)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (البقرة : ١٨٦)

"আর যখন আমার বান্দা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন (তুমি বলে দাও) আমি নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৬)

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ (النمل : ٦٢)

"কে শোনে পেরেশান ও অশান্ত হৃদয় ব্যক্তির ডাক, যখন সে তাকে ডাকে এবং তার মুসিবত দুর করে?" (সূরা নাম্‌ল ঃ ৬২)

١٤٦٥– وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৪৬৫. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "দু'আ হচ্ছে ইবাদত"। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

١٤٦٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذٰلِكَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

১৪৬৬. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আর মধ্যে জামে দু'আ (সকল বৈশিষ্ট্য সমন্বিত) পসন্দ করতেন এবং এছাড়া অন্য সব দু'আ পরিহার করতেন। (আবু দাঊদ)

١٤٦٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ : «اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৬৭. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় এই বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা আ-তিনা ফিদ্ দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযা-বান নার –হে আল্লাহ! আমাকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখিরাতে কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আমাকে রক্ষা কর"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٦٨- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : «اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দু'আটি করতেন ঃ "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল হুদা ওয়াত্ তুকা ওয়াল আফা-ফা ওয়াল গিনা –হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাচ্ছি হিদায়াত, তাক্ওয়া, সচ্চরিত্রতা ও দুনিয়ার প্রতি অমুখাপেক্ষীতা। (মুসলিম)

١٤٦٩- وَعَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ، وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৬৯. হযরত তারিক ইব্ন আশইয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নামায শিখাতেন তার পর তাকে নিম্নোক্ত কথায় দু'আ করার নির্দেশ দিতেন ঃ "আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লী ওয়ারহামনী

ওয়াহ্‌দিনী ওয়া আ-ফিনী ওয়ারযুক্‌নী –হে আল্লাহ্‌, আমাকে মাফ করুন, আমার প্রতি করুনা করুন, আমাকে সঠিক পথ দেখান, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন"। (মুসলিম)

١٤٧٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৭০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌নুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দু'আটি করেছেন ঃ "আল্লাহুম্মা মুসার্‌রিফাল কুলূব সার্‌রিফ্‌ কুলূবানা আলা তা-আতিক –হে হৃদয়সমূহকে ঘুরিয়ে দেবার ক্ষমতা সম্পন্ন আল্লাহ, আমাদের হৃদয়গুলোকে আপনার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দিন"। (মুসলিম)

١٤٧١- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৭১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও কঠিন পরীক্ষা, চরম দুর্ভাগ্য, খারাপ তাক্‌দীর ও শত্রুদের খুশী হওয়া থেকে "। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٧٢- وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىْ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِىْ وَأَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ وَاصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِىْ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৭২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা আস্‌লিহ লী দীনী আল্‌লাযী হুয়া ইস্‌মাতু আমরী, ওয়া আস্‌লিহ লী দুন্‌ইয়া-ইয়া আল্‌লাতী ফীহা মা'আশী, ওয়া আস্‌লিহ্‌ লী আ-খিরাতী আল্‌লাতী ফীহা মা'আদী, ওয়াজ্‌ আল'ল হায়াতা যিয়া-দাতাল্‌লী ফী কুল্লি খাইর, ওয়াজ্‌ আলিল মাউতা রা-হাতাল্লী মিন কুল্লি শার্‌ –হে আল্লাহ! আমর দীনকে আমার জন্য সঠিক করে দও যা আমার কাজের সংরক্ষক, আমার দুনিয়াকে আমার জন্য সংশোধন করে দাও যার মধ্যে রয়েছে আমার জীবন-জীবিকা, আমর আখিরাতকে আমার জন্য সঠিক করে দাও যেখানে আমাকে ফিরে যেতে হবে, প্রত্যেক নেক কাজে আমার জীবনকে বৃদ্ধি করে দাও এবং প্রত্যেক খারপ কাজ থেকে মৃত্যুকে আমার জন্য আরামের কারণে পরিণত কর"। (মুসলিম)

١٤٧٣- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «قُلْ: اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ، وَسَدِّدْنِيْ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৭৩. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ বল, "আল্লাহুম্মাহ্দিনী ওয়া সাদ্দিদ্নী –হে আল্লাহ! আমাকে হিদায়াত দান করুন এবং আমাকে সোজা করে দিন"। অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে– "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল হুদা ওয়াস্ সাদাদ –হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত ও সোজা পথের সন্ধান চাই"। (মুসলিম)

١٤٧٤- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ «كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৭৪. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূ বিকা মিনাল আয্যি ওয়াল কাসালি, ওয়া জুব্নি ওয়াল হারামি ওয়া বুখ্লি ওয়া আউযূ বিকা মিন আযাবিল কাব্রি, ওয়া আউযূ বিকা মিন ফিত্নাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাত –হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে অক্ষমতা ও আলস্য থেকে, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কার্পণ্য থেকে। আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফিত্না থেকে। অন্য একটি বর্ণনাতে আছে, "ওয়া দালাইদ্ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল – ঋণের বিপুল বোঝ ও লোকদের প্রতিপত্তি বিস্তার করা থেকে"। (মুসলিম)

١٤٧٥- وَعَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: عَلِّمْنِيْ دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلَاتِيْ، قَالَ: «قُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৭৫. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা আমি আমার নামাযের মধ্যে পড়ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি বলবে, "আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফ্সী যুলমান কাসীরান ওয়া লা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্তা, ফাগ্ফির্লী মাগ্ফিরাতাম্ মিন ইন্দিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম –হে আল্লাহ! আমি

আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি অনেক যুলুম। আর তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই। কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর তোমার কাছ থেকে আর আমার উপর রহম কর। অবশ্য তুমি ক্ষমাকারী ও দয়ালু"। (বুখারী ও মুসলিম)।

١٤٧٦- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ : « اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَإِسْرَافِىْ فِىْ أَمْرِىْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ ، أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ ، وَخَطَئِىْ وَعَمْدِىْ ، وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৭৬. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত কথাগুলো বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী খাতীআতী ওয়া জাহ্লী ওয়া ইসরা-ফী আম্রী ওয়ামা আনতা আলামু বিহিমিন্নী আল্লা-হুম্ মাগফিরলি জিদ্দী ওয়া হায্লী ওয়া খাতায়ী ওয়া আমদী; ওয়া কুল্লু যা-লিকা ইন্ দী। আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী মা কাদ্দাম্তু ওয়া আখ্খারতু ওয়া মা আসরার্তু ওয়ামা আলান্তু ওয়া মা আন্তা আলামু বিহী মিন্নি, আন্তাল মুকাদ্দিমু ওয়া আন্তাল্ মুআখ্খিরু ওয়া আন্তা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর –হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ও বোকামী মাফ করে দাও, আমার কাজে বাড়াবাড়িকে মাফ করে দাও আর আমার সেই পাপ ক্ষমা করে দাও যা তুমি আমার চাইতে বেশী জান। হে আল্লাহ্! মাফ করে দাও সেই কাজ যা আমি ভেবে চিন্তে করেছি ও যা তামাসাচ্ছলে করেছি এবং যা আমি সজ্ঞানে করেছি ও যা অজ্ঞানে করেছি আর এসবগুলো আমার মধ্যে আছে। হে আল্লাহ! মাফ করে দাও আমার আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ এবং যা আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি আর সেই গুনাহও মাফ করে দাও যা তুমি আমার চাইতে বেশী জান। তুমিই সামনে বাড়িয়ে দাও ও তুমিই পিছনে ঠেলে দাও। আর তুমি সব ব্যাপারে শক্তিমান"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٧٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُعَائِهِ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৭৭. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দু'য়ার মধ্যে বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূ বিকা মিন শার্রি মা আমিল্তু ওয়া মিন শার্রি মা লাম আ'মাল –হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই যা কিছু আমি আমল করেছি ও যা কিছু আমি আমল করিনি তার অনিষ্ট থেকে"। (মুসলিম)

١٤٧٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব কথা বলে দু'আ করতেন তার মধ্যে ছিল ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূ বিকা মিন যাওয়ালি নি'মাতিকা ওয়া তাহাউউলি আ-ফিয়াতিকা ওয়া ফুজা-আতি নিক মাতিকা ওয়া জামীই সাখাতিক –হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই তোমার নিয়ামত শেষ হওয়া থেকে, তোমার নিরাপত্তার পরিবর্তন, তোমার আকস্মিক আযাব ও তোমার সমস্ত অসন্তুষ্টি থেকে"। (মুসলিম)

١٤٧٩- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৭৯. হযরত যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযূ বিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাসালি ওয়াল বুখ্লি ওয়াল হারামে ওয়া আযা-বিল কাব্র। আল্লাহুম্মা আ-তি নাফ্সি তাক্ওয়াহা ওয়া যাক্কিহা আন্তা খাইরুম মান যাক্কা-হা আন্তা অলিয়্যুহা ওয়া মাওলা-হা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূবিকা মিন ইল্মিল লা-ইয়ানফাউ ওয়া মিন কাল্বিল লা-ইয়াখ শাউ ওয়া মিন্ নাফ্সিল লা-তাশ্বাউ ওয়া মিন দা'ওয়াতিল লা ইউস্তাজা-বু লাহা –হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে অক্ষমতা ও আলস্য থেকে, কার্পণ্য ও বার্ধক্য থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমার নাফসকে তাক্ওয়া দান কর এবং তাকে পাক করে দাও, তুমি সবচাইতে ভাল পাক পবিত্রকারী, তুমিই তার কার্য সম্পাদনকারী ও মালিক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এমন ইল্ম থেকে যা উপকার করে না, এমন হৃদয় থেকে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না, এমন নফস্ থেকে যা সন্তুষ্ট হয় না এবং এমন দু'আ থেকে যা কবুল হয় না"। (মুসলিম)

١٤٨٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا

أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ». زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : «وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৮০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লা-হুম্মা লাকা আস্‌লাম্‌তু ওয়া বিকা আ-মান্‌তু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্‌কালতু ওয়া ইলাইকা আনাব্‌তু ওয়া বিকা খা-সাম্‌তু ওয়া ইলাইকা হা-কাম্‌তু, ফাগ্‌ফিরলী মাকাদ্দাম্‌তু ওয়া মা আখ্‌খার্‌তু ওয়া মা আস্‌রারতু ওয়া মা আলান্‌তু, আন্‌তাল মুকাদ্দিমু ওয়া আন্‌তাল মুআখ্‌খিরু, লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা –হে আল্লাহ! আমি তোমারই অনুগত হয়েছি, তোমারই ওপর ঈমান এনেছি, তোমারই ওপর তাওয়াক্কুল করেছি, তোমারই দিকে ফিরেছি, তোমারই শক্তি দ্বারা আমি শত্রুদের সাথে বিবাদ করেছি এবং তোমারই দিকে আমি ফায়সালা করেছি। কাজেই আমার পূর্বেরও পরের গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই সামনে বাড়িয়ে দাও ও তুমিই পেছনে ঠেলে দাও। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই"। তবে কোন কোন বর্ণনাকারী এর ওপর আর বাড়িয়েছেন যেমন– লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ –আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ছাড়া গুনাহ থেকে দূরে থাকা ও নেকীর কাজ কারোর শক্তি করারোর নেই"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٨١– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৪৮১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথাগুলো বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযূ বিকা মিন ফিতনাতিন নারি ওয়া আযা বিন নার, ওয়া মিন শার্‌রিল গিনা ওয়াল ফাক্‌র –হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে জাহান্নামের পরীক্ষা ও জাহান্নামের আযাব থেকে এবং প্রাচুর্য ও দারিদ্রের অনিষ্টকারিতা থেকে"। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

١٤٨٢– وَعَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَمِّهِ وَهُوَ قُطْبَةُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلاَقِ وَالْأَعْمَالِ ، وَالْأَهْوَاءِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৮২. হযরত যিয়াদ ইব্‌ন ইলাকাহ (র.) তাঁর চাচা কুতবা ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন মুনকারাতিল আখলাকি ওয়া আ'মা-লি ওয়া আহ্‌ওয়া –হে আল্লাহ্ ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে মন্দ আখ্‌লাক, মন্দ আমল ও কু-প্রবৃত্তি থেকে। (তিরমিযী)

١٤٨٣- وَعَنْ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه : عَلِّمْنِي دُعَاءً . قَالَ : « قُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৪৮৩. হযরত শাকাল ইব্ন হুমাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে একটি দু'আ শেখান। জবাবে তিনি বললেন ঃ তুমি এই বলে দু'আ করবে ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূ বিকা মিন শাররি সাম্ঈ, ওয়া মিন শার্‌রি বাসারী,, ওয়া মিন শার্‌রি লিসা-নী, ওয়া মিন শার্‌রি কাল্‌বী, ওয়া মিন শার্‌রি মানিইয়া –হে আল্লাহ ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে আমার শ্রবণের অনিষ্ট থেকে, আমার দৃষ্টির অনষ্টি থেকে, আমার কথার অনিষ্ট থেকে, আমার হৃদয়ের অনিষ্ট থেকে এবং আমার লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে"। ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণন করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র.) একে হাসান হাদীস বলেছেন।

١٤٨٤- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّيءِ الْأَسْقَامِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৪৮৪. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেনঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূবিকা মিনাল্ বারাসি ওয়াল জনূনি ওয়াল জুযা-মি ওয়া সাইয়েইল আস্-কাম –হে আল্লাহ ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে শ্বেত, উম্মাদ রোগ, কুষ্ঠরোগ ও সমস্ত খারাপ রোগ থেকে"। (আবু দাউদ)

١٤٨٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৪৮৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূ বিকা মিনাল জুই ফাইন্নাহু বি'সাদ্দাজী'উ ওয়া আউযূ বিকা মিনাল খিয়ানাতি ফাইন্নাহা বি'সাতিল বিতা-নাতু –হে আল্লাহ ! আমি আশ্রয় চাই ক্ষুধা ও অনাহার থেকে, কারণ তা হচ্ছে নিকৃষ্ট শয়ন-সংগী। আর আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে খিয়ানত ও আত্মসাৎ থেকে, কারণ তা হচ্ছে নিকৃষ্ট আভ্যন্তরীণ অভ্যাস। (আবূ দাঊদ)

١٤٨٦- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ . فَقَالَ : إِنِّيْ عَجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِيْ فَأَعِنِّيْ. قَالَ : أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ ؟ قُلْ : « اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৮৬. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার জনৈক মুকাতাব ক্রীতদাস তাঁর কাছে এসে বলল ঃ আমি নিজের আযাদীর জন্য চুক্তিবদ্ধ অর্থ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছি। কাজেই আমাকে সাহায্য করুন। জবানে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যে কথাগুলো শিখিয়ে ছিলেন আমি কি সুগুলো তোমাকে শিখিয়ে দেব ? যদি তোমার ওপর পাহাড় সমান ঋণ থাকে তাহলে আল্লাহ তোমার থেকে তা আদায় করে দেবেন। বলো ঃ "আল্লাহুম্মাক্‌ফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিকা ওয়া আগ্‌নিনী বিফাদ্‌লিকা আম্মান সিওয়াকা –হে আল্লাহ ! তোমার হারাম থেকে তোমার হালালকে আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও এবং তোমার অনুগ্রহের মাধ্যমে তোমার ছাড়া অন্যদের থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দাও"। (তিরমিযী)

١٤٨٧- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَ أَبَاهُ حُصَيْنًا كَلِمَتَيْنِ يَدْعُوْ بِهِمَا : « اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৮৭. হযরত ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পিতা হুসাইনকে দু'টি কথা শিখিয়েছিলেন। সেই দু'টি কথার সাহায্যে তিনি দু'আ করতেন। (কথা দু'টি হচ্ছে ঃ) "আল্লাহুম্মা আল্‌হিমনী রুশ্‌দী ওয়া আইয্‌নী মিন শার্‌রি নাফসী –হে আল্লাহ! আমার দিলে আমার হিদায়াত পৌঁছিয়ে দাও এবং আমার নফসের অনিষ্ট থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ"। (তিরমিযী)

١٤٨٨- وَعَنْ أَبِيْ الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه : عَلِّمْنِيْ شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللّٰهَ تَعَالَى ، قَالَ : « سَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ » فَمَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰه : عَلِّمْنِيْ شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ لِيْ : « يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللّٰه سَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৮৮. হযরত আবুল ফযল আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে এমন কিছু জিনিস শেখান যা আমি মহান

আল্লাহ্‌র কাছে চাইব। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা চাও। কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপর আমি এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে কিছু জিনিস শেখান, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে তা চাইব। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আব্বাস! হে আল্লাহর রাসূলের চাচা ! "আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা চাও"। (তিরমিযী)

١٤٨٩- وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ : « يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৮৯. হযরত শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উম্মে সালামা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে উম্মুল মু'মিনীন ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আপনার কাছে অবস্থান করতেন তখন বেশীর ভাগ সময় তিনি কি দু'আ করতেন ? জবাবে তিনি বললেন ঃ বেশীর ভাগ সময় তিনি এই বলে দু'আ করতেন ঃ "ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূব সাব্বিত কাল্‌বী আলা দ্বীনিকা –হে হৃদয় সমূহকে ঘুরিয়ে দেবার অধিকারী আল্লাহ, আমার হৃদয়কে তোমার দীনের ওপর অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ। (তিরমিযী)

١٤٩٠- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ ، ﷺ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ ، وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ ، وَأَهْلِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৯০. হযরত আবুদ্ দারাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হযরত দাউদ (আ.)-এর একটি দু'আ ছিল ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মাই ইউহিব্বুকা ওয়াল আমালাল্লাযী ইউবাল্‌লিগুনী হুব্বাকা, আল্লাহুম্মাজ্ আলহুব্বাকা আহাব্বা ইলাইয়্যা মিন নাফ্‌সী ওয়া আহ্‌লী ওয়ামিনাল মা-ইল বা-রিদ –হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালবাসা প্রার্থণা করছি এবং সেই ব্যক্তির ভালবাসা প্রার্থণা করছি যে তোমাকে ভালবাসেন আর এমন আমল প্রার্থনা করছি যা আমাকে তোমার ভালবাসার কাছে পৌঁছিয়ে দিবে। হে আল্লাহ্ ! তোমার ভালবাসাকে আমার কাছে আমার প্রাণ, আমার পরিবার পরিজন ও ঠান্ডা পানির চাইতে বেশী প্রিয় কর"। (তিরমিযী)

١٤٩١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « أَلِظُّوْا بِيَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَامِرٍ الصَّحَابِيِّ ، ...ن الْحَاكِمُ : حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১৪৯১. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইকরাম" এই দু'আটি খুব বেশী করে পড়।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন। আর ইমাম নাসায়ী (র.) রাবী'আ ইব্ন আমির সাহাবী (রা.) থেকে একটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম (র.) বলেছেন, এ হাদীসটির সনদ সহীহ।

١٤٩٢- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا ؛ قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا ؛ فَقَالَ : « أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ ؟ تَقُوْلُ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْكَ الْبَلاَغُ ؛ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৯২. আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসংখ্য দু'আ করেছিলেন আমরা তার কোনটি সংরক্ষিত করতে পারলাম না। আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি অসংখ্য দু'আ করেছেন, আমরা তার মধ্য থেকে কিছুই সংরক্ষিত করতে পারিনি জবাবে তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দু'য়া শেখাব না যা এই সবগুলো দু'আকে একত্রিত করে দিবে ? তাহল ঃ তোমরা এই বলে দু'আ করবে। "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা মিনহু নাবীয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওয়া আউযুবিকা মিন শার্‌রি মাস্ তা'আ-যা মিন্‌হু নাবীয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম, ওয়া আন্‌তাল মুস্‌তা'আ-নু ওয়া আলাইকাল বালাগু, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ –হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে সেই সমস্ত কল্যাণ প্রার্থনা করছি যা তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার কাছে প্রার্থনা করেছেন এবং আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি সেই সমস্ত অনিষ্ট থেকে যা থেকে তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। আর তুমিই সাহায্যকারী। তোমারই কাছে সব পৌঁছে যাবে এবং তোমার সাহায্য ছাড়া গোনাহ্ থেকে দূরে থাকার ও নেকী করার ক্ষমতা কারোর নেই"। (তিরমিযী)

١٤٩٣- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ».

رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

১৪৯৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি দু'আ ছিল ঃ "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মুজিবা-তি রাহ্মাতিক, ওয়াআযা-ইমা মাগ্ফিরাতিক, ওয়াস সালা-মাতা মিন কুল্লি ইস্মিন ওয়াল গানিমাতা মিন কুল্লি বির্, ওয়াল ফাউযা বিল জান্নাতি ওয়াল নাজা-তা মিনান্না-র –হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে তোমার রহমতের কার্যকারণসমূহ প্রার্থনা করছি, তোমার মাগ্ফিরাতের কার্যকারণসমূহ্ প্রার্থনা করছি আর (প্রার্থনা করছি) প্রত্যেকটি গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার ও প্রত্যেকটি নেকী অর্জন করা এবং জান্নাতের সাথে সাফল্য ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি"।

ইমাম হাকিম আবু আবদুল্লাহ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবঙ একে ইমাম মুসলিমের শর্তের মানদণ্ডে উত্রে যাওয়া সহীহ্ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করার ফযীলত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ (الحشر : ١٠)

"আর যারা তাদের পরে এসেছে তাদের জন্য দু'আ করে বলে ঃ হে আমাদের রব ! আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের পূর্বে আমাদের যেসব ভাই ঈমান এনেছে তাদেরকেও ক্ষমা করে দাও"। (সূরা হাশ্র ঃ ১০)

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (محمد : ١٩)

"আর তোমাদের গোনাহের জন্য ইস্তিগ্ফার করতে থাক আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জন্যও।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৯)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ (إبراهيم : ٤١)

"হে আমাদের রব ! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা মাতাকে ও সকল ঈমানদারদেরকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব নেয়া হবে।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪১)

١٤٩٤– وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৯৪. হযরত আবুদ্ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে কোন মুসলিম বান্দা তার ভাইয়ের জন্য যখন তার অসাক্ষাতে দু'আ করে ফিরিশ্‌তা বলেন ঃ তোমার জন্যও অনুরূপ। (মুসলিম)

١٤٩٥- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : « دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ : آمِيْنَ ، وَلَكَ بِمِثْلٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৯৫. হযরত আবুদ্ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম্ বলতেন ঃ "ভাইয়ের অসাক্ষাতে কোন ব্যক্তির দু'আ তার জন্য কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত থাকে। যখনই ঐ বক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য কোন দু'আ করে তখনই ঐ নিযুক্ত দায়িত্বশীল ফিরিশ্‌তা বলে ঃ আমীন, তোমার জন্যেও অনুরূপ"। (মুসলিম)

بَابٌ فِيْ مَسَائِلِ مِنَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'আ সম্পর্কিত মাসয়ালা মাসাইল।

١٤٩٦- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৯৬. হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির কিছু উপকার বা ভাল করা হয় এবং এর জবাবে সে উপকারকারীকে বলে ঃ "জাযা-কাল্লাহু খাইরান" আল্লাহ তোমাকে ভাল প্রতিদান দিন সে পুরোপুরি তার প্রশংসা ও প্রতিবদল দান করল। (তিরমিযী)

١٤٩٧- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৯৭. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিজের জন্য বদ দু'আ করো না, নিজের সন্তানদের জন্য বদ্ দু'আ করো না, নিজের সম্পদের ব্যাপারে বদ্ দু'য়া করো না। কারণ এই বদ্ দু'আর সময়টি সেই সময়ে পড়ে যেতে পারে যে সময় আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করে দু'আ করলে কবুল করা হয়। এভাবে এই বদ্ দু'আটিও কবুল হয়ে যেতে পারে। (মুসলিম)

١٤٩٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৯৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "বান্দা যখন সিজ্‌দায় থাকে তখন তার প্রতিপালকের সবচাইতে নিকটবর্তী হয়। কাজেই (সিজ্‌দায় গিয়ে) খুব বেশী করে দু'আ করা। (মুসলিম)

١٤٩٩- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ : يَقُوْلُ : قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي ، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৯৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারোর দু'আ কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে। সে বলতে থাকে ঃ আমি আমার রবের কাছে দু'আ করেছিলাম কিন্তু তিনি আমার সেই দু'আ কবুল করেননি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٠٠- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : « جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫০০. হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হল ঃ কোন দু'আ বেশী কবুল হয় ? জবাব দিলেন ঃ শেষ রাতের মধ্যকালের ও ফরয নামাযের পরের দু'আ। (তিরমিযী)

١٥٠١- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: « مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُوْ اللّٰهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهَا أَوْ صَدَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا. مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِذَا نُكْثِرُ قَالَ : « اَللّٰهُ أَكْثَرُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫০১. হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীর যে কোন মুসলিম মহান আল্লাহর কাছে কোন দু'আ করলে তিনি তাকে তা দান করনে অথবা সেই ধরনের কোন অনিষ্ট তার থেকে দূর করেন, যে পর্যন্ত না সে কোন গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ করে। উপস্থিত লোকদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি বলল ঃ এবার থেকে তাহলে তো আমরা বেশী করে দু'আ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহও তোমাদের দু'আ বেশী বেশী করে কবুল করবেন। (তিরমিযী)

١٥٠٢- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ : « لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫০২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কষ্টের সময় বলতেন ঃ "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আযীমুল হালীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামা-ওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদি রাব্বুল আরশিল কারীম –আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, যিন মহান ও সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, যিনি বিশাল আরশের প্রভু। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, যিনি আকাশসমূহ, পৃথিবী ও মহান আরশের প্রভু"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَفَضْلِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ওলীদের কারামাত ও তাঁদের ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ : الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِيْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِيْ الْاٰخِرَةِ لاَ تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (يونس : ٦٢ -٦٤)

"জেনে রাখ, আল্লাহর বন্ধুদের জন্য কোন ভয়ের কারণ নেই এবং তাদেরকে দুর্ভাবনাগ্রস্থও হতে হবে না। তারা ঈমান এনেছে ও গোনাহ থেকে দূরে থেকেছে। তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন হয় না। এই বিঘোষিত সুসংবাদ অবশ্য বিরাট সাফল্যের প্রতীক।" (সূরা ইউনুস ঃ ৬২)

وَهُزِّيْ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ، فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ (مريم : ٢٥ - ٢٦)

"আর খেজুরের ঐ কাণ্ডটি নিজের দিকে ধরে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার জন্য পড়বে তরতাজা খেজুর। কাজেই তুমি তা খাও ও পানি পান কর আর চোখ শীতল কর।" (সূরা মারইয়াম ঃ ২৫)

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ : يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هٰذَا ؟ قَالَتْ : هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ، إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (آل عمران : ٣٧)

"যখনই যাকারিয়া তার কাছে ইবাদতখানায় আসত তার কাছে দেখত কিছু খাদ্য। জিজ্ঞেস করত ঃ হে মারইয়াম ! এসব তোমার কাছে এল কোথা থেকে ? মারইয়াম জবাব দিত, এতো আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে চান তাকে রিযিক দান করেন বে-হিসেবে"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৮)

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ إِلاَّ اللّٰهَ فَأْوُوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ [الكهف : ١٦ ، ٢٧].

"আর এখন যখন তোমরা (আসহাবের কাহফ) তাদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের অন্যান্য মাবূদদের থেকেও। কাজেই এখন তোমরা (অমুক) গুহার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নাও। তোমাদের ওপর তোমাদের রব তাঁর রহমত ছড়িয়ে দিবেন আর তোমাদের জন্য তোমাদের কাজে সাফল্যের সরঞ্জাম করে দিবেন। আর তুমি তাদেরকে গুহার ভেতর দেখতে পারলে দেখতে, সূর্য যখন উদয় হয় তখন তাদের গুহা ছেড়ে ডান দিক থেকে উপরে উঠে যায় আর যখন অস্ত যায় তখন তাদের থেকে আড়ালে থেকে বাম দিকে নেমে যায়।" (সূরা ঃ কাহ্ফ ঃ ১৬)

١٥٠٣- وَعَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا أُنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ » أَوْ كَمَا قَالَ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ ؟ قَالَ : أَوْ مَا عَشَّيْهِمْ ؟ قَالَتْ : أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ وَقَدْ عَرَضُوْا عَلَيْهِمْ قَالَ : فَذَهَبْتُ أَنَا ، فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ :

يَا غُنْثَرُ ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ ، وَقَالَ : كُلُوْا لاَ هَنِيْئًا ، وَاللّٰه لاَأَطْعَمُهُ أَبَدًا ، قَالَ : وَأَيْمُ اللّٰهِ مَا كُنَّا نَأخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهُ حَتّٰى شَبِعُوْا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ : يَا أُخْتَ بَنِيْ فِرَاسٍ مَا هٰذَا ؟ قَالَتْ : لاَ وَقُرَّةِ عَيْنِيْ لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ ! فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِيْ يَمِيْنَهُ. ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ. وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ ، فَتَفَرَّقْنَا اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً ، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ ، اَللّٰهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ ، فَأَكَلُوْا مِنْهَا أَجْمَعُوْنَ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَحَلَفَ أَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَطْعَمُه فَحَلَفَتِ الْمَرْأَة لاَ تَطْعَمُهُ فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَوِ الْأَضْيَافُ أَنْ لاَ يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوْهُ حَتّٰى يَطْعَمَهُ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : هٰذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ! فَدَعَا بِالطَّعَامِ ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوْا فَجَعَلُوْا لاَ يَرْفَعُوْنَ لُقْمَةً إِلاَّ رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ : يَا أُخْتَ بَنِيْ فِرَاسٍ مَا هٰذَا ؟ فَقَالَتْ : وَقُرَّةِ عَيْنِيْ إِنَّهَا الْآنَ لأَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ ، فَأَكَلُوْا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ : دُوْنَكَ أَضْيَافَكَ فَإِنِّيْ مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : أَطْعَمُوْا ؛ فَقَالُوْا : أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا ؟ قَالَ : اطْعَمُوْا ، قَالُوْا : مَا نَحْنُ بِآكِلِيْنَ حَتّٰى يَجِيْئَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ : اقْبَلُوْا عَنَا قِرَاكُمْ فَإِنَّه إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوْا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ فَأَبَوْا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ : مَا صَنَعْتُمْ ؟ فَأَخْبَرُوْهُ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَسَكَتُّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَسَكَتُّ ، فَقَالَ : يَا غُنْثَرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِيْ لَمَا جِئْتَ ! فَخَرَجْتُ ، فَقُلْتُ: سَلْ

أَضْيَافَكَ ، فَقَالُوْا : صَدَقَ ، أَتَانَا بِهِ فَقَالَ : إِنَّمَا انْتَظَرْتُمُوْنِي وَاللهِ لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ الْآخَرُوْنَ : وَاللهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ ، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ لاَ تَقْبَلُوْنَ عَنَّا قِرَاكُمْ ؟ هَاتِ طَعَامَكَ فَجَاءَ بِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ : بِسْمِ اللهِ. الْأُوْلَى مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوْا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫০৩. হযরত আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) আসহাবে সুফ্ফা ছিলেন একান্তই দরিদ্র অভাবী জনগোষ্ঠী। তাই একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যার কাছে দু'জনের খাদ্য আছে সে যেন তার সাথে তৃতীয় জনকে নিয়ে খায় আর যার কাছে চার জনের খাবার আছে সে যেন তার সাথে পঞ্চম ও ষষ্ঠজনকে নিয়ে খায়। অথবা তিনি যেমন বলেছেন। কাজেই (এই নীতি অনুযায়ী) হযরত আবু বকর (রা.) তিন ব্যক্তিকে তাঁর সংগে করে নিয়ে এলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সংগে আনলেন দশ ব্যক্তিকে। হযরত আবু বকর (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রাতের খাবার খেলেন, তারপর তাঁর সাথে অবস্থান করলেন ও এশার নামায পড়লেন। তারপর সেখান থেকে তিনি ফিরলেন। তখন রাতের একটা অংশ যতটুকু আল্লাহ চান অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর স্ত্রী বললেন ঃ মেহমানদের ছেড়ে তুমি আবার কোথায় রয়ে গিয়েছিলে ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মেহমানদেরকে আহার করাওনি ? স্ত্রী জবাব দিলেন ঃ তাঁরা অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন যে, তুমি না আসা পর্যন্ত তাঁরা খাবেন না। অথচ তাদেরকে বারবার বলা হয়েছিল। আবদুর রহমান (রা.) বলেছেন ঃ (এ দৃশ্য দেখে) আমি ভয়ে আত্মগোপন করেছিলাম। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন ঃ ওহে নির্বোধ। তারপর তিনি যার পর নাই তিরস্কার করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি (মেহমানদেরকে) বললেন ঃ তোমরা খেয়ে নাও, তোমাদের জন্য বরকত হবে না, আল্লাহর কসম আমি খাব না। আবদুর রহমান (রা.) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরা যখনই কোন লোক্মা গ্রহণ করতাম তার নিচে থেকে তা আর বেশী বেড়ে ওপরে এসে যেত। এমন কি সবাই পেট বরে আহার করল। এদিকে খাবার আগের চাইতে অনেক বেশী বেড়ে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) তা দেখে তাঁর স্ত্রীকে বললেন ঃ হে বনী ফিরাসের বোন, এ কি ব্যাপার ! তিনি জবাব দিলেন ঃ না, না আমার চোখের শীতলতা (হে আমার প্রিয় স্বামী !), এতো এখন দেখছি আগের চাইতে তিনগুণ বেশী হয়ে গেছে। কাজেই আবু বকর (রা.) তা থেকে খেলেন। তারপর বললেন ঃ ওটা ছিল আসলে শয়তানের পক্ষ থেকে। তারপর তা থেকে এক লোক্মা খেলেন এবং বাকি সবটুকু উঠিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে এলেন। সকাল পর্যন্ত ঐ খাবারগুলি তাঁর কাছে রইল। সে সময় একটি গোত্রের সাথে আমাদের সন্ধিচুক্তি ছিল। চুক্তির সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের বারজনকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিলেন এবং (এই বারজনের) প্রত্যেকের সাথে লোকদের একটি দল ছিল যারা সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। মোটকথা তারা সবাই ঐ খাবার পেট ভরে খেল।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ তখন হযরত আবু বকর (রা.) কসম খেলেন যে, তিনি খাবার খাবেন না। তাঁর স্ত্রীও কসম খেলেন, তিনি খাবার খাবেন না। এ দৃশ্য দেখে মেহমান বা মেহমানরাও কসম খেলেন, তারা খাবার খাবেন না যে পর্যন্ত না আবু বকর (রা.) খাবার খান। এ অবস্থা দেখে আবু বকর (রা.) বললেন ঃ এটা (অর্থাৎ এই কসম) ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই তিনি খাবার আনালেন। তিনি নিজে খেলেন এবং মেহমানরাও খেলেন। তাঁরা সবাই এক লোকমা খাবার উঠাতে না উঠাতেই তার নিচে তার চেয়ে বেশী হয়ে যেত। আবু বকর (তাঁর স্ত্রীকে) বললেন ঃ হে বনী ফিরাসের বোন, একি ব্যাপার ! তিনি বললেন ঃ হে আমার চোখের শীতলতা (অর্থাৎ হে আমার প্রিয় স্বামী) ! এতো দেখছি এখন আমাদের খাবার আগের চাইতে অনেক বেশী হয়ে গেছে। কাজেই সবাই খেলেন এবং (বাদবাকি) খাবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তা থেকে খেয়েছেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে হযরত আবু বকর (রা.) আবদুর রহমানকে বললেন ঃ তুমি তোমার তুমি তোমার এই মেহমানদের দেখাশুনা কর। কারণ আমি একটু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাচ্ছি। আমার আসার আগেই তুমি এদের মেহমানদারী শেষ করে ফেল। কাজেই আবদুর রহমান (রা.) চললেন এবং তাঁর কাছে (অর্থাৎ গৃহে) যা কিছু ছিল মেহমানদের সামনে এনে হাযির করলেন। তিনি (মেহমানদেরকে) বললেন ঃ খেয়ে নিন। মেহমানরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমাদের গৃহস্বামী কোথায় ? আবদুর রহমান (রা.) বললেন ঃ আপনারা খেয়ে নিন। তারা বললেন ঃ আমাদের গৃহস্বামী না এলে আমরা খাব না। আবদুর রহমান (রা.) বললেন ঃ আমাদের পক্ষ থেকে মেজবানী কবুল করুন (এবং খাবার খেয়ে নিন)। কারণ যদি আবু বকর (রা.) এসে পড়েন এবং তখনো পর্যন্ত আপনারা খাবার না খেয়ে থাকেন তাহলে তাঁর থেকে আমাদের কষ্ট পোহাতে হবে। তবুও তাঁরা খেতে অস্বীকার করল। আমি বুঝতে পারলাম আজ আমার ওপর তিনি চটে যাবেন। তারপর যখন আবু বকর (রা.) এলেন, আমি সরে পড়লাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমরা (মেহমানদের ব্যাপারে) কি করলে ? ঘরের লোকেরা তাকে মেহমানদের না খেয়ে থাকার কথা জানিয়ে দিল। তিনি ডাক দিলেন ঃ হে আবদুর রহমান ! আমি কোন সাড়া দিলাম না। তারপর আবার ডাক দিরেন ঃ হে আবদুর রহমান। তবুও আমি কোন জবাব দিলাম না। এবার তিনি ডাক দিলেন, ওরে নির্বোধ। আমি তোকে কসম দিয়ে বলছি, আমার কথা শুনে থাকলে চলে আয়। আমি বের হয়ে এলাম এবং বললাম ঃ আপনার মেহমানদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তাঁরা বললেন ঃ যথার্থই, সে আমাদের কাছে কাবার এনেছিল। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করেছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আজ রাতে খাবার খাব না। একথা শুনে অন্য সবাই বলল ঃ আল্লাহর কসম! আপনি না খেলে আমরাও খাব না। তখন তিনি বললেন ঃ হায়, আফসোস ! জানি না তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা আমাদের মেহমানদারী কবুল করছ না কেন ? খাবার আন। কাজেই খাবার আনা হল এবং আবু বকর খাবারের ওপর নিজের হাত রাখলেন তারপর বললেন ঃ "বিস্‌মিল্লাহ"। আগেরটা (অর্থাৎ কসম খাওয়া) ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে। তিনি খেলেন এবং তারা সবাই খেলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٠٤– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُوْنَ ، فَإِنْ يَكُ فِيْ أُمَّتِيْ أَحَدٌ ، فَإِنَّهُ عُمَرُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ وَفِيْ رِوَايَتِهِمَا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : « مُحَدَّثُوْنَ » أَيْ : مُلْهَمُوْنَ.

১৫০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের আগের উম্মাতের মধ্যে অনেক 'মুহাদ্দাস' হত। কাজেই আমার উম্মাতের মধ্যে যদি কোন 'মুহাদ্দাস' হয় তাহলে তা হবে উমার।

ইমাম বুখারী এ হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন। আর ইমাম মুসলিম হযরত আয়েশার মাধ্যমে এটি রিওয়ায়েত করেছেন। আর তাঁদের উভয়ের (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম) রিওয়ায়েতে মুহাদ্দাস ইব্‌ন ওহ্‌বের মন্তব্য উল্লেখিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন ঃ 'মুহাদ্দাস' তাদেরকে বলা হয় যাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ইলহাম' হয়।

١٥٠٥– وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : شَكَا أَهْلُ الْكُوْفَةِ سَعْدًا يَعْنِيْ : ابْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتّٰى ذَكَرُوْا أَنَّهُ لَايُحْسِنُ يُصَلِّيْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، إِنَّ هٰؤُلَاءِ يَزْعُمُوْنَ أَنَّكَ لَاتُحْسِنُ تُصَلِّيْ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا وَاللّٰهِ فَإِنِّيْ كُنْتُ أُصَلِّيْ بِهِمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا أَخْرِمُ عَنْهَا أُصَلِّيْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْأُوْلَيَيْنِ وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ، قَالَ : ذٰلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ وَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوْفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوْفَةِ فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَيُثْنُوْنَ مَعْرُوْفًا حَتّٰى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِيْ عَبْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكَنّٰى أَبَا سَعْدَةَ ، فَقَالَ : أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيْرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدٌ : أَمَا وَاللّٰهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ : اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هٰذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمُرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ إِذَا سُئِلَ يَقُوْلُ : شَيْخٌ كَبِيْرٌ مَفْتُوْنٌ أَصَابَتْنِيْ دَعْوَةُ سَعْدٍ.

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ الرَّاوِيْ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ فَيَغْمِزُهُنَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫০৫. হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কূফাবাসীরা সা'দের (সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস) বিরুদ্ধে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর কাছে অভিযোগ করল। তিনি তাঁকে অপসারণ করে আম্মারকে তাদের জন্য নিযুক্ত করলেন। তারা এবারও অভিযোগ করল। এমনকি তারা বর্ণনা করলো যে, তিনি (হযরত সাদ রা.) নামাযও ভাল করে পড়ান না। কাজেই হযরত উমার (রা.) দূত পাঠালেন হযরত সা'দের কাছে। (হযরত সা'দ (হযরত উমারের কাছে হাযির হলে) তিনি (সা'দকে) বললেন ঃ হে আবু ইসহাক! কূফাবাসীদের ধারণা তুমি নাকি নামাযটাও ভাল করে পড়াও না। সা'দ (রা.) জবাব দিলেন ঃ আমি তো, আল্লাহর কসম, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো নামায পড়াই, তার মধ্যে আমি কোন কম্‌তি করি না ঃ আমি তাদেরকে মাগরিব ও এশার নামায পড়াই। এর প্রথম দুই রাকা'আত লম্বা ও শেষ দুই রাকা'আত হাল্‌কা করি। উমার (রা.) বললেন ঃ হে আবু ইসহাক ! তোমার ব্যাপারে আমারও এই ধারণা ছিল। তিনি সা'দের সাথে একজন বা কয়েকজন লোককে কূফায় পাঠালেন কূফাবাসীদের কাছে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। কাজেই তারা কোন একটি মসজিদেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে ছাড়লেন না। সব মসজিদের লোকেরাই তাঁর প্রশংসা করতো। অবশেষে তারা বনী আবসের মসজিদে এলেন। সেখানে মসজিদের লোকদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়ালো, তার নাম ছিল উসামা ইব্‌ন কাতাদা এবং ডাক নাম ছিল আবু সা'দা। সে বললো, যখন আমাদের জিজ্ঞেসই করা হয়েছে (তখন আমি বলেই দিচ্ছি ঃ) সা'দ (রা.) কখনো কোন সেনাদলের সাথে (যুদ্ধে) যান না এবং গনীমতের মালও সমান ভাবে বন্টন করেন না। আর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও ন্যায়বিচার করেন না। সা'দ (রা.) বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমিও তিনটি বদ্‌ দু'য়া দেবো। (এ সময় হযরত সা'দ (রা.) আবেগ প্রবণ হয়ে পড়লেন এবং বললেন ঃ) হে আল্লাহ! যদি তোমার এই বান্দা মিথ্যুক হয়ে থাকে এবং লোক দেখাবার ও খ্যাতি লাভ করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তার আয়ু দীর্ঘ করে দাও, তার দারিদ্র্য ও অনাহারকে দীর্ঘ করে দাও এবং তাকে ফিত্‌নার মধ্যে নিক্ষেপ কর। কাজেই এই বদ দু'আর পর যখন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হত, সে বলতো ঃ বুড়ো, থুরথুরে বুড়ো, ফিত্‌নার মধ্যে ডুবে গেছে, আমাকে সা'দের বদ্‌ দু'আ লেগেছে। বর্ণনাকরী আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইর জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। জাবির (রা.) বলেন ঃ আমি তাকে দেখেছি। বুড়ো হবার কারণে তার চোখের পাতা চোখের ওপর ঝুলে পড়েছিল এবং সে পথে ঘাটে যুবতী মেয়েদেরকে টানাটানি করতো ও তাদেরকে জ্বালাতন করে ফিরতো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٠٦- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى بِنْتُ أَوْسٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَقَالَ سَعِيْدٌ : أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِيْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ » فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هٰذَا فَقَالَ سَعِيْدٌ : اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِيْ أَرْضِهَا قَالَ : فَمَا مَاتَتْ حَتّٰى ذَهَبَ بَصَرُهَا وَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِيْ فِيْ أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِيْ حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫০৬. হযরত উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র.) থেকে বর্ণিত। সাঈদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আম্র ইব্ন নুফাইল (রা.)-এর সাথে আরওয়া বিনতে আওসের বিবাদ বাঁধে একটি জমি নিয়ে। আরওয়া মারওয়ান ইবনুল হাকামের (মদীনার তদানীন্তন শাসক) কাছে (সাঈদ ইব্ন যায়িদের বিরুদ্ধে) মামলা দায়ের করে অভিযোগ আনে যে, সাঈদ তার জমির কিছু অংশ গ্রাস করে নিয়েছেন। (এ অভিযোগের জবাবে) সাঈদ (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি যা শুনেছি তার পরও তার জমির কিছু অংশ আমি গ্রাস করব (এটা কেমন করে হতে পারে)। মারওয়ান জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কি শুনেছেন ? সাঈদ (রা.) জবাব দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি কারোর থেকে যুলুম করে এক বিঘত জমিও নেবে (কিয়ামতের দিন) তার গলায় সাতটি জমির বেড়ী পরিয়ে দেয়া হবে। মারওয়ান তাঁকে বললেন ঃ ব্যাস, এরপর আমি আপনার কাছ থেকে আর দলীল প্রমাণ চাই না। সাঈদ (রা.) বললেন ঃ হে আল্লাহ! যদি এ মহিলা (আরওয়া বিনত আওস) মিথ্যেবাদী হয় তাহলে তার চোখ অন্ধ করে দাও এবং তাকে তার জমিতেই নিহত কর। উরওয়াহ ইব্ন যুবাইর (র.) বলেন ঃ এ মহিলা মরেনি যতদিন না সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর একদিন সে (অন্ধ অবস্থায়) তার জমির ওপর দিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় একটি গর্তের মধ্যে পড়ে যায় এবং তাতেই তার মৃত্যু ঘটে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٠٧- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أُحُدٌ دَعَانِيْ أَبِيْ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : مَا أُرَانِيْ إِلَّا مَقْتُوْلًا فِيْ أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنِّيْ لَا أَتْرُكُ بَعْدِيْ أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُوْلِ

اللّٰهِ ﷺ وَإِنَّ عَلَىَّ دَيْنًا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا : فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيْلٍ وَدَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ فِيْ قَبْرِهِ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِيْ أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ آخَرَ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمَ وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذُنِهِ ، فَجَعَلْتُهُ فِيْ قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫০৭. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ উহুদ যুদ্ধের সময় এসে গেলে সেই রাতে আমার আব্বা আমাকে ডেকে বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে (আগামী কালের যুদ্ধে) আমিই সর্বপ্রথম শহীদ হব। আর রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর তুমিই আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আমার ওপর কিছু ঋণের বোঝা আছে, তা তুমি আদায় করে দিবে এবং তোমার বোনদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কাজেই সকালে (যুদ্ধ শুরু হল) তিনিই প্রথম শহীদ হলেন। আমি (রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হিদায়াত মুতাবিক) আর একজন শহীদকে তাঁর সাথে একই কবরে দাফন করলাম। তারপর আমার মন এটা চাইল না যে আমি তাঁকে আরেক জনের সাথে রেখে দেই, তাই ছয় মাস পরে আমি তাকে সেখান থেকে বের করে নিলাম। তখন তিনি ঠিক তেমনটিই ছিলেন যেমনটি সেখানে রাখার দিন ছিলেন। কেবল তাঁর কানটি ছাড়া (তাতে সামান্য ঘা ছিল)। তারপর আমি তাঁকে অন্য একটি কবরে আলাদাভাবে দাফন করলাম। (বুখারী)

١٥٠٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ بَيْنَ أَيْدِيْهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১৫০৮. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'জন সাহাবী এক অন্ধকার রাতে নবী রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে বের হলেন। তাদের দু'জনের সাথে ছিল প্রদীপের মতো দু'টি আলো তাদের হাতে। যখন তারা দু'জন আলাদা হয়ে গেলেন তাদের প্রত্যেকের সাথে একটি করে প্রদীপ হয়ে গেল। এভাবে তারা নিজেদের ঘরে পৌঁছে গেলেন। (বুখারী)

١٥٠٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَةَ رَهْطٍ عَيْنًا سَرِيَّةً ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَانْطَلَقُوْا حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِالْهَدْاَةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ : ذُكِرُوْا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ : بَنُو لِحْيَانَ ، فَنَفَرُوْا لَهُمْ بِقَرِيْبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ

فَاقْتَصُّوْا آثَارَهُمْ فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمُ وَأَصْحَابُهُ لَجَؤُوْا إِلَى مَوْضِعٍ ، فَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوْا انْزِلُوْا ، فَأَعْطُوْا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ أَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا فَقَالَ عَاصِمُ بنُ ثَابِتٍ : أَيُّهَا الْقَوْمُ أَمَّا أَنَا ، فَلاَ أَنْزِلُ عَلَى ذِمَّةِ كَافِرٍ اَللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوْا عَاصِمًا وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبُ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ أَطْلَقُوْا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوْهُمْ بِهَا قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ : هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لاَأَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِيْ بِهَؤُلاَءِ أُسْوَةً يُرِيْدُ الْقَتْلَى فَجَرُّوْهُ وَعَالَجُوْهُ فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوْهُ وَانْطَلَقُوْا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بنِ الدَّثِنَةِ حَتَى بَاعُوْهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتَاعَ بَنُوْ الْحَارِثُ بنِ عَامِرِ ابْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ خُبَيْبًا ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُم أسِيْرًا حَتَّى أَجْمَعُوْا عَلَى قَتْلِه فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوْسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بُنِيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخْذِهِ وَالْمُوْسَى بِيَدِهِ ، فَفَزِعَتْ فَزِعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبُ. فَقَالَ : أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ ! قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيْرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِيْ يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوْثَقٌ بِالْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ وَكَانَتْ تَقُوْلُ : إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ خُبَيْبًا ، فَلَمَّا خَرَجُوْا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوْهُ فِيْ الْحِلِّ ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبُ : دَعُوْنِي أُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ، فَتَرَكُوْهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْ لاَ أَنْ تَحْسَبُوْا أَنَّ مَا بِيْ جَزَعُ لَزِدْتُ : اَللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا ، وَاقْتُلْهُمْ بِدَدًا ، وَلاَ تُبْقِ مِنْهُم أَحَدًا ، وَقَالَ :

فَلَسْتُ أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلّٰه مَصْرَعِيْ
وَذَلِكَ فِيْ ذَاتِ الإِلٰهِ وَإِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلَ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلاَةَ ، وَأَخْبَرَ يَعْنِى النَّبِيَّ ﷺ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيْبُوْا خَبَرَهُمْ وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى

عَاصِمِ ابْنِ ثَابِتٍ حِيْنَ حُدِّثُوْا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتَوْا بِشَيٍّ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ ، فَبَعَثَ اللّٰهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوْا أَنْ يَقْطَعُوْا مِنْهُ شَيْئًا ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫০৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশজন লোকের একটি দলকে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে গোপন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পাঠালেন। আসিম ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা.)-কে তাঁদের নেতা নিযুক্ত করলেন। নির্দেশ মুতাবিক তাঁরা রওয়ানা হয়ে যান। যখন তাঁরা আরাফাত ও মক্কার মধ্যখানে হুদাত নামক স্থানে পৌঁছেন তখন হুযাইল গোত্রকে যাদেরকে বনী লিহ্‌ইয়ানও বলা হয়ে থাকে খবর দিয়ে দেয়া হয়। ফলে তাঁরা তাদের জন্য প্রায় একশ' জন তীরন্দাজ নিয়ে বের হয় এবং তাঁদের পায়ের চিহ্ন ধরে চলতে থাকে। আসিম ও তাঁর সাথীগণ যখন তাঁদের পশ্চাদধাবন অনুধাবন করতে পারেন তখন তাঁরা একটি উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেন। কাফিররা তাঁদেরকে চারদিকে থেকে ঘিলে ফেলে বলতে থাকে ঃ নেমে এসো এবং নিজেদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ কর। আমরা তোমাদের সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছি যে, তোমাদের কাউকেই আমরা হত্যা করব না। আসিম ইব্‌ন সাবিত (রা.) বলেন ঃ "হে সংগীগণ ! আমি নিজেকে কাফিরদের জিম্মায় সোর্পদ করব না। হে আল্লাহ! তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের খবর জানিয়ে দাও।" (একথা শুনে) কাফিররা তাঁর প্রতি তীর বর্ষণ করল এবং আসিমকে শহীদ করল। অতঃপর কাফিরদের ওয়াদার ওপর ভরসা করে তিনি ব্যক্তি তাদের কাছে নেমে যান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন খুবাইব, যায়িদ ইবনুদ দাসিনাহ ও তৃতীয় একজন। কাফিররা তাঁদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার পর তাঁদের ধনুকের ছিলা দিয়ে তিনজনকে কষে বেঁধে ফেললো। এ অবস্থায় দেখে তৃতীয় ব্যক্তিটি বললেন ঃ "এটা হচ্ছে প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহ্‌র কসম ! আমি তোমাদের সাথে যাব না। আমার জন্য রয়ে গেছে ঐ শহীদদের আদর্শ (শহীদ হওয়া)। কাফিররা তাঁকে ধরে টানতে থাকে এবং তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন। তখন তারা তাঁকে শহীদ করে দেয়। অতঃপর কাফিররা খুবাইব ও যায়িদ ইব্‌ন দাসিনাহকে সঙ্গে নিয়ে চলে এবং তাঁদেরকে মক্কায় বিক্রি করে দেয়। এটা বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা। খুবাইবকে কিনে নেয় হারিস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নওফেল ইব্‌ন আবদ্ মানাফের বংশধররা। আর বদরের দিন খুবাইবই হারিসকে হত্যা করেছিলেন। কাজেই খুবাইব (রা.) তাদের কাছে বন্দী থাকেন। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হয়। এ সময় তিনি হারিসের এক মেয়ের কাছ থেকে একটি ক্ষুর চেয়ে নেন, নিজের নাভিমূলের ক্ষৌর কর্ম সম্পন্ন করার জন্য। মেয়েটি তাঁকে তা দিয়ে দেন। তার একটি শিশু পুত্র খুবাইবের কাছে চলে যায়। পুত্রের ব্যাপারে তিনি গাফিল হয়ে পড়েছিলেন। মেয়েটি যখন খুবাইবের কাছে আসেন, দেখেন তার ছেলেটি বসে আছে খুবাইবের হাঁটুর ওপর এবং খুবাইবের হাতে রয়েছে ক্ষুর। তিনি ভীষণ ঘাবড়ে যান। খুবাইব (রা.) তার আশংকা টের পান। তিনি তাকে বললেন ঃ "তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছ বুঝি আমি একে হত্যা করব ভেবে। আমি কখনোই একাজ করব না।"

হারিসের মেয়ে বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র কসম! আমি খুবাইবের চাইতে ভাল কয়েদী আর দেখিনি। আল্লাহ্‌র কসম! একদিন আমি তাঁকে দেখেছি তিনি শিকলে বাঁধা অবস্থায় আংগুরের ছড়া হাতে নিয়ে তা থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিলেন অথচ সে সময় মক্কায় ফলের মওসুম ছিল না।" হারিস কন্যা বলেন ঃ "নিঃসন্দেহে তা ছিল এমন একটি রিযিক যা আল্লাহ খুবাইবকে দান করেছিলেন।" তারপর যখন কাফিররা তাঁকে হত্যা করার জন্য হারাম শরীফের বাইরে হিল নামক স্থানে নিয়ে যায়, তখন খুবাইব (রা.) তাদেরকে বলেন ঃ "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি দু'রাকাআ'ত নামায পড়ব।" তারা তাঁকে ছেড়ে দেয় এবং তিনি দু'রাকা'আত নামায পড়ে নেন। তারপর বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র কসম, যদি তোমাদের একথা ধারনা করার সম্ভাবনা না থাকতো যে, আমি ভয় পেয়ে গেছি, তাহলে আমি আরো বেশী নামায পড়তাম। হে আল্লাহ্‌! এদের সংখ্যা গুণে রাখ। এদের সবাইকে একর পর এক হত্যা কর। আর এদের একজনকেও ছেড়ে দিও না।" এরপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি পড়েন ঃ

"মুসলিম হিসেবই আমি মরতে যাচ্ছি যখন
আমার নেই কোন পরোয়া নেই
আল্লাহ্‌র পথে
কিভাবে আমার প্রাণটি যাবে। আমার মৃত্যু হচ্ছে আল্লাহর পথে,
আর কর্তিত জোড়গুলির ওপর বরকত নাযিল করেন যদি তিনি চান।"

আর হযরত খুবাইব (রা.) ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান যিনি আল্লাহ্‌র পথে গ্রেফতার হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য নিহত হওয়ার পূর্বে নামায পড়ার সুন্নাত জারী করেন। যেদিন এদেরকে শহীদ করা হয় সেদিনই তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবাদেরকে তা জানিয়ে দেন। আসিম ইব্‌ন সাবিতের নিহত হবার খবর পাওয়ার পর কুরাইশদের কিছু লোক তাকে চিহ্নিত করার জন্য তার লাশের কিছু অংশ নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে লোক পাঠায়। কারণ আসিম (বদরের দিন) একজন কুরাইশ প্রধানকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ আসিমের হিফাযতের জন্য মেঘ খন্ডের মত একদল মৌমাছি পাঠান। তারা কুরাইশদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আসিমের দেহকে সংরক্ষিত রাখে। ফলে তারা আসিমের দেহ থেকে কিছুই কেটে নিতে সক্ষম হয়নি। (বুখারী)

١٥١٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لِشَيْءٍ قَطُّ : إِنِّيْ لأَظُنُّهُ كَذَا إِلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫১০. হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ "আমি উমার (রা.)-কে কখনো কোন জিনিস সম্পর্কে একথা বলতে শুনিনি যে, আমি এটা সম্পর্কে এই ধারনা করি এবং সে জিনিসটি তাঁর ধারণা অনুযায়ী হয়ে যায়নি"। (বুখারী)

كِتَابُ الْأُمُوْرِ الْمُنْهِىْ عَنْهَا

অধ্যায় ঃ নিষিদ্ধ কাজসমূহ

بَابُ تَحْرِيْمِ الْغِيْبَةِ وَالْأَمْرِ بِحِفْظِ اللِّسَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ গীবত - পরনিন্দা হারাম হওয়া এবং সংযতবাক হওয়ার নির্দেশ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا ، فَكَرِهْتُمُوْهُ ، وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَحِيْمٌ (الحجرات : ١٢)

"তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে পছন্দ করে ? তোমরা নিজেরই এটাকে ঘৃণা করবে। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্‌ অধিক তাওবা কবুলকারী এবং দয়াময়।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً (الإسراء : ٣٦)

"এমন কোন জিনিসের পিছনে লেগো না, যে বিষয়ে তোমার কোন কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চিত জেনে রাখ, চোখ, কান ও দিল সব কিছুর জন্যই জওয়াবাদিহি করতে হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (ق : ٨١)

"যে শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হয়, তা সংরক্ষণের জন্য একজন সর্বক্ষণ প্রস্তুত পর্যবেক্ষক নিযুক্ত রয়েছে।" (সূরা কাফ ঃ ১৮)।

إِعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِىْ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ عَنْ جَمِيْعِ الْكَلَامِ إِلاَّ كَلَامًا ظَهَرَتْ فِيْهِ الْمَصْلَحَةُ وَمَتَى اسْتَوَى الْكَلَامُ وَتَرْكُهُ فِى الْمَصْلَحَةِ فَالسُّنَّةُ

الْإِمْسَاكُ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ إِلَى حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوْهٍ ، وَذَلِكَ كَثِيْرٌ فِيْ الْعَادَةِ ، وَالسَّلَامَةُ لَا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ.

ইমাম নববী (র.) বলেন ঃ "প্রত্যেক সুস্থ বিবেকসম্পন্ন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা থেকে নিজের জিহবাকে সংযত রাখা কর্তব্য। তবে যে কথা বললে উপকার ও কল্যাণ হয় তা বলা কর্তব্য। যখন কথা বলা বা চুপ থাকা উভয়ই উপকার ও কল্যাণের দিক থেকে সমান থাকো তখন সুন্নাত তরীকা হলো চুপ থাকা। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমোদিত (মুবাহ্) কথাবার্তাও হারাম ও অপসন্দনীয় কিছু ঘটার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সাধারণত এটাই ঘটে থাকে। নির্দোষ ও নিখুত অবস্থার সমকক্ষ আর কিছুই না"।

١٥١١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫১১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ " যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে কিংবা চুপ থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٥١٢- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫১২. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুসলমানদের মধ্যে কে সর্বোত্তম মুসলমান ? তিনি বললেন ঃ "যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে সে-ই সর্বোত্তম মুসলমান"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥١٣- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫১৩. সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিসের (জিহবা) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী জিনিসের (যৌনাঙ্গ) নিশ্চয়তা দিতে পারবে আমি তার জান্নাতের জন্য যামিন হতে পারি"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥١٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ « إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫১৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন ঃ "বান্দা যখন ভালমন্দ বিচার না করেই কোন কোন কথা বলে, তখন তার কারণে সে নিজেকে জাহান্নামের এত দূর গভীরে নিয়ে যায় যা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥١٥- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ تَعَالَى مَا يُلْقِيْ لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ تَعَالَى لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِيْ بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫১৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, কিন্তু এর পরিণামের পরোয়া করে না, তখন এর পরিবর্তে আল্লাহ্ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আবার বান্দা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, কিন্তু এর পরিণতি সম্পর্কে সে মোটেই চিন্তা করে না, তখন একথা দ্বারা সে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। (বুখারী)

١٥١٦- وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ تَعَالَى مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ » رَوَاهُ مَالِكٌ فِيْ « الْمُوَطَّأ » وَالتِّرْمِذِيُّ .

১৫১৬. হযরত আবু আবদুর রহমান বিলাল ইব্ন হারিস মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মানুষ তার মুখ দিয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক বাক্য উচ্চারণ করে, অথচ সে জানে না একথার মূল্য ও মর্যাদা কত, মহান আল্লাহ্ তার সাথে সাক্ষাতের দিন (কিয়ামতের দিন) তার জন্য নিজের সন্তুষ্টি লিখে দেন। আর মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, অথচ সে এর পরিণাম সম্পর্কে একটুও চিন্তা করে না, মহান আল্লাহ্ তার জন্য কিয়ামতে তাঁর সাক্ষাতে হাযির হওয়ার সময় অসন্তুষ্টি লিখে দেন। (মুয়াত্তা ও তিরমিযী)

١٥١٧- وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَدِّثْنِيْ بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ : « قُلْ رَبِّيَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ » قُلْتُ : يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ : هٰذَا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫১৭. হযরত সুফিয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটা বিষয় বলে দিন যা আমি দৃঢ়তার সাথে ধরে থাক। তিনি বললেন ঃ বল, আল্লাহই আমার প্রভু-প্রতিপালক এবং এর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কোন জিনিসকে আপনি আমার জন্য সর্বাধিক ভয়ের কারণ বলে মনে করেন ? তখন তিনি নিজ জিহবা স্পর্শ করে বললেন, 'এটি'। (তিরমিযী)

١٥١٨– وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَا تُكْثِرُوْا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ ! وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যিকি্র ছাড়া বেশী কথা বলো না। কেননা আল্লাহ তা'আলার যিকির বা স্মরণ ছাড়া বেশী কথাবার্তা মনকে কঠোর কঠিন করে দেয় আর কঠোর মনের ব্যক্তিই আল্লাহ থেকে সর্বাধিক দূরে। (তিরমিযী)

١٥١٩– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ وَقَاهُ اللّٰهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫১৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ দুই চোয়ালের মধ্যবর্তীস্থানের (মুখের) দুষ্কর্ম এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের (যৌনাঙ্গের) দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা করেছেন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (তিরমিযী)

١٥٢٠– وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا النَّجَاةُ ؟ قَالَ : « أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫২০. হযরত উক্‌বা ইব্ন আমির (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! নাজাতের উপায় কি ? তিনি বললেন ঃ "তোমার জিহবাকে সংযত রাখ, নিজের ঘরকে প্রশস্ত কর এবং কৃত অপরাধের জন্য কান্নাকাটি কর"। (তিরমিযী)

١٥٢١– وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ ، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ ، تَقُولُ ؟ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ : فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫২১. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আদম সন্তান যখন সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠে তখন তার শরীরের যাবতীয় অংগ-প্রত্যংগ তার মুখের কাছে অনুনয়বিনয় করে বলে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আমরা তোমার সাথেই আছি। যদি তুমি ঠিক থাকতে পার তবে আমরাও ঠিক থাকব। যদি তুমি বাঁকা পথ ধর তবে আমরাও খারাপ হয়ে যাব। (তিরমিযী)

١٥٢٢– وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ : « لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ ؟ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ » ثُمَّ تَلاَ : (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) حَتَّى بَلَغَ (يَعْمَلُونَ) [السجدة : ١٦]. ثُمَّ قَالَ : « اَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ ، وَعَمُودِهِ ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ » قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : رَأْسِ الْأَمْرِ ، وَعَمُودِهِ ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ » قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلاَمُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ » ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَالِكَ كُلِّهِ ؟ » قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ « كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا » قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫২২. হযরত মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং দোযখ থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন ঃ তুমি অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। অবশ্য আল্লাহ

তা'আলা যার জন্য সহজ করে দেন তার জন্য একাজটা খুবই সহজ। আল্লাহর ইবাদত করতে থাক, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে, বাইতুল্লাহ্‌র হজ্জ করবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহ বলে দেব না ? রোযা ঢাল স্বরূপ-প্রতিরোধকারী। সাদাকা-যাকাত গুনাহসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেয় যেমনিভাবে পানি আগুনকে নিভয়ে দেয়। মানুষের গভীর রাতের নামাযও এভাবে গুনাহসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ... يَعْمَلُوْنَ পর্যন্ত"। "তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে দূরে থাকে। তারা নিজেদের প্রভূকে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে। আর আমি তাদের যা কিছু রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। তাদের কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাদের জন্য চোখ শীতলকারী যে সব সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীই জানে না"। (সূরা আস্‌-সিজদা ঃ ১৬ - ১৭)।

তিনি আবার বললেন ঃ তোমাকে কি যাবতীয় কাজের মূল কাণ্ড এবং এর উচ্চ ও উন্নত শিখরের কথা বলব না ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তা অবশ্যই। তিনি বললেন ঃ দীনের যাবতীয় কাজের মূল উৎস ইসলাম, এর কাণ্ড হল নামায এবং এর উচ্চ চূড়া হল জিহাদ ও সংগ্রাম। তিনি পুনরায় বললেন ঃ আমি কি তোমাকে ঐ সবগুলোর 'মূল' বলে দিব না ? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তিনি তাঁর জিহবা ধরে বললেন ঃ এটা তোমার নিয়ন্ত্রণে রাখ। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা স্বাভাবিক কথাবার্তায় যা বলে থাকি তার জন্যেও কি পাকড়াও হবো ? তিনি বললেন, তোমার প্রতি তোমার মা গম্ভীর হোক ! মানুষকে তার জিহবা দ্বারা উপর্জিত জিনিসের কারণেই জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে। (তিরমিযী)

١٥٢٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ » قَالُوْا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ : « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ » قِيْلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِىْ أَخِىْ مَا أَقُوْلُ ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে ? সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন, মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা ভাইয়ের এমন প্রসংগ আলোচনা কর, যা সে অপছন্দ করে। বলা হল, আপনার কি মত, আমি যা আলোচনা করলাম তা যদি তার মধ্যে থেকে থাকে? তিনি বললেন ঃ যে সব দোষ তুমি বর্ণনা করেছ তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে, তবেই তো তার গীবত করলে। যদি তার মধ্যে সে দোষ না থেকে থাকে, তবে তুমি তার প্রতি মিথ্যা ও অপবাদ আরোপ করলে। (মুসলিম)

١٥٢٤- وَعَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : « إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ

وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِ كُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫২৪. হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জে কুরবানীর দিন মিনা নামক স্থানে তাঁর বক্তৃতায় বলেন ঃ তোমাদের পরস্পরের রক্ত বা জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-ইজ্জত পরস্পরের প্রতি হারাম ও সম্মানের যোগ্য, যেমনিভাবে আজকের এই দিন, এই মাস এই শহর তোমাদের জন্য হারাম ও সম্মানের। আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি? (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٢٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وكَذَا قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : تَعْنِى قَصِيْرَةً ، فَقَالَ : « لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ ! » قَالَتْ : وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ أَنِّى حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৫২৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, সাফিয়ার ব্যাপারে (অর্থাৎ তার এই দোষগুলি) আপনার জন্য যথেষ্ট। কোন কোন রাবী বলেন, সাফিয়া (রা.) বেঁটে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তুমি এমন একটা কথা বলেছ, যদি তা সাগরের পানিতে মিশিয়ে দেয়া হয়, তাহলে পানির ওপর তা প্রভাব বিস্তার করবে। আয়েশা (রা.) বলেন ঃ আমি তাঁকে এক ব্যক্তির অনুকরণ করে দেখলাম। তিনি বললেন ঃ আমি কোন মানুষের নকল বা অনুকরণ পসন্দ করি না। যদিও আমার জন্য এরূপ এরূপ হয়। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

١٥٢٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَمَّا عُرِجَ بِىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ : مَنْ هٰؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ : هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِىْ أَعْرَاضِهِمْ ! » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৫২৬. হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমি এমন এক দল লোকের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখগুলো ছিল তামার। তারা নখ দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ খামচাচ্ছে। আমি বললাম, হে জিব্রীল! এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা মানুষের গোশ্ত খেত এবং তাদের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। (আবূ দাঊদ)

١٥٢٧- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫২৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের মান-সম্মান এবং ধন-সম্পদ হারাম"। (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ سَمَاعِ الْغِيْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ গীবত বা পরচর্চা শ্রবণ হারাম।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَإِذَا سَمِعُوْا اللَّغْوَ أَعْرَضُوْا عَنْهُ (القصص : ٥٥)

"কোন ব্যক্তি কাউকে গীবত করতে শুনলে তাকে বাধা দিবে।"(সূরা কাসাসঃ ৫৫)

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ (المؤمنون : ٣)

"(তারাই মু'মিন) যারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে।" (সূরা মু'মিনূন ঃ ৩)

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً (الإسراء : ٣٦)

"জেনে রাখ, শ্রবণ-শক্তি, দৃষ্টি-শক্তি, অন্তঃকরণ সব কিছুর জন্যই জওয়াবদিহি করতে হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ أَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ. (الأنعام : ٦٨)

"তুমি যখন দেখবে লোকেরা আমার আয়াতসমূহের দোষ-ক্রুটি খুঁজছে, তখন তাদের নিকট থেকে সরে যাও যতক্ষণ তারা এই প্রসংগের কথাবার্তা বন্ধ করে অন্য কোন কথায় মগ্ন না হয়। শয়তান যদি কখনও তোমাকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয়, তবে যখনি তোমার এই ভুলের অনুভূতি হবে আর এই যালেমদের কাছে বসবে না"। (সূরা আন'আম ঃ ৬৮)

١٥٢٨- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১৫২৮. হযরত আবু দারদা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইদের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করল আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন"। (তিরমিযী)

١٥٢٩- وَعَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ الْمَشْهُوْرِ الَّذِيْ تَقَدَّمَ فِيْ بَابِ الرَّجَاءِ قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فَقَالَ : « أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَلاَ رَسُوْلَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « لاَ تَقُلْ ذٰلِكَ أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ ! وَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاّ اللّٰهُ يَبْتَغِي بِذَالِكَ وَجْهَ اللّٰهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫২৯. হযরত ইত্‌বান ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন নামাযে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ মালিক ইব্‌ন দুখসুম কোথায় ? এক ব্যক্তি বলল, সে মুনাফিক। সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি এরকম কথা বলো না। তুমি কি জানো না যে, সে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই) বলেছে এবং এর দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই তার উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলা নেই বলে, আল্লাহ তাকে দোযখের আগুনের জন্য হারাম করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

١٥٣٠- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ فِيْ قِصَّةِ تَوْبَتِهِ وَقَدْ سَبَقَ فِيْ بَابِ التَّوْبَةِ. قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِيْ الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ؟ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ ، وَالنَّظَرُ فِيْ عِطْفَيْهِ. فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : بِئْسَ مَا قُلْتَ ، وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৩০. হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তাবূকে সাহাবীগণের সাথে বসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কা'ব ইব্‌ন মালিক একি করলো ? বনী সালেমা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল; ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার দুই চাদর এবং তার নিজের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়াই তাকে আটকে রেখেছে। মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা.) লোকটিকে বললেন, তুমি খুব খারাপ কথা বললে। আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ,! আমি তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কিছুই জানি না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব থাকলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ مَا يُبَاحُ مِنَ الْغِيْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ধরনের গীবতে দোষ নেই।

إِعْلَمْ أَنَّ الْغِيْبَةَ تُبَاحُ لِغَرَضٍ صَحِيْحٍ شَرْعِيٍ لاَ يُمْكِنُ الْوُصُوْلُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِهَا، وَهُوَ سِتَّةُ أَسْبَابٍ :

اَلأَوَّلُ : التَّظَلُّمُ ، فَيَجُوْزُ لِلْمَظْلُوْمِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانَ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةٌ ، أَوْ قُدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ ، فَيَقُوْلُ : ظَلَمَنِي فُلاَنٌ بِكَاذَ.

اَلثَّانِيْ : أَلاسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيْرِ الْمُنْكِرِ ، وَرَدَّ الْعَاصِيْ إِلَى الصَّوَابِ ، فَيَقُوْلُ لِمَنْ يَرْجُوْ قُدْرَتَهُ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ : فَلاَنٌ يَعْمَلُ كَذَا ، فَازْجُرْهُ عَنْهُ وَنَحْوُ ذَالِكَ وَيَكُوْنُ مَقْصُوْدُهُ التَّوَصُّلَ إِلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا.

اَلثَّالِثُ : أَلاسْتِفْتَاءُ ، فَيَقُوْلُ لِلْمُفْتِيْ : ظَلَمَنِيْ أَبِيْ ، أَوْ أَخِيْ ، أَوْ زَوْجِيْ ، أَوْ فُلاَنُ بِكَذَا ، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟ وَمَا طَرِيْقِيْ فِيْ الْخَلاَصِ مِنْهُ ، وَتَحْصِيْلِ حَقِّى وَدَفْعِ الظُّلْمِ ؟ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَهذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ ، وَلَكِنَّ الْأَحْوَطَ وَالْأَفْضَلَ أَنْ يَقُوْلَ : مَا تَقُوْلُ فِيْ رَجُلٍ أَوْ شَخْصٍ ، أَوْ زَوْجٍ ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا ؟ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِيْنٍ وَمَعَ ذَلِكَ ، فَالتَّعْيِيْنُ جَائِزٌ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِيْ حَدِيْثِ هِنْدٍ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

اَلرَّابِعُ : تَحْذِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الشَّرِّ وَنَصِيْحَتُهُمْ ، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوْهٍ : مِنْهَا جَرْحُ الْمَجْرُوْحِيْنَ مِنَ الرُّوَاةِ وَالشُّهُوْدِ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ بَلْ وَاجِبٌ لِلْحَاجَةِ.

وَمِنْهَا الْمُشَاوَرَةُ فِيْ مُصَاهَرَةِ إِنْسَانٍ ، أَوْ مُشَارَكَتِهِ ، أَوْ إِيْدَاعِهِ أَوْ مُعَامَلَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، أَوْم مُجَاوَرَتِهِ ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُشَاوِرِ أَنْ لاَ يُخْفِيَ حَالَهُ ، بَلْ يَذْكُرُ الْمَسَاوِئَ الَّتِيْ فِيْهِ بِنِيَّةِ النَّصِيْحَةِ.

وَمِنْهَا إِذَا رَأَى مُتَفَقِّهًا يَتَرَدَّدُ إِلَى مُبْتَدِعٍ ، أَوْ فَاسِقٍ يَأْخُذُ عَنْهُ الْعِلْمَ ، وَخَافَ أَنْ يَتَضَرَّرَ الْمُتَفَقِّهُ بِذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ نَصِيحَتُهُ بِبَيَانِ حَالِهِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ النَّصِيحَةَ ، وَهَذَا مِمَّا يُغْلَطُ فِيهِ. وَقَدْ يَحْمِلُ الْمُتَكَلِّمَ بِذَلِكَ الْحَسَدُ ، وَيُلَبِّسُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ فَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ.

وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ لَهُ وِلاَيَةٌ لاَ يَقُومُ بِهَا عَلَى وَجْهِهَا : إِمَّا بِأَنْ لاَ يَكُونَ صَالِحًا لَهَا ، وَإِمَّا بِانْ يَكُونَ فَاسِقًا أَوْ مُغَفَّلاً وَنَحْوَ ذَلِكَ فَيَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلاَيَةٌ عَامَّةٌ لِيُزِيلَهُ ، وَيُوَلِّيَ مَنْ يَصْلُحُ ، أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ لِيُعَامِلَهُ بِمُقْتَضى حَالِهِ وَلاَ يَغْتَرَّبِهِ ، وَأَنْ يَسْعَى فِي أَنْ يَحُثَّهُ عَلَى الاِسْتِقَامَةِ أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ.

اَلْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ أَوْ بِدعَتِهِ كَالْمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ، وَمُصَادَرَةِ النَّاسِ وَاخْذِ الْمَكْسِ وَجِبَايَةِ الْأَمْوَالِ ظُلْمًا وَتَوَلِّى الْأُمُوْرِ الْبَاطِلَةِ فَيَجُوْزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ ؛ وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوْبِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ لِجُوَازِهِ سَبَبٌ أٰخَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.

السَّادِسُ : التَّعْرِيْفُ : فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مَعْرُوْفًا بِلَقَبٍ كَالْأَعْمَشِ وَالْأَعْرَجِ وَالْأَصَمِّ ، وَالْأَعْمَى ، وَالْأَحْوَلِ ، وَغَيْرِهِمْ جَازَ تَعْرِيْفُهُمْ بِذَلِكَ وَيَحْرُمُ إِطْلاَقُهُ عَلَى جِهَةِ التَّنَقُّصِ ؛ وَلَوْ أَمْكَنَ تَعْرِيْفُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ أَوْلَى.

فَهَذِهِ سِتَّةُ أَسْبَابٍ ذَكَرَهَا الْعُلُمَاءُ وَأَكْثَرُهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَدَلاَئِلُهَا مِنَ الْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ مَشْهُوْرَةٌ. فَمَنْ ذَلِكَ.

আল্লামা ইমাম নববী (র.) বলেন ঃ সৎ ও শরীয়াত সম্মত উদ্দেশ্য সাধন যদি গীবত ছাড়া সম্ভব না হয় তাহলে এ ধরণের গীবতে কোন দোষ নেই। ছয়টি কারণে এরূপ হতে পারে ঃ

প্রথম কারণ ঃ অন্যায়, অত্যাচার ও যুলুমের বিরুদ্ধে আবেদন পেশ করা। নির্যাতিত ব্যক্তি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক বা এমন সব লোকের কাছে যালিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে পারে যাদের যালিমকে দমন করার শক্তি বা কর্তৃত্ব এবং মযলূমের প্রতি

ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা আছে। এক্ষেত্রে সে বলতে পারে অমুক ব্যক্তি আমার উপর যুলুম করেছে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং সৎকাজের মাধ্যমে গুনাহের কাজের সুযোগ বন্ধ করার জন্য সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু বলা। এ উদ্দেশ্যে কারো কাছে যার দ্বারা আল্লাহদ্রোহী কার্যকলাপ হওয়ার আশংকা রয়েছে তার বিরুদ্ধে এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি এই রকম কাজ করছে। আপনি তাকে শাসিয়ে দিন। তার উদ্দেশ্য হবে শুধু অবৈধ কার্যকলাপ উদ্ঘাটন ও তার প্রতিরোধ। এই রকম উদ্দেশ্য না থাকলে অযথা কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হারাম।

তৃতীয় কারণ ঃ কোন বিষয়ে ফাত্ওয়া চাওয়া। মুফ্তী সাহেবের কাছে গিয়ে বলা আমার উপর বাপ, ভাই, স্বামী অথবা অমুক ব্যক্তি এইভাবে যুলুম করেছে। তার জন্য এসব করা কি উচিৎ ? তার হাত থেকে আমার বাঁচার, অধিকার আদায় করার এবং যুলুমকে প্রতিরোধ করার কি পন্থা আছে প্রয়োজনবশত এসব কথা এবং এ ধরনের আরো কথা বলা জায়িয। কিন্তু সঠিক ও সর্বোত্তম পন্থা হল এভাবে বলা যে, কোন ব্যক্তি অথবা কোন স্বামী যদি এরূপ আচরণ করে তবে তার ব্যাপারে আপনার মতামত কি ? কারণ এভাবে বললে কাউকে নির্দিষ্ট না করেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। এসব সত্ত্বেও ব্যক্তির নামোল্লেখ করাও জায়িয।

চতুর্থ কারণ ঃ মুসলমানদেরকে খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা এবং উপদেশ দেয়া। এটা কয়েকভাবে হতে পারে ঃ

১. হাদীসের বর্ণনা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে যেসব ব্যক্তির দোষত্রুটি আছে যাচাই বাছাই করে তা বলে দেয়া। মুসলমানদের ইজ্মা'র ভিত্তিতে এটা শুধু জায়িযই নয় বরং বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থায় ওয়াজিবও। পরামর্শ দেয়া। যেমন, কোন লোককে বিয়ের ব্যাপারে, কারো সাথে কোন বিষয়ে অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে, আমানত ও লেন-দেনের ব্যাপারে অন্য পক্ষের কিংবা কাউকে প্রতিবেশী বানানোর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া ইত্যাদি। এ সব ক্ষেত্রে পরামর্শদাতার কর্তব্য হলো তথ্য গোপন না করা বরং নসীহতের নিয়াতে খারাপ দিকগুলো উল্লেখ করা উচিত। যখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, সে শরী'আত বিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সন্দেহ ও উৎকণ্ঠায় পতিত হয়েছে অথবা কোন ফাসিক ব্যক্তিকে তার কাছে জ্ঞানার্জন করতে দেখা যাচ্ছে এবং এই সুযোগে তার ঐ ব্যক্তির ক্ষতি করার আশংকা থাকলে তখন তার কাছে উপদেশের মাধ্যমে ফাসিক ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়া কর্তব্য। এসব ক্ষেত্রে ভুল বুঝা বুঝিরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এমনিক কোন কোন ক্ষেত্রে উপদেশ প্রদানকারীকে হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হতে হয়। কখনও শয়তান তাকে ধোঁকা দিয়ে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, এটা নিছক উপদেশ বৈ কিছু নয়। সুতরাং ব্যাপারটাকে গভীর ও সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করে অগ্রসর হতে হবে।

২. কোন লোককে কোন বিষয়ে জিম্মাদার বা দায়িত্বশীল বানানো হল। কিন্তু সে তা পালনে অক্ষম অথবা সে ঐ পদের অনুপযুক্ত, অথবা সে ফাসিক বা অলস ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে যার এসব বিষয়ে কর্তৃত্ব রয়েছে এবং যে ইচ্ছা করলে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কিংবা অন্য কোন যোগ্য লোককে দায়িত্ব দিতে পারে অথবা সে তাকে ডেকে নিয়ে তার যাবতীয় দুর্বলতা দেখিয়ে দেবে এবং সে সংশোধন হয়ে উপযুক্তভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। এতে উর্ধতন কর্মকর্তা তার সম্পর্কে অমূলক ধারণা বা ধোঁকায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে। সে তাকে ডেকে নিয়ে একথাও বলতে পারে, হয় সে যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করবে নতুবা তাকে অব্যাহিত দেয়া হবে।

পঞ্চম কারণ ঃ কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে ফাসিকী ও বিদ্'আদী কাজ করে। যেমন প্রকাশ্যে মদ পান করে, মানুষের উপর যুলুম করে, কারো ধন-সম্পদ জোরপূর্বক হরণ করে, জনসাধারণের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কর আদায় করে, অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় ইত্যাদি। এই ব্যক্তির কার্যকলাপের আলোচনা করা যাবে। তবে তার কৃত কু-কর্ম ছাড়া অন্য কিছু করা জায়িয নয়। তবে উল্লেখিত কারণ ছাড়াও অন্য কোন কারণ থাকলে ভিন্ন কথা।

যষ্ঠ কারণ ঃ পরিচয় দেয়া, কোন ব্যক্তিকে তার বিশেষ উপাধি বা তার কোন দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে পরিচয় করিয়ে দেয়া জায়িয। যেমন রাতকানা, পঙ্গু, বধির, অন্ধ, টেরা ইত্যাদি এভাবে কারো পরিচয় দেয়া জায়িয। তবে খাট করা বা অসম্মান কারার উদ্দেশ্যে এসব শব্দ ব্যবহার করা হারাম। এসব ত্রুটির উল্লেখ ছাড়া অন্য কোন ভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে সেটাই উত্তম। উলামায়ে কিরাম এই ছয়টি কারণ বর্ণনা করেছেন। এর অধিকাংশই ইজ্‌মার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রসিদ্ধ হাদীসে এসবের দলিল প্রমাণ রয়েছে। কিছু দলীল এখানে উল্লেখ করা হল।

١٥٣١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : « ائْذَنُوْا لَهُ بِئْسَ أَخُوْ الْعَشِيْرَةِ ؟ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৩১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি বললেন ঃ "তাকে অনুমতি দাও। এই ব্যক্তি নিজের বংশের মধ্যে খুব নিকৃষ্ট লোক"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٣٢- وَعَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫৩২. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দীনের কিছু জানে বলে আমি মনে করি না। (বুখারী)

١٥٣٣- وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : إِنَّ أَبَا الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِيْ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :

«أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَصُعْلُوْكٌ لاَ مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُوْ الْجَهْمِ ، فَلاَ يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « وَأَمَّا أَبُوْ الْجَهْمِ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ » وَهُوَ تَفْسِيْرٌ لِرِوَايَةِ : « لاَ يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ » وَقِيْلَ : مَعْنَاهُ : كَثِيْرُ الأَسْفَارِ.

১৫৩৩. হযরত ফাতেমা বিনত কায়িস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম ঃ আবু জাহম ও মু'আবিয়া আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ মু'আবিয়া তো গরীব লোক, তার কোন সম্পদ নেই। আর আবু জাহম, সে তো কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, আবু জাহম সে তো মেয়েলোক পিটাতে উস্তাদ। একথাটি 'সে কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না' বাক্যের ব্যাখ্যা। এর আরও একটি অর্থ বলা হয়েছে, বেশী সফরকারী।

١٥٣٤- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيْهِ شِدَّةٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بنُ أُبَيٍّ : لاَ تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا وَقَالَ : لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بنِ أُبَيٍّ ، فَاجْتَهَدَ يَمِيْنَهُ : مَا فَعَلَ ، فَقَالُوْا : كَذَبَ زَيْدٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ مِمَّا قَالُوْهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى تَصْدِيْقِيْ : (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ ....) ثُمَّ دَعَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُؤُوْسَهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৩৪. হযরত যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক সফরে গেলাম। এই সফরে লোকদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই (তার সংগীদের) বলল, রাসূলুল্লাহর সাথীদের জন্য কিছু ব্যয় কর না; যাতে তারা তাঁর সংগ ছেড়ে চলে যায়। সে আরও বলল, আমরা যদি মদীনায় ফিরে যেতে পারি, তবে আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিরা নীচ ও হীন ব্যক্তিদের বহিস্কার করে দেবে। আমি (যায়িদ) রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে একথা জানালাম। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইকে ডেকে পাঠালেন। সে শক্ত কসম করে বলল যে, সে একথা বলেনি। লোকেরা বলতে লাগল, যায়িদ রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

কাছে মিথ্যা বলেছে, একথায় আমি মনে খুব আঘাত পেলাম। অতঃপর মহান আল্লাহ্ আমার কথার সত্যতা প্রতিপাদন করে এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ - ...."হে নবী ! এই মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে .... (সূরা মুনাফিকূন ঃ ১ – ৫)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মু'মিনদের উদ্দেশ্যে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাদের ডাকলেন। কিন্তু তারা (মুনাফিকরা) অহংকারের সাথে মাথা ঝাঁকিয়ে বিরত রইলো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٣٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَتْ هِنْدٌ امْرَأَةُ سُفْيَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ؟ قَالَ : « خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৩৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আবু সুফিয়ান (রা.) খুবই কৃপণ লোক। সে আমার ও ছেলেমেয়েদের সংসার খরচা ঠিকমত দেয় না। তবে আমি তার অজান্তে তা নিয়ে প্রয়োজন পূরণ করি। তিনি বলেন ঃ স্বাভাবিকভাবে তোমার ও তোমার সন্তানদের যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকুই নিতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمُ النَّمِيْمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুটনামী বা পরোক্ষ নিন্দা করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ (القلم : ١١)

"যে লোক গালাগাল করে অভিশাপ দেয়, চোগলখুরী করে বেড়ায়।" (সূরা কলম ঃ ১৬)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (ق : ١٨)

"যে কথাই তার মুখে উচ্চারিত হয় তা সংরক্ষণের জন্য একজন সদাপ্রস্তুত পর্যবেক্ষক নিযুক্ত রয়েছে।" (সূরা কাফ্ ঃ ১৮)

١٥٣٦- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৩৬. হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "চোখলখোর কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"।

(বুখারী ও মুসলিম)

١٥٣٧- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : « إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ ! بَلَى إِنَّهُ كَبِيْرٌ : أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৫৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কোন বড় গুনাহের কারণে তাদের শাস্তি হচ্ছে না। তবে হাঁ, বিষয়টা বড়ই। তাদের একজন চোগলখুরী করে বেড়াত। আর অন্য পেশাবের সময় পর্দা করত না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٣٨- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ ؟ هِيَ النَّمِيْمَةُ ؛ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৫৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি কি তোমাদেরকে জানাব না 'আদহ' কি? তা চোগলখুরী। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কথা ছড়ানো"। (মুসলিম)

بَابُ النَّهِيَ عَنْ نَقْلِ الْحَدِيْثِ وَكَلاَمُ النَّاسِ إِلَى وُلاَةِ الْأُمُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের যাবতীয় কথাবার্তা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা পর্যন্ত পৌছানো নিষেধ।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : ٢)

"গুনাহ ও বিদ্রোহমূলক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না"। (সূরা মায়িদা ঃ ২)

١٥٣٩- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَيُبَلِّغْنِيْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِيْ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ .

১৫৩৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার সাহাবীদের কেউ যেন আমার কাছে অন্য কারো দোষ বর্ণনা না করে। কেননা আমি চাই, যখন তোমাদের কাছে আমি আসব তখন যেন পরিষ্কার হৃদয় মন নিয়ে আসতে পারি"। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ ذَمِّ ذِي الْوَجْهَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দ্বিমুখীপনার প্রতি নিন্দা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا (النساء : ١٠٨)

"এরা মানুষের কাছ থেকে নিজেদের কর্মকাণ্ড লুকাতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করতে পারে না। তিনি তো ঠিক সে সময়ও তাদের সাথে থাকেন, যখন তারা রাতের অন্ধকারে গোপনে আল্লাহ্‌ মর্জির পরিপন্থী পরামর্শ করতে থাকে। এদের সমস্ত কার্যকলাপ আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন ....। (সূরা নিসা ঃ ১০৮, ১০৯)

١٥٤٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ : خِيَارُهُمْ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِيْ الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوْا ، وَتَجِدُوْنَ خِيَارَ النَّاسِ فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً ، وَتَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ ، الَّذِيْ يَأْتِيْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ ، وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দেখবে মানুষ খনিজ সম্পদের মত। তাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিল। ইসলামী সমাজেও তারাই উত্তম হবে যখন তারা (দীন ইসলামের) পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করবে। তোমরা প্রশাসনে ঐ সব ব্যক্তি সব চেয়ে খারাপ, যে একবার ঐ দলের কাছে একরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং আরেকবার অন্য একরূপে অন্য দলের কাছে আত্মপ্রকাশ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٤١- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ نَاسًا قَالُوْا لِجَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلاَطِيْنِنَا فَنَقُوْلُ لَهُمْ بِخِلاَفِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ. قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫৪১. হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) লোকেরা একবার আমার দাদা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) কাছে এসে বলল ঃ আমরা বাদশার কাছে যাই এবং তার সাথে কথাবার্তা বলি। যখন সেখান থেকে ফিরে আসি তখন তার বিপরীত কথা

বলি। আবদুল্লাহ (রা.) বললেন ঃ আমরা এটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মোনাফেকী বলে গণ্য করতাম। (বুখারী)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْكِذْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিথা বলা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الإسراء : ٣٦)

"এমন কোন বিষয়ের পিছনে লেগে যেও না, যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। (সূরা বনী ইস্‌রাঈল ঃ ৩৬)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (ق : ١٨)

"যে কথাই সে বলুক না কেন তার সংরক্ষণের জন্য একজন সদাপ্রস্তুত পর্যবেক্ষক নিযুক্ত রয়েছে।" (সূরা কাফ্ ঃ ১৮)

١٥٤٢– وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ الصِّدْقِ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْرِ ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সত্যবাদীতা কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ দেখায় আর কল্যাণ মানুষকে জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। কোন মানুষ সত্য কথা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে সত্যবাদীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নেন। মিথ্যা মানুষকে পাপও গোনাহের দিকে নিয়ে যায়। আর পাঁপ ও গোনাহ তাকে দোযখে নিয়ে যায়। কোন লোক মিথ্যা কথা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে মিথ্যাবাদীদের তালিকাভুক্ত করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٤٣– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِن عُمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ ، كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ ، كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا أُوْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৪৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার মধ্যে চারটি খাসলত পাওয়া যাবে, সে পাকা মুনাফিক। যার মধ্যে উহার যে কোন একটি খাসলত পাওয়া যাবে। আর যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করবে ততক্ষণ তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি খাসলত আছে বলা হবে। (ঐগুলি হলো) যে আমানতের খিয়াতন করে, কথায় মিথ্যা বলে, ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং ঝগড়া করার সময় অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٤٤- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ صَبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) নবী সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন বর্ণনা করে যা সে আদৌ দেখেনি, তাকে দুটি যবের দানার মধ্যে গিট লাগাতে বলা হবে। কিন্তু সে কখনও তা পারবে না। যে ব্যক্তি কোন লোক সমষ্টির এমন কথা কান লাগিয়ে শুনবে যা তারা পছন্দ করে না; কিয়ামতের দিন তার কানে তপ্ত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি কোন জীবের প্রতিকৃতি বা ছবি নির্মাণ করবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাকে বাধ্য করা হবে তার মধ্যে জীবন দান করতে। কিন্তু সেটা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। (বুখারী)

١٥٤٥- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ، ﷺ : أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। সবচেয়ে বড় অপবাদ হল, কোন ব্যক্তি তার চোখকে এমন জিনিস দেখবে যা তার চোখ প্রকৃতপক্ষে দেখেনি। (বুখারী)

١٥٤٦- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ لِأَصْحَابِهِ : « هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا ؟ » فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُصَّ ، وَإِنَّهُ قَالَ لَمَّا ذَاتَ غَدَاةٍ : « إِنَّهُ أَتَانِيْ اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِيْ : انْطَلِقْ ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ لَهُمَا ، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِيْ

بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ ، فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ ، فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا ، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُوْلَى ! » قَالَ : « قُلْتُ لَهُمَا : سُبْحَانَ اللّٰهِ ! مَا هَذَانِ ؟ قَالاَ لِيْ : انْطَلِقْ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِيْ أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ ، فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِيْ الْمَرَّةِ الْأُوْلَى » قَالَ : قُلْتُ : « سُبْحَانَ اللّٰهِ ! مَا هَذَانِ ؟ قَالَ : قَالاَ لِيْ : انْطَلِقْ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّوْرِ » فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ : « فَإِذَا فِيْهِ لَغَطٌ ، وَأَصْوَاتٌ ، فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ فَإِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَالِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قُلْتُ : مَا هَؤُلاَءِ ؟ قَالاَ لِيْ : انْطَلِقْ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ ، حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : ، أَحْمَرُ مِثْلُ الدَّمِ ، وَإِذَا فِيْ النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيْرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَأْتِيْ ذَلِكَ الَّذِيْ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا ، فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَانِ ؟ قَالاَ لِيْ : انْطَلِقْ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيْهِ الْمَرْآةِ ، أَوْ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْأًى ، فَإِذَا هُوَ عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا ؟ قَالاَ لِيْ : انْطَلِقْ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ نُوْرِ الرَّبِيْعِ ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُوْلاً فِيْ السَّمَاءِ ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ

مِنْ أَكْثَرَ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ ، قُلْتُ : مَا هَذَا ؟ وَمَا هَؤُلاَءِ ؟ قَالاَ لِيْ : انْطَلِقْ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ اَوْ دَوْحَةً قَطّ أَعْظَمَ مِنْهَا ، وَلاَ أَحْسَنَ ! قَالاَ لِيْ: إِرْقَ فِيْهَا ، فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا إِلَى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنٍ ذَهَبٍ وَلَبْنٍ فِضَّةٍ ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا ، فَدَخَلْنَاهَا ، فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ! وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ! قَالاَ لَهُمْ : أذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِيْ ذَلِكَ النَّهْرِ ، وَإِذَا هُوَ نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِيْ كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِيْ الْبَيَاضِ ، فَذَهَبُوْا فَوَقَعُوْا فِيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ ، فَصَارُوْا فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ : قَالاَ لِيْ : هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ ، فَسَمَا بَصَرِيْ صُعُدًا ، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ. قَالاَ لِيْ : هَذَاكَ مَنْزِلَكَ > قُلْتُ لَهُمَا : بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمَا ، فَذَرَانِيْ فَأَدْخُلَهُ ، قَالاَ : أَمَا الْآنَ فَلاَ ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ ، قُلْتُ لَهُمَا : فَإِنِّيْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةَ عَجَبًا ؟ فَمَا هَذَا الَّذِيْ رَأَيْتُ ؟ قَالاَ لِيْ : أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ : أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُوْ مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِيْ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِيْ النَّهْرِ ، وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيْهُ الْمَرْآةِ الَّذِيْ عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا ، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِيْ فِيْ الرَّوْضَةِ ، فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيْمَ ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ ، فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ » وَفِيْ رِوَايَةِ الْبَرْقَانِيّ : « وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ » فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ : « وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيْحٌ ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ، تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُمْ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫৪৬. হযরত সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই তাঁর সাহাবাদের জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? যাকে আল্লাহ্ তাওফিক দিতেন, তিনি তাঁর কাছে তার স্বপ্নের কথা বর্ণনা করতেন। একদিন সকালে তিনি আমাদের বললেন ঃ আজ রাতে (স্বপ্নে) আমার কাছে দুইজন আগন্তুক এসেছিল। তারা আমাকে বলল ঃ আমাদের সাথে চলুন। আমি তাদের সাথে গেলাম। আমরা এমন এক লোকের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, যে চিত হয়ে শুয়ে আছে। অপর এক ব্যক্তি পাথর নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে পাথর দিয়ে শুয়ে থাকা ব্যক্তির মাথায় আঘাত করছে এবং তা থেতলিয়ে দিচ্ছে। যখন সে পাথর নিক্ষেপ করছে তখন তা গড়িয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। লোকটি গিয়ে পাথরটি পুনরায় তুলে নিচ্ছে। এবং তা নিয়ে ফিরে আসার সাথে সাথেই লোকটির মাথা পুনরায় পূর্বের মত ভাল হয়ে যাচ্ছে। সে আবার লোকটির কাছে ফিরে আসছে এবং তাকে পূর্বের মত শাস্তি দিচ্ছে। তিনি বলেন, আমি আমার সংগী দু'জনকে জিজ্ঞেস কললাম ঃ সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? তারা আমাকে বলল, সামনে চলুন! সামনে চলুন!! সুতরাং আমরা সামনে অগ্রসর হলাম। আমরা এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। সে ঘাড় বাঁকা করে শুয়ে আছে। অপর ব্যক্তি তার কাছে লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার চেহারার এক দিক থেকে তার মাথা, নাক ও চোখকে ঘাড় পর্যন্ত চিড়ে ফেলছে। পুনরায় তার মুখমণ্ডলের অপর দিক দিয়েও প্রথম দিকের মত মাথা, নাক ও চোখ ঘাড় পর্যন্ত চিরছে। চেহারার দ্বিতীয় পার্শের চেরা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রথম পার্শ পূর্ববৎ ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় লোকটি এপাশে এসে আবার আগের মত চিরছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? তারা উভয়ে আমাকে বলল, সামনে চলুন, সামনে চলুন। আমরা অগ্রসর হলাম এবং চুলার মত একটা গর্তের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। হাদীসের রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন, "আমার ধারনা, তিনি বলেছেন, গর্তের ভিতর জোরে চিৎকার ও শোরগোল হচ্ছিল।" আমরা উঁকি দিয়ে দেখলাম, অনেক উলঙ্গ নারী-পুরুষ সেখানে রয়েছে। তাদের নীচ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা উঠছে। যখন তা তাদেরকে বেষ্টন করে ধরছে তখন তারা জোরে চিৎকার করছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা আমাকে বলল সামনে চলুন, সামনে চলুন। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে একটি ঝর্ণায় পৌঁছলাম। বর্ণনাকারী বলেন আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, এর পানির রং ছিল রক্তের মত লাল। ঝর্ণার মধ্যে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। অন্য ব্যক্তি ঝর্ণার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার কাছে অনেক পাথর স্তুপ করে রেখেছে। সন্তরণকারী যখন সাঁতার কাটতে কাটতে কিনারের ব্যক্তির কাছে আসছে; সে তার মুখের উপর এমন এক

পাথর নিক্ষেপ করছে যাতে তার মুখ চুরমার হয়ে যাচ্ছে। সে আবার সাঁতারাতে শুরু করছে। এভাবে সাঁতরাতে সাঁতরাতে যখনই সে ঝর্ণার কিনারায় পৌছে, তখনই ঐ ব্যক্তি পাথর নিক্ষেপ করে তার মুখ গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। আমি সাথীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা আমাকে বলল, সামনে চলুন! সামনে চলুন!! আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে দেখতে কুৎসিত ব্যক্তির কাছে এসে পৌছলাম। তার মত কদাকার চেহারার লোক খুব একটা দেখা যায় না। তার সামনে রয়েছে জ্বলন্ত আগুন। সে তার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি সংগীদের জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বলল ঃ সামনে চলুন, সামনে চলুন। আমরা সেখান থেকে সামনে এগিয়ে একটা সবুজ শ্যামল বাগানে পৌছলাম। সব প্রকারের বসন্তকালীন ফলে বাগানটি সুসজ্জিত। বাগানের মাঝখানে একজন দীর্ঘকায় লোক দেখতে পেলাম। দেহের উচ্চতার জন্য তার মাথা যেন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল তার মাথা আসমানের সাথে ঠেকে গেছে। তার চার পাশে অনেক ছোট ছোট শিশু যাদেরকে আমি কখনও দেখিনি। আমি সাথীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে এবং এবং এই শিশুরা কারা? সাথীদ্বয় আমাকে বলল ঃ সামনে চলুন, সামনে চলুন! আমরা সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে একটা বিরাট বৃক্ষের কাছে পৌছলাম। এর চেয়ে বড় এবং সুন্দর গাছ ইতিপূর্বে আমি কখনও দেখিনি। তারা আমাকে গাছে উঠতে বলল। গাছ বেয়ে আমরা সবাই এমন একটি শহরে পৌছলাম যা সোনা ও রূপার ইট দিয়ে তৈরী। আমরা নগরীর দরজায় পৌছে দরজা খুলতে বললে, আমাদের জন্য তা খুলে দেয়া হল। আমরা প্রবেশ করলে সেখানে এমন কতগুলি লোক আমাদের সাথে দেখা করলো যাদের শরীরের অর্ধেক এত সুন্দর এবং অর্ধেক এত কুৎসিৎ তুমি খুব কমই দেখতে পাবে। আমার সংগীদ্বয় তাদেরকে বলল, যাও, এই ঝর্ণার মধ্যে নাম। এখানে বাগানের মাজ দিয়ে একটি ঝর্ণা ছিল। তার পানি ছিল খুবই স্বচ্ছ। তারা গিয়ে ঐ ঝর্ণায় নামল। অতঃপর উঠে আমাদের কাছে আসল। তখন তাদের দেহের কদাকার অংশ আর অবশিষ্ট নেই। সম্পুর্ণ দেহ সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ সাথীদ্বয় আমাকে বলল, এটা 'আদন' নামক জান্নাত। আর এটাই আপনার বাসস্থান। আমি উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করে সাদা মেঘের মত ধবধবে একটি বালাখানা দেখতে পেলাম। সাথীদ্বয় বলল, এটা আপনার বাসভবন। আমি বললাম, আল্লাহ তোমাদের অফুরন্ত কল্যাণ দান করুন। আমাকে একটু ভিতরে গিয়ে দেখতে দাও। তারা বলল, এখন আপনি প্রবেশ করতে পারবেন না। তবে হাঁ, ওখানে আপনিই প্রবেশ করবেন। আমি তাদেরকে বললাম ঃ আমি আজ রাতে অনেক আশ্চর্যজনক বিষয় দেখলাম। এগুলো কি দেখলাম? তারা বলল, আমরা এগুলো সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই অবহিত করব। প্রথমে যে ব্যক্তির কাছ দিয়ে আপনি এসেছেন, যার মাথা প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছে, সে এমন এক ব্যক্তি যে কুরআন মুখস্ত করে তা পরিত্যাগ করে এবং ফরয নামায না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় যে ব্যক্তির কাছ দিয়ে আপনি এসেছেন, যার মাথা, নাক ও চোখ ঘাড় পর্যন্ত লোহার আঁকড়া দিয়ে চিরে দেয়া হচ্ছে, সে সকাল বেলা ঘর থেকে বের হয়েই এমন সব মিথ্যা কথা বলত যা সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে

ছড়িয়ে পড়ত। তৃতীয়, যে সব উলঙ্গ নারী-পুরুষকে আগুনের গর্তের মধ্যে দেখেছেন, তারা হল ব্যভিচারী নারী-পুরুষ। চতুর্থ, যে ব্যক্তিকে ঝর্ণার মধ্যে সাঁতার কাটতে দেখেছেন এবং যার মুখে প্রস্তরাঘাত করা হচ্ছে, সে ছিল সুদখোর। পঞ্চম, যে কদাকার ব্যক্তিকে আগুন জ্বালাতে এবং তার চারপাশে ঘুর্ণায়মান অবস্থায় দেখেছেন; সে হল দোযখের দারোগা মালিক। ষষ্ঠ বাগানের মধ্যকার দীর্ঘাঙ্গী ব্যক্তি হলেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)। আর তার চতুষ্পার্শ্বের শিশুরা হল যারা ফিত্‌রাত বা সত্য দীনের উপর জন্মেছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে। হাদীসের রাবী বলেন, কোন একজন মুসলমান জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ ! মুশরিকদের শিশু সন্তানদের কি অবস্থা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তাদের মধ্যে মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও আছে। সপ্তম, অর্ধেক কুৎসিত ও অর্ধেক সুশ্রী দেহের যে লোকগুলোকে দেখেছেন, তারা ভাল-মন্দ উভয় ধরনের কাজের সংমিশ্রণ করে ফেলেছিল আল্লাহ তাদের এ অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী)

بَابُ بَيَانِ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْكِذْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়িয।

إِعْلَمْ أَنَّ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مُحَرَّمًا فَيَجُوْزُ فِيْ بَعْضِ الْأَحْوَالِ بِشُرُوْطٍ قَدْ أَوْضَحْتُهَا فِيْ كِتَابِ : « الْأَذْكَارِ » وَمُخْتَصَرُ ذَلِكَ : أَنَّ الْكَلَامَ وَسِيْلَةٌ إِلَى الْمَقَاصِدِ فَكُلُّ مَقْصُوْدٍ مَحْمُوْدٍ يُمْكِنُ تُحْصِيْلُهُ بِغَيْرِ الْكَذِبِ يَحْرُمُ الْكَذِبُ فِيْهِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيْلُهُ إِلاَّ بِالْكَذِبِ جَازَ الْكَذِبُ. ثُمَّ إِنْ كَانَ تُحْصِيْلُ ذَلِكَ الْمَقْصُوْدِ مُبَاحًا كَانَ الْكَاذِبُ مُبَاحًا ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا ، كَانَ الْكَذِبُ وَاجِبًا. فَإِذَا اخْتَفَى مُسْلِمٌ مِنْ ظَالِمٍ يُرِيْدُ قَتْلَهُ أَوْ أَخْذَ مَالِه ، وَأَخْفِى مَالَهُ وَسُئِلِ إِنْسَانُ عَنْهُ وَجَبَ الْكَذِبُ بِإِخْفَائِه وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيْعَةٌ ، وَأَرَادَ ظَالِمُ أَخْذَهَا ، وَجَبَ الْكَذِبُ بِإِخْفَائِهَا ، وَالْأَحْوَطُ فِيْ هَذَا كُلِّه أَنْ يُوَرِّيَ ، وَمَعْنَى التَّوْرِيَةِ : أَنْ يَقْصِدَ بِعِبَارَتِه مَقْصُوْدًا صَحِيْحًا لَيْسَ هُوَ كَاذِبًا بِالنِّسْبَهِ إِلَيْه ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فِيْ ظَاهِرِ اللَّفْظِ ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ ، وَلَوْ تَرِكَ التَّوْرِيَةَ وَأَطْلَقَ عِبَارَةَ الْكَذِبِ ، فَلَيْس بِحَرَامٍ فِيْ هَذَا الْحَالِ.

وَاسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ لِجُوَازِ الْكَذِبِ فِى هذَا الْحَالِ بِحَدِيْثِ أُمِّ كُلْثُوْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِى خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

আল্লামা ইমাম নববী (র.) বলেন, মিথ্যা বলা মূলত হারাম। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কতকগুলো শর্ত সাপেক্ষে জায়িয। সংক্ষেপে তা হল ঃ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষকে কথা বলতে হয়। ভাল উদ্দেশ্য যদি মিথ্যা ছাড়া লাভ করা না যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা জায়েয। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যদি মুবাহ হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলাও মুবাহ। আর যদি তা ওয়াজিব হয় তাহলে মিথ্যা বলাও ওয়াজিব। যেমন, কোন হত্যাকারী যালিমের ভয়ে কোন মুসলমান কোন ব্যক্তি কাছে পালিয়ে থাকে, অথবা ধন-সম্পদ লুট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা অন্যের কাছে সরিয়ে রাখে; আর যালিম যদি কারো কাছে তা জানার জন্যে খোঁজ নেয় তখন মিথ্যা বলা ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব। এমনিভাবে কারো কাছে যদি কোন আমানত গচ্ছিত থাকে আর যালেম যদি তা ছিনিয়ে নিতে চায়, তবে তা গোপন করার জন্য মিথ্যা বলা ওয়াজিব। এসব ক্ষেত্রে রূপক ভাষার মাধ্যমে কাজ উদ্ধার করতে হবে। তার কথার সাথে সঠিক উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সে মিথ্যুক হবে না যদিও শব্দগুলো বাহ্যত মিথ্যার অর্থ প্রকাশ করে; বা যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে তার দিক থেকে বিচার করলে মিথ্যাই মনে হয়। যদি চতুরতা পরিহার করে সরাসরি মিথ্যা কথা বলা হয় তবুও তা হারাম হবে না।

এসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ উম্মে কুলসুম (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। হাদীসটি এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে দুই দলের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে সে মিথ্যুক নয়। বরং সে কল্যাণ বৃদ্ধি করে কল্যাণের কথা বলে। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْحَثِّ عَلَى السَّبْتُ فِيْمَا يَقُوْلُ وَيَحْكِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ সত্যাসত্য যাচাই করার পর কোন কথা বর্ণনা করতে হবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الإسراء : ٣٦)

"যে কথাই তার মুখ থেকে উচ্চারিত করে তা সংরক্ষণের জন্য সদাপ্রস্তুত একজন পর্যবেক্ষক প্রস্তুত রয়েছে"। (সূরা কাফ ঃ ১৮)।

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (ق : ١٨)

যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছনে লেগে যেও না।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)।

١٥٤٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৪৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বলে বেড়াবে"। (মুসলিম)

١٥٤٨- وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৪৮. হযরত সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে এবং সে জানে যে সে মিথ্যা বর্ণনা করছে, তা হলে সে একজন মিথ্যাবাদী"। (মুসলিম)

١٥٤٩- وَعَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِيْ غَيْرَ الَّذِيْ يُعْطِيْنِيْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৪৯. হযরত আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত। একজন স্ত্রীলোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একজন সতীন আছে। আমি যদি তাকে বলি, স্বামী আমাকে এটা এটা দিয়েছে অথচ সে তার দেয়নি, তবে কি আমার কোন দোষ হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "যতটুকু দেয়া হয়নি যে ততটুকু দেখায় সে ব্যক্তি মিথ্যার দু'টি জামা পরিধানকারীর মত"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ بَيَانِ غِلْظِ تَحْرِيْمِ شَهَادَةِ الزُّوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা সাক্ষ্যদান কঠোরভাবে হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ (الحج : ٣٠)

"মিথ্যা কথাবার্তা পরিহার কর।" (সূরা হাজ্জ ঃ ৩০)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الإسراء : ٣٦)

"যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছনে লেগোনা।"(সূরা বনী ইস্রাঈল ঃ ৩৬)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (ق : ١٨)

"যে কথাই তার মুখে উচ্চারিত হোক না কেন তা সংরক্ষণের জন্য সদা প্রস্তুত একজন পর্যবেক্ষক তার সাথেই রয়েছে।" (সূরা কাফ্ ঃ ১৮)

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (الفجر : ١٤)

"বস্তুত তোমার প্রতিপালক ঘাঁটিতে প্রতীক্ষমান হয়ে আছেন।" (সূরা ফাজ্র ঃ ১৪

وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ (الفرقان : ٧٢)

("রহমানের বান্দাহ তারা), যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না"। (সূরা ফুরকান ঃ ৭২)

١٥٥٠- وَعَنْ أَبِى بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ » قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ : « اَلإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ » وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ ، فَقَالَ : « أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ ! » فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৫০. হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সবচেয়ে বড় গুনাহ কি, আমি কি তোমাদের তা অবহিত করব না? আমরা বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং পিতামাতাকে কষ্ট দেয়া। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি একথা গুলো হেলান দেয়া অবস্থায় বলছিলেন। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ সাবধান! আর মিথ্যা কথা বল না। তিনি একথাটা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বললাম, আহ! তিনি যদি এখন চুপ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمُ لَعْنِ إِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ أَوْ دَابَّةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বা কোন পশুকে অভিশাপ দেয়া হারাম।

١٥٥١- عَنْ أَبِىْ زَيْدٍ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُهُ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৫১. হযরত আবু যায়িদ ইব্ন সাবিত ইব্ন দাহাক আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বাই'আত রিদ্ওয়ান নামক মহান শপথ অনুষ্ঠানে অংশীদার ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ইসলাম ছাড়া অন্য

মিল্লাত বা ধর্মের শপথ করে তবে সে ঐ রকমই। কোন ব্যক্তি যে জিনিস দিয়ে আত্মহত্যা করবে তাকে কিয়ামতের দিন ঐ জিনিস দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে। মানুষ যে জিনিসের মালিক নয় তাতে তার কোন মানত হয় না। মু'মিন ব্যক্তিকে অভিপাশ বা লানত দেয়া হত্যা করার সমতুল্য"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٥٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : قَالَ : « لاَيَنْبَغِيْ لِصِدِّيْقٍ أَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৫২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "সত্যবাদী মু'মিনের জন্য এটা শোভা পায় না যে, সে অত্যধিক অভিসম্পাতকারী হবে"। (মুসলিম)

١٥٥٣- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَيَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৫৩. হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "অধিক অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন সুপারিশকারীও হতে পারবে না এবং সাক্ষীও হতে পারবে না"। (মুসলিম)

١٥٥٤- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ تَلاَعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلاَ بِغَضَبِهِ وَلاَ بِالنَّارِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৫৫৪. হযরত সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা পরস্পরকে আল্লাহর অভিশাপ, ক্রোধ ও দোযখ দ্বারা অভিসম্পাত কর না"। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

١٥٥٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيِّ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মু'মিন ব্যক্তি কখনও ঠাট্টা বিদ্রূপকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী এবং অসদাচারী হতে পারে না"। (তিরমিযী)

١٥٥٦- وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ وَفَتُغْلَقُ أَبْوَابُ

السَّمَاءِ دُوْنَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُوْنَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِيْ لُعِنَ فَإِنْ كَانَ أَهْلاً لِذَلِكَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدُ.

১৫৫৬. হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা যখন কোন কিছুর উপর লানত করে তখন তা আকাশের দিকে উঠে যায়। কিন্তু আসমানের দরজা সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়। তখন তা পৃথিবীতে ফিরে আসে কিন্তু সাথে সাথে পৃথিবীর দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং তা আবার ডানে বামে ছুটাছুটি করে। কিন্তু সেখানেও যদি তা কোন জায়গা না পায় তাহলে যার প্রতি অভিশাপ করা হয়েছে সেখানে ফিরে যায়। যদি তা অভিশাপের উপযোগী হয় তবে সেখানে পতিত হয়। অন্যথায় অভিশাপকারীর কাছেই ফিরে যায়। (আবু দাঊদ)

١٥٥٧– وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ ، فَلَعَنَتْهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : « خُذُوْا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ » قَالَ عِمْرَانُ : فَكَأَنِّيْ أَرَاهَا الْآنَ تَمْشِيْ فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৫৭. হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন। (আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম)। এক আনসার মহিলা উটটিকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে হাঁকাচ্ছিল আর অভিশাপ দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনে বলছিলেন ঃ উটের পিঠের সামান পত্র নামিয়ে নিয়ে এটিকে ছেড়ে দাও। কেননা এখন এটি অভিশপ্ত। ইমরান (রা.) বলেন ঃ আমি এখনও যেন উটটিকে দেখতে পাচ্ছি। তা লোকজনের মাঝে চরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেউ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে না। (মুসলিম)

١٥٥٨– وَعَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ ، فَقَالَتْ : حَلْ ، أَللّٰهُمَّ الْعَنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ « لَاتُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهِ لَعْنَةٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৫৮. আবু বারযা নাদলা ইব্‌ন উবাইদ আল-আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক যুবতী নারী একটি উটের পিঠে সফর করছিল। উটটির পিঠে লোকজনের কিছু মালপত্রও ছিল। উক্ত যুবতী হঠাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেল। দলের লোকদের কাছে পাহাড়ের পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়লো। যুবতী (উটটিকে দাবড়িয়ে) বললো, হে আল্লাহ! এর উপর অভিশাপ বর্ষণ করো। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা বললেন, অভিশপ্ত উট আমাদের সাথে যেতে পারে না। (মুসলিম)

بَابُ جَوازِ لَعْنَ أَصْحَابَ الْمَعَاصِى غَيْرِ الْمُعَيَّنِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ দুষ্কৃতিকারীদের নাম নির্দিষ্ট না করে অভিশাপ দেয়া জায়িয।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

أَلاَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ (هود : ١٨)

"শুনে রাখ, যালিমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।" (সূরা হূদ ঃ ১৮)

فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ (الأعراف : ٤٤)

"তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মাঝে একথা ঘোষণা করবে যে যালিমেদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৪৪)

وَثَبَتَ فِىْ الصَّحِيْحِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ » وَأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ اللّٰهُ آكِلَ الرِّبَا » وَأَنَّهُ لَعَنَ الْمُصَوِّرِيْنَ ، وَأَنَّهُ قَالَ. « لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ » أَىْ : حُدُوْدَهَا ؛ وَأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ » وَأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ » « وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ » وَأَنَّهُ قَالَ : « مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ » وَأَنَّهُ قَالَ : « اَللّٰهُمَّ الْعَنْ رِعْلاً ، وَذَكْوَانَ ، وَعُصَيَّةَ عَصَوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ » وَهٰذِهِ ثَلاَثُ قَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ وَأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ». وَأَنَّهُ « لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ».

وَجَمِيْعُ هٰذِهِ الْأَلْفَاظِ فِىْ الصَّحِيْحِ ، بَعْضُهَا فِىْ صَحِيْحِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ وَبَعْضُهَا فِىْ أَحَدِهِمَا وَإِنَّمَا قَصَدْتُ الْاِخْتِصَارَ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهَا ، وَمَاأَذْكُرُ مُعْظَمَهَا فِىْ أَبْوَابِهَا مِنْ هٰذَا الْكِتَابِ ، إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

ইমাম নববী (র.) বলেন ঃ বিশুদ্ধ হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ করে বলেছেন ঃ "যে সব নারী পরচুলা লাগিয়ে

নিজেদের চুল লম্বা করে এবং যারা ঐ কাজ করে দেয় তাদের প্রতি আল্লাহর লানত"। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ সুদখোরদের অভিশাপ করেছেন"। তিনি (নবী) "জীব-জন্তুর ছবি নির্মাণকারীদের লানত করেছেন"। তিনি বলেছেনঃ "যারা জমিনের সীমানা অবৈধভাবে পরিবর্তন করে তাদের প্রতি আল্লাহর লানত"। যে ডিম চুরি করে, যে আপন পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয় বা অভিশাপ দেয়, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নামে যবাই করে, এদের সকলের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেছেন। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি মদীনা মনোয়ারায় শরীয়াত বিরোধী কোন কাজের প্রচলন করে এবং যে ব্যক্তি কোন বিদা'আতী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়; তাদের প্রতি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষ অভিসম্পাত করেন। তিনি এ বলে বদ্দু'আ করেছেনঃ হে আল্লাহ ! তুমি অভিশাপ বর্ষণ কর রে'অল' যাকওয়ান ও উসাইয়ার গোত্রের উপর। কেননা তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। রে'অল, যাকওয়ান ও উসাইয়া আরবের তিনটি গোত্রের নাম। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা ইয়াহুদীদের অভিশাপ করেছেন। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বা সিজ্দার স্থানে পরিণত করেছে। যে সব পুরুষ নারীর সাজে সজ্জিত হয় এবং যে সব নারী পুরুষের বেশে সজ্জিত হয় তাদেরকে নবী (সা.) অভিশাপ করেছেন। উল্লিখিত সব কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এর কতক সহীহ্ বুখারী এবং কতক সহীহ্ মুসলিম আর কতক। উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আমি এখানে শুধু সংক্ষিপ্তভাবে ইংগিত করেছি। গ্রন্থের অনুচ্ছেদ ইনশাল্লাহ -এর ক্ষতি ও অপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

بَابُ تَحْرِيْمِ سَبِّ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ

অনুচ্ছেদ ঃ অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে গালি দেয়া হারাম।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا (الأحزاب : ٥٨)

"যে সব লোক ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের বিনা কারণে কষ্ট দেয় তারা একটা অতি বড় মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজের মাথা উঠিয়ে নেয়" (সূরা আহ্যাব ঃ ৫৮)

١٥٥٩- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৫৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মুসলমানদেরকে গালমন্দ করা ফাসেকী আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরী"। (বুখারী ও মুসলিম)।

١٥٦٠- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « لاَيَرْمِيْ رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفِسْقِ أَوِ الْكُفْرِ إِلاَّ ارْتَدَّت عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫৬০. হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুলল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি যেন ফাসিক অথবা কাফির না বলে। কেননা সে যদি প্রকৃতই তা না হয়ে থাকে তবে এই অপবাদ তার নিজের ঘাড়ে এসে চাপে। (বুখারী)

١٥٦١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « الْمُتَسَابَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَيْ الْبَادِيْ مِنْهُمَا حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُوْمُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন ঃ পরস্পরকে গালী প্রদানকারীর মধ্যে যে আগে গালি দিয়েছে সে দোষী যদি নির্যাতিত (প্রথমে যাকে গালি দেয়া হয়েছে) ব্যক্তি সীমা অতিক্রম না করে থাকে। (মুসলিম)

١٥٦٢- وَعَنْهُ قَالَ : إُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ : « اضْرِبُوْهُ » قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِه وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَخْزَاكَ اللّٰهُ » قَالَ : « لاَ تَقُوْلُوْا هٰذَا ، لاَ تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫৬২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির করা হল। সে মদ পান করে ছিল। তিনি বললেন ঃ একে মারো। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ আমাদের মধ্যে কেই হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে, আবার কেউ কাপড় দিয়ে তাকে মারল। যখন সে ব্যক্তি ওখান থেকে প্রত্যার্বতন করল, তখন কোন একজন বলল, আল্লাহ তোকে লাঞ্ছিত করুক। এ কথা শুনে তিনি বললেন ঃ এধরণের কথা বলো না। তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না। (বুখারী)

١٥٦٣- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بِالزِّنٰى يَقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৬৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেউ যদি তার ক্রীতদাসীর উপর যিনার অপবাদ দেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন তার উপর এর হদ্দ বা দন্ড কার্যকর করা হবে। যে ভাবে সে ঘটনা তৈরী করেছে সে ভাবেই তার ফয়সালা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ سَبِّ الْأَمْوَاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে বা শরী'আত সম্মত কারণ ছাড়া গালি গালাজ করা হারাম।

وَهُوَ التَّحْذِيْرُ مِنَ الْاقْتِدَاءِ بِهِ فِيْ بِدْعَتِهِ وَفِسْقِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ وَفِيْهِ الْآيَةُ وَالْأَحَادِيْثُ السَّابِقَةُ فِيْ الْبَابِ قَبْلَهُ.

ইমাম নববী (র.) বলেন ঃ মৃত ব্যক্তির কৃত খারাপ বিদ্'আতী কাজকে বৈধ মনে করে তাতে লিপ্ত হওয়া থেকে সর্তক থাকতে হবে। এ সম্পর্কে পূর্বেই কুরআনের আয়াত ও হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে।

١٥٦٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَاتَسُبُّوْا الْأَمْوَاتَ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫৬৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার মৃতদেরকে গালি দিও না। কেননা তারা যা কিছু করেছে তার ফলাফলের কাছে গিয়ে পৌছেছে। (বুখারী)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِيْذَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ উৎপীড়ণ করা নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا (الأحزاب : ٥٨)

"যে সব লোক মু'মিন পুরুষ ও নারীদের বিনা দোষে কষ্ট দেয়, তারা অতি বড় একটা মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজেদের মাথায় তুলে নেয়া" (সূরা আহ্যাবঃ ৫৮)

١٥٦٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সেই মুসলমান যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্টতা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজসমুহ পরিত্যাগ করেছে সেই প্রকৃত মুহাজির। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٦٦- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِيْ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দোযখ থেকে মুক্ত হতে এবং জান্নাতে প্রবেশ লাভ করতে চায় সে যেন আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং মানুষের সাথে এমন ব্যবহার করে, যে ব্যবহার সে নিজে অন্যের কাছে আশা করে। (মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّقَاطُعِ وَالتَّدَابُرِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ, দেখা সাক্ষাত বর্জন ও সম্পর্কচ্ছেদ করা নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণীঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ (الحجرات : ١٠)

"মু'মিনরা পরস্পরের ভাই। (সূরা হুজরাত)

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ (المائدة : ٥٤)

"মু'মিনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠিনও কঠোর"। (সুরা মায়িদা ঃ ৫৪)

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح : ٢٩)

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ এবং যে সব লোক তাঁর সাথে রয়েছেন তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু পরস্পরের প্রতি পূর্ণ অনুগ্রহশীল"।

(সূরা ফাতহ্‌ ঃ ২১)

١٥٦٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لاَ تَبَاغَضُوْا ، وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَقَاطَعُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৬৭. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করো না, দেখা সাক্ষাৎ বর্জন করো না এবং সম্পর্ক ছিন্ন করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাইভাই হয়ে বসবাস করো। কোন মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের তিন দিনের বেশী সময়ের জন্য সম্পর্ক পরিত্যাগ করা হালাল বা বৈধ নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٦٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَيُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا ! أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا ! » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৬৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করে না আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেয়। আর যে লোকের সাথে তার মুসলিম ভাইয়ের শত্রুতা রয়েছে তাদের সম্পর্ক বলা হয় এদের অবকাশ দাও যেন তারা নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নিতে পারে। (ইমাম মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْحَسَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ হিংসা-বিদ্বেষ করা হারাম।

وَهُوَ تَمَنِّى زَوَالِ النِّعْمَةِ عَنْ صَاحِبِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ نِعْمَةَ دِيْنٍ أَوْ دُنْيَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (النساء : ٥٤)

আল্লামা ইমাম নববী (র.) বলেন ঃ হিংসার অর্থ হলো, কোন ব্যক্তিকে যে নিয়ামত দান করা হয়েছে তার ধ্বংস কামনা করা। তা দুনিয়ার নিয়ামত হতে পারে কিংবা দীনের নিয়ামত হতে পারে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ "তবে কি তারা অন্যান্য লোকদের প্রতি শুধু এজন্যই হিংসা পোষণ করে আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন"? (সূরা নিসা ঃ ৫৪)

١٥٦٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّا الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَابَ ، أَوْ قَالَ : الْعُشْبَ » رَوَاهُ أَبُوْا دَاوُدَ.

১৫৫৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাক। কেননা হিংসা মানুষের ভাল গুণগুলো এমনিভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমনিভাবে আগুন শুক্না কাঠ জ্বালিয়ে ফেলে"। অথবা তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাঠের পরিবর্তে শুকনো ঘাসের কথা বলেছিলেন। (আবু দাঊদ)

بَابُ النَّهِيَ عَنِ التَّجَسُّسِ وَالتَّسَمعَ لِكَلاَمِ مَنْ يَكرَهُ اِسْتِمَاعُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ পরস্পরের দোষত্রুটি তালাশ করা ও গোপনে কান পেতে শুনা নিষেধ।

وَلاَ تَجَسَّسُوْا (الحجرات : ١٢)

"তোমরা একে অপরের দোষ তালাশ কর না" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا (الأحزاب : ٥٨)

"যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা একটা অতি বড় মিথ্যা দোষ ও সুস্পষ্ট অপরাধের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নেয়।" (সূরা আহ্যাব ঃ ৫৮)

١٥٧٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ ، وَلاَ تَحَسَّسُوْا ، وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَنَافَسُوْا ، وَلاَ تَحَاسَدُوْا ، وَلاَ تَبَاغَضُوْا ، وَلاَ تَدَابَرُوْا ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ ، اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ ، اَلتَّقْوَى هَهُنَا ، اَلتَّقْوَى هَهُنَا » وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ « بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ ، وَعِرْضُهُ ، وَمَالُهُ ، إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ».

وَفِي رِوَايَةٍ : « لاَ تَحَاسَدُوْا ، وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَتَحَسَّسُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ : « لاَ تَقَاطَعُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ : « لاَ تَهَاجَرُوْا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৭০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান ! অযথা ধারনা করা থেকে বিরত থাক। কেননা অযথা ধারনা পোষণ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। মানুষের দোষ তালাশ করো না; পরস্পরের ক্রটি খুঁজতে লেগে যেও না। পরস্পর হিংসা পোষণ কর না; যোগাযোগ বন্ধ করে দিও না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে থাক, যে ভাবে তোমাদের হুকুম করা হয়েছে, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করতে পারে না, তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না এবং অবজ্ঞা করতে পারে না। তাক্‌ওয়া ও খোদাভীতি এখানে। এই বলে তিনি তাঁর মুবারক বুকের দিকে ইশারা করলেন। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, মান-মর্যাদা ও ধন -সম্পদ হরণ করা হারাম। মহান আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার দিকে তাকাবেন না। বরং তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি তাকাবেন।

আর এক বর্ণনায় আছে, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, ছিদ্রান্বেষণ কর না, দোষ খুঁজে বেড়াবে না, অন্যের উপর দিয়ে দর কষাকষি করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই সম্পর্ক গড়ে তোল। অপর বর্ণনায় আছে ঃ সম্পর্কচ্ছেদ করো না, খোঁজ-খবর নেঁয় বন্ধ কর না, হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ কর। একজনের ক্রয় বিক্রয়ের উপর দিয়ে অপরজন যেন ক্রয় বিক্রয় না করে। (মুসলিম)

١٥٧١- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: « إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ » حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৫৭১. হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি তুমি মুসলমানদের দোষ খুঁজতে লেগে যাও, তবে তুমি তাদেরকে কোন ফ্যাসাদে জড়িয়ে ফেলবে। অথবা তাদেরকে ফ্যাসাদে জড়িয়ে ফেলার উপক্রম করবে। এটি একটি সহীহ হাদীস (আবূ দাউদ)

١٥٧٢- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فَقِيْلَ لَهُ : هٰذَا فُلاَنٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا فَقَالَ : إِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ وَلٰكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ. حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৫৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন। তার কাছে এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয়। বলা হল, এই অমুক ব্যক্তি। এর দাড়ি থেকে মদ চুইয়ে পড়ছে (গন্ধ আসছে) আবদুল্লাহ (রা.) বললেন ঃ আমাদেরকে মানুষের দোষ খুঁজে বের করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যখন আমাদের সামনে এ জাতীয় কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে তখন আমরা পাকড়াও করতে পারি। হাদীসটি উত্তম ও বিশুদ্ধ। (আবূ দাউদ)

بَابُ النَّهِيْ عَنْ سُوْءِ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ অযথা কোন মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারনা পোষণ করা নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (الحجرات : ١٢)

"হে ঈমাদারগণ ! খুব বেশী খারাপ ধারনা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা, কোন কোন ধারনা গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়"। (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

١٥٧٣– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৭৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! খারাপ ধারণা থেকে দূরে থাক। কেননা খারাপ ধারণা অনুমান সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ اِحْتِقَارِ الْمُسْلِمِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদেরকে অবজ্ঞা করা নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِّسَاءٍ عَسٰى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ، وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ، وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (الحجرات : ١١)

"হে ঈমানদারগণ ! না পুরুষেরা পুরুষদের প্রতি ঠাট্টাবিদ্রুপ করবে। কেননা হতে পারে তাদের (যাদের বিদ্রুপ করা হচ্ছে) মধ্যে উত্তম লোক আছে। আর না মহিলারা মহিলাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে। কেননা হতে পারে তাদের (যাদের বিদ্রুপ করা হচ্ছে) মধ্যে এদের চেয়ে ভাল লোক আছে। নিজেরা নিজেদের প্রতি শ্লেষ

বাক্য নিক্ষেপ কর না। একে অপরকে খারাপ উপনামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকী কাজে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত খারাপ কথা। যে সব লোক এরূপ আচরণ থেকে তাওবা করে বিরত না থাকবে, তারাই যালেম হিসাবে গণ্য হবে"।

(সুরা হুজুরাত ঃ ১১)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ [الهمزة : ١]

"নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনা-সামনি) লোকদের উপর গালাগাল করে এবং (পিছনে) দোষ প্রচার করায় অভ্যস্ত।" (সূরা হুমাযা ঃ ১)

١٥٧٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৭৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞার চোখে দেখবে"। (মুসলিম)

١٥٧٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ! » فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا ، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ، فَقَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ ، وَغَمْطُ النَّاسِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল, মানুষ তার জামা কাপড়, জুতা ইত্যাদি সুন্দর হওয়া পছন্দ করে। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। হিংসা হল সত্য থেকে বিমুখ হওয়া এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম)

١٥٧٦- وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « قَالَ رَجُلٌ : وَاللّٰهِ لاَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِفُلاَنٍ ، فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ ذَا الَّذِيْ يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ ! إِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৭৬. হযরত জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি বলল, সে কে যে আমার নামে শপথ করে বলল যে, আমি অমুক লোককে ক্ষমা করব না। আমি তাকে মাফ করে দিলাম এবং তোমার সমস্ত কার্যাবলী বাতিল করে দিলাম। (মুসলিম)

• بَابُ النَّهِيُ عَنْ اِظْهَارِ الشَّمَاتَةِ بِالْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুসলমানের কষ্ট দেখে আনন্দ বা সন্তোষ প্রকাশ করা নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ (الحجرات : ١٠)

"মু'মিনরা পরস্পর ভাই।" (সূরা হুজুরাতঃ ১০)

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِيْ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِيْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ (النور : ١٩)

"যে সব লোক চায় যে ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করুক, তাদের জন্যই দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে" (সূরা নূর ঃ ১৯)

١٥٧٧– وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لأَخِيْكَ فَيَرْحَمَهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيكَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫৭৭. হযরত ওয়াসলা ইবনুল আস্‌কা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার ভাইয়ের বিপদে আনন্দিত হয়ো না। কেননা এতে আল্লাহ্ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং তোমাকে ঐ বিপদে নিমজ্জিত করবেন। (তিরমিযী)

بَابُ تَحْرِيْمِ الطَّعْنِ فِيْ الْأَنْسَابِ الثَّابِتَةِ فِيْ ظَاهِرُ الشَّرْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ আইনগতভাবে স্বীকৃত বংশ সম্পর্কের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا (الأحزاب : ٥٨)

"যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের বিনা দোষে কষ্ট দেয়, তারা একটা অতিবড় মিথ্যা অবপাদ ও সুস্পষ্ট অপরাদের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নেয়।" (সূরা আহ্যাব ঃ ৫৮)

١٥٧٨– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « اثْنَتَانِ فِيْ النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : اَلطَّعْنُ فِيْ النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে দু'টি জিনিস থাকলে তা তার কুফ্রীর কারণ হয়ে দাঁড়ায় এক. বংশের খোঁটা দেয়া, দুই. মৃতের জন্য বিলাপ করা। (মুসলিম)

بَابُ النَّهِيِّ عَنِ الْفِسْقِ وَالْخِدَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ধোঁকা দেয়া ও প্রতারণা নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدْ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا (الأحزاب : ٥٨)

"যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের বিনা দোষে কষ্ট দেয়, তারা একটা অতি বড় মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট গোনাহের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নেয়।" (সূরা আহ্যাব ঃ ৫৮)

١٥٧٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً ، فَقَالَ : مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ » قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : قَالَ : « أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ! مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ».

১৫৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আমাদের জামায়াতভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে সেও আমাদের জামায়াত ভূক্ত নয়। (মুসলিম)

অপর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদ্য শস্যের একটি স্তুপের কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় স্তুপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজা মনে হল। তিনি বললেন ঃ হে শস্যের মালিক! এ কি? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে এগুলো। উপরে রাখনি কেন? লোকে দেখে শুনে ক্রয় করত। যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

١٥٨٠- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَ تَنَاجَشُوْا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৮০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমার ভাইয়ের দামের ওপরে দাম বলো না"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٨١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجَشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৮১. হযরত আবুদল্লাহ ইব্ন ওমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজনের দামের ওপর আর একজনের দাম করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٨٢- وَعَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ بَايَعْتَ ، فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৮২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, সে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতারণার শিকার হয়। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যার সাথে ক্রয়-বিক্রয় কর তাকে বল, কোনরূপ ধোঁকাবাজি করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٨٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوْكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৫৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্ত্রী অথবা বাঁদীকে ধোঁকা দেয় ও তার চরিত্র নষ্ট করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (আবূ দাঊদ)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْغَدْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়দা খেলাফ করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ (المائدة : ١)

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কৃত ওয়াদা বা চুক্তি পূরণ কর।"(সূরা মায়িদা ঃ ১)।

وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً (الإسراء : ٣٤)

"ওয়াদা বা চুক্তি পূর্ণ কর। কেননা ওয়াদা বা চুক্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে জওয়াবদিহি করতে হবে।" (সূরা বনী ইস্রাঈল ঃ ৩৪)

١٥٨٤- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا أُوْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলোর যেকোন একটি দোষ আছে তার মধ্যে মুনাফেকী করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়েছে যতক্ষণ না সে এটা পরিত্যাগ করে। দোষগুলো হলে ঃ যে ব্যক্তি আমানতের খিয়ানত করে, কথায় কথায় মিথ্যা বলে, ওয়াদা বা চুক্তি ভঙ্গ করে, ঝগড়া বাঁধলে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٨٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالُوْا : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : « لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৮৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার ও আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারী বিশ্বাস খাতকের জন্য একটি পতাকা থাকবে এবং বলা হবে এটি অমুক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٨٦- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : « لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِهِ ، أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيْرِ عَامَّةٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৮৬. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লা... বলেছেন ঃ প্রত্যেক ওয়াদা খেলাপকারী বিশ্বাসখাতকের জন্য কিয়ামতের দিন তার দুই নিতম্ব বরাবর একটি পতাকা উত্তোলিত থাকবে। তার বিশ্বাসঘাতকতার মাত্রা অনুযায়ী তা তুলে ধরা হবে। সাবধান! রাষ্ট্রপ্রধানের চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর কেউ হবে না। (মুসলিম)

١٥٨٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৫৮৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করব। যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল, যে ব্যক্তি কোন আযাদ বা স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল, আর যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করে তার কাছ থেকে পুরোপুরি কাজ আদায় করল, কিন্তু তার মজুরী পরিশোধ করল না। (বুখারী)

بَابُ النَّهِيِ عَنِ الْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ দান ইত্যাদি করে তার খোঁটা দেয়া নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (البقرة : ٢٦٤)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতকে খোঁটা এবং কষ্ট দিয়ে নষ্ট করে দিওনা"। (সূরা বাকারা ঃ ২৬৪)

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لاَ يَتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلاَ أَذًى (البقرة : ٢٦٢)

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে এবং খরচ করার পর ইহসান বা উপকার করার কথা বলে না কিংবা অনুগৃহীতকে খোঁটা দেয় না। (সূরা বাকারা ঃ ২৬২)

١٥٨٨- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ » قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ : خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الْمُسْبِلُ ، وَالْمَنَّانُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৮৮. হযরত আবু যার (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পাক-পবিত্রও করবেন না। হযরত আবু যার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। হযরত আবু যার (রা.) আরো বলেন, এরা নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই লোকগুলো কারা? তিনি বলেন ঃ গোড়ালীর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী, উপকার করে খোঁটাদানকারী এবং মিথ্যা শপথ করে জিনিষপত্র বিক্রয়কারী। (মুসলিম)

بَابُ النَّهِيِّ عَنِ الْإِفْتِخَارِ وَالْبَغِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ গর্ব ও বিদ্রোহ করা নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَلاَ تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (النجم : ٣٢)

"অতএব তোমরা তোমাদের আত্ম-পবিত্রতার দাবী কর না। প্রকৃত মুত্তাকী কে তা তিনিই ভাল জানেন।" (সূরা নাজম ঃ ৩২)

إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِيْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (الشورى : ٤٢)

"তিরস্কার পাওয়ার যোগ্য তো তারা যারা অন্যদের উপর যুলুম করে এবং পৃথিবীর বুকে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে। এই লোকদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে"। (সূরা শূরা ঃ ৪২)

١٥٨٩– وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ اللّٰه تَعَالَى أَوْحَى إِلَى أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৮৯. হযরত ইব্‌ন হিমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করেছেন ঃ তোমরা বিনীয় হও, যাতে তোমাদের কেউ কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করতে না পারো এবং কেউ কারো কাছে গর্ব করতে না পারো'। (মুসলিম)

١٥٩٠– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : هَلَكَ النَّاسُ ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৯০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যখন কোন ব্যক্তি বলে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তখন তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই ধ্বংসের সর্বাধিক উপযুক্ত"। (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمُ الْهِجْرَانِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَوْقَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ لِبِدْعَةٍ فِيْ الْمَهْجُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুসলমানের অপর মুসলমানের সাথে তিনদিনের অধিক কথা বন্ধ রাখা নিষেধ। তবে বিদ্‌'আত ও গোনাহের কাজ প্রকাশ পেলে জায়িয।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ (الحجرات : ١٠)

"মুমিনরা পরস্পর ভাই। অতএব, ভাইদের সম্পর্ক পুনগঠিত।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১০)

وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : ٢)

"পুণ্য ও আল্লাহ ভীতিমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর।"(সূরা মায়িদাঃ ২)

١٥٩١– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَتَقَاطَعُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৯১. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করো না; পরস্পরের পিছনে লেগো না, হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাইভাই হয়ে থাকে। কোন মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশী পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٩٢- وَعَنْ أَبِى أَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ : يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৯২. হযরত আবু আইউব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশী বিচ্ছিন্ন করে রাখা বৈধ নয়। এভাবে যে তারা উভয়ে যখন মুখোমুখী হয় তখন একজন এগিয়ে যায় কিন্তু অন্যজন এড়িয়ে যায়। উভয়ের মধ্যে যে আগে সালাম দেবে সে-ই উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٩٣- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِىْ كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ ، فَيَغْفِرُ اللّٰهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا إِلاَّ امْرَءًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيَقُوْلُ : اتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْلِحَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৯৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের যাবতীয় আমল পেশ করা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীক করে না এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। তবে যে ব্যক্তির তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে শত্রুতা আছে তাকে ক্ষমা করেন না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ এদু'জনের ব্যাপারটি রেখে দাও যাতে তারা পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্গঠিত করে নিতে পারে। (মুসলিম)

١٥٩٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلٰكِنْ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৯৪. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। আরব উপদ্বীপের মুসলমানদের কাছ থেকে শয়তান আনুগত্য পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ, মনোমালিন্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে সে নিরাশ হয়নি। (মুসলিম)

١٥٩٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৫৯৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য তার কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকল এবং মরে গেল সে দোযখে প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ)

١٥٩٦- وَعَنْ أَبِيْ خِرَاشٍ حَدْرَدِ بْنِ أَبِيْ حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيْ وَيُقَالُ السُّلَمِيْ الصَّحَابِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৫৯৬. হযরত আবু খিরাশ হাদরাদ ইব্‌ন আবু হাদরাদ আসলামী বা সুলামী আস-সাহাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে এক বছর যাবৎ সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকল, সে যেন তাকে খুন করল। (আবু দাউদ)

١٥٩٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَيَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثُ ، فَلْيَلْقَهُ ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِيْ الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ ، وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৫৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মু'মিন ব্যক্তির জন্য অন্য কোন মু'মিন ব্যক্তিকে তিনদিনের বেশী পরিত্যাগ করে থাকা জায়িয নয়। তিনি দিন গত হওয়ার পর সাক্ষাত করে যদি সে তাকে সালাম করে এবং অন্যজনও সালামের উত্তর দেয় তবে উভয়ই সাওয়াবের অংশীদার হবে। যদি সে সালামের জবাব না দেয় তবে গুনাহগার হবে। আর সালামকারী পরিত্যাগ করার গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। (আবু দাউদ)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَنَاجِيْ اِثْنَيْنِ دُوْنَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ وَهُوَ أَنْ يَتَحَدَّثَا سِرًّا بِحَيْثُ لاَ يَسْمَعُهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ তিন জনের মধ্যে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনের কানে কানে কথা বলা নিষেধ। তবে প্রয়োজনে তৃতীয় জনের অনুমতি নিয়ে বলা যায়। এ ক্ষেত্রে নিচু স্বরে কথা বলতে হবে। তৃতীয় ব্যক্তি বুঝে না এমন ভাষায়ও কথা বলা যেতে পারে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانَ (المجادلة : ١٠)

" কান পরামর্শ করা শয়তানী কাজ।" (সূরা মুজাদালা ঃ ৯, ১০)।

١٥٩٨– وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যখন তিনজন লোক একসাথে থাকবে তখন যেন একজনকে বাদ দিয়ে অন্য দু'জন কান না করে"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٩٩– وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةٍ ، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির মধ্য থেকে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে যেন কানাঘুষা না করে, হাঁ যদি লোকদের সমাগম হয় তবে দোষ নেই। কেননা এতে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهِيِّ عَنْ تَعْذِيْبِ الْعَبْدِ وَالدَّابَةِ وَالْمَرْأَةِ وَالْوَلَدِ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ أَوْ زَائِدٍ عَلَى قَدْرِ الْأَدَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ শরয়ী কারণ ছাড়া ক্রীতদাস, জীবজন্তু, স্ত্রীলোক এবং ছেলেমেয়েকে শিষ্টাচার ও আদব-কায়দার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত শাস্তি দেয়া নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِيْ الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا (النساء : ٣٦)

"পিতা-মাতার সাথে সদ্‌ব্যবহার কর। নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিস্‌কীন, প্রতিবেশী আত্মীয়, নিকট প্রতিবেশী, পথ চলার সাথী, ভ্রমণকারী পথিক এবং তোমাদের অধীনস্থ দান-দাসীদের প্রতি বিনয় নম্রতা ও দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে কখনও পছন্দ করেন না যে অহংকারী এবং নিজেকে বড় মনে করে গর্বে বিভ্রান্ত।" (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

١٦٠٠- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِيْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذَا حَبَسَتْهَا وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬০০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক স্ত্রীলোক একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি প্রাপ্ত হয়। সে বিড়ালটিকে একাধারে বেঁধে রাখায় মারা গিয়েছিল। আর ঐ অপরাধে সে দোযখে গিয়েছিল। বেঁধে রাখা অবস্থায় সে বিড়ালটিকে খাদ্য পানীয়ও দেয়নি কিংবা পোকা মাকড় খাওয়ার জন্য ছেড়েও দেয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٠١- وَعَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوْا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُوْنَهُ ، وَقَدْ جَعَلُوْا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوْا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هٰذَا ؟ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا ، إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬০১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি কয়েকজন কুরাইশ যুবকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা একটি পাখিকে চাঁদমারি করার জন্য এক স্থানে বেঁধে রেখেছিল এবং এ প্রতি তীর ছুড়ছিল। তারা পাখির মালিকের সাথে এই বলে চুক্তি করেছিল যে লক্ষ্যভ্রষ্ট তীরগুলো হবে মালিকের। তারা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমারকে দেখতে পেয়ে পালিয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বললেন, একাজ কে করেছে? যে এ কাজ করেছে তার উপর আল্লাহর লা'নত। যারা কোন প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি লা'নত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٠٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬০২. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন পশুকে কষ্ট দিয়ে মারতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٠٣- وَعَنْ أَبِيْ عَلِيٍّ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِيْ مُقَرِّنٍ مَالَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬০৩. হযরত আবু আলী সুয়াইদ মুকরিন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বণী মুকরিন গোত্রের সাত ব্যক্তির মধ্যে সপ্তম ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে দেখেছি। আমাদের সবার একটি মাত্র খাদিম ছিল। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট জন তাকে চপেটাঘাত করেছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিমটাকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দিলেন। (মুসলিম)

١٦٠٤– وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِيْ بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِيْ : إِعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ » فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ فَلَمَّا دَنَا مِنِّيْ إِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَقُوْلُ : « إِعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ أَنَّ اللّٰهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هٰذَا الْغُلَامِ » فَقُلْتُ: لَا أَضْرِبُ مَمْلُوْكًا بَعْدَهُ أَبَدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬০৪. হযরত আবু মাসউদ বদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আমার এক ক্রীতদাসকে চাবুক মারছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে শব্দ শুনতে পেলাম ঃ সাবধান! আবু মাসউদ। রাগে উত্তেজিত থাকায় আমি শব্দটা বুঝতে পারলাম না। কাছে আসলে আমি বুঝতে পারলাম তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি তখন বলছেন ঃ সাবধান! আবু মাসউদ! তুমি তোমার ক্রীতদাসের উপর যতটুকু ক্ষমতার অধিকারী তোমার উপর আল্লাহ তার চেয়েও অধিক ক্ষমতার অধিকারী। আমি বললাম, এরপর আমি আর কখনও কোন ক্রীতদাসকে প্রহার করব না। (মুসলিম)

١٦٠٥– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোক যদি তার ক্রীতদাসকে বিনা অপরাধে মারধর করে অথবা তার মুখে চপেটাঘাত করে তবে তার কাফ্‌ফারা হল ঃ সে ঐ ক্রীতদাসকে স্বাধীন করে দিবে। (মুসলিম)

١٦٠٦– وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْبَاطِ وَقَدْ أُقِيْمُوْا فِيْ الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رُؤُوْسِهِمُ الزَّيْتُ ! فَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ قِيْلَ : يُعَذَّبُوْنَ فِيْ الْخَرَاجِ ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : حُبِسُوْا فِيْ الْجِزْيَةِ. فَقَالَ هِشَامٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِيْ الدُّنْيَا » فَدَخَلَ عَلَى الْأَمِيْرِ ، فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُّوْا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬০৬. হযরত হিশাম ইব্ন হাকিম ইব্ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি সিরিয়ার একটি এলাকা দিয়ে অতিক্রমকালে কৃষক সম্প্রদায়ের কিছু লোকের দেখা পান। তাদের মাথার ওপর তেল ঢেলে রোদে দাঁড় করিয়ে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। হিশাম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এদের এ অবস্থা কেন? লোকেরা বলল, খারাজ (কর) আদায় করার জন্য এদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। অপর বর্ণনা আছে ঃ জিযিয়া আদায় করার জন্য এদেরকে আটক করা হয়েছে। হিশাম (রা.) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ যারা দুনিয়াতে মানুষকে শাস্তি দেয়, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন। অতঃপর হিশাম (রা.) সেখানকার শাসক (ওমায়ের ইব্ন সা'আদের) কাছে গিয়ে তাকে এই হাদীস শুনালেন। এতে শাসক তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হল। (মুসলিম)

١٦٠٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُوْمَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ : وَاللّٰهِ لاَ أَسِمُهُ إِلاَّ أَقْصَى شَىْءٍ مِنَ الْوَجْهِ ، وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِىَ فِىْ جَاعِرَتَيْهِ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখে উল্কি আঁকা একটি গাধা দেখলেন। তিনি এ কাজটাকে অপছন্দ করলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন। আল্লাহর কসম! আমি মুখ থেকে যে অংশ সর্বাধিক দূরে সেই অংশে দাগ দিব। মহানবীর (সা.) আদেশে গাধাটির পাছায় দাগ লাগানো হলো। কোন পশুর পশ্চাদদেশে দাগ দেয়ার ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম ব্যক্তি। (মুসলিম)

١٦٠٨- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ : مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِىْ وَجْهِهِ فَقَالَ : «لَعَنَ اللّٰهُ الَّذِىْ وَسَمَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ.

১৬০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দিয়ে একটা গাধা যাচ্ছিল। গাধাটির মুখে দাগানোর চিহ্ন ছিল। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এটিকে দাগ দিয়েছে তার প্রতি আল্লাহর লা'নত।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার অন্য বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন জীবজন্তুর মুখে আঘাত করতে এবং দাগ দিতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ تَحْرِيْمِ التَّعْذِيْبِ بِالنَّارِ فِيْ كُلِّ حَيَوَانٍ حَتَّى النَّمْلَةِ وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন প্রাণী এমনকি পিঁপড়া এবং অনুরূপ কোন প্রাণীকেও আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া নিষেধ।

١٦٠٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْثٍ فَقَالَ : « إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا فَأَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ أَرَدْنَا الْخُرُوْجَ : « إِنِّيْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوْا فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللّٰهُ ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৬০৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কোন এক সেনাবাহিনীর সাথে পাঠানোর সময় কুরাইশদের দুই ব্যক্তির নাম করে বললেন, তোমরা যদি অমুক ব্যক্তিকে পাও তাহলে আগুনে পুড়িয়ে মারবে। আতঃপর আমরা যখন রওয়ানা করতে উদ্যত হলাম তখন বললেন, আমি তোমাদেরকে আদেশ করেছিলাম যে অমুক অমুক ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মারবে। কিন্তু আগুন দ্বারা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ শাস্তি দিতে পারে না। তাই এই দু'জনকে পেলে (পুড়িয়ে না মেরে) হত্যা করবে। (বুখারী)

١٦١٠- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : « مَنْ فَجَعَ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا ؟ رُدُّوْا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا ، فَقَالَ : « مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ ؟ » قُلْنَا : نَحْنُ. قَالَ : « إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬১০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি এক সময় প্রকৃতির ডাকে কোথাও গিয়েছিলেন। এ সময় আমরা দু'টি বাচ্চাসহ লাল রংয়ের একটি ছোট পাখি দেখতে পেলাম। আমরা বাচ্চা দু'টিকে ধরে আনলাম। মা পাখিটা এসে পেট মাটির সাথে লাগিয়ে পাখা দু'টো বিছিয়ে দিচ্ছিল। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পড়লেন। তিনি বললেন ঃ কে এর বাচ্চা ধরে এনে একে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে? বাচ্চা দু'টোকে রেখে আস। এরপর তিনি একটি পিঁপড়ার বাসা দেখতে পেলেন, যা আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এগুলো পুড়িয়ে ফেলেছে? আমরা বললাম, একাজ আমাদের। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আগুনের প্রভু ছাড়া অন্য কারো আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া সাজে না। (আবু দাউদ)

بَابُ تَحْرِيْمِ مَطْلُ الْغَنِّى بِحَقِّ طَلْبَهُ صَاحِبَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রাপক তার পাওনা দাবী করলে ধনী ব্যক্তির টাল বাহানা করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النساء : ٥٨)

"আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যাবতীয় আমানত তার প্রকৃত মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে। (সূরা নিসা ঃ ৫৮)

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِىْ أَوْ تُمِنَ أَمَانَتَهُ (البقرة : ٢٨٣)

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কারো কাছে আমানত রাখে; তবে যার কাছে আমানত রাখ হয়েছে তার কর্তব্য আমানতের হক যথাযথরূপে আদায় করা।" (সূরা বাকারা ঃ ২৮৩)

١٦١١- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَتْبَعْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬১১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পাওনা আদায়ের ব্যাপারে ধনী ব্যক্তির টাল-বাহানা করা যুলুম। আর যদি কারোর ঋণকে অন্য (ধনী) ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা হয়, তাহলে তার (ঋণদাতা) এ স্থানান্তরকে ঋণ বলে মেনে নেয়া উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ عَوْدَةِ الْإِنْسَانِ فِى هِبَةٍ لَمْ يُسَلِّمُهَا وَفِىْ هِبَةٍ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ سَلَّمِهَا أَو لَمْ يُسَلِّمُهَا وَكِرَاهَةِ شَرَائِه شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ مِنَ الَّذِىْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ، أَوْ أَخْرِجَهُ عَنِ زَكَاةُ أَو كَفَّارَةُ وَنَحْوَهَا وَلاَ بَاسَ بِشَرَائِهِ مِنْ شَخْصٍ أخرِ قَدَ انْتَقَلَ إِلَيْهِ.

অনুচ্ছেদ ঃ উপঢৌকন দিয়ে তা প্রাপকের কাছে হস্তান্তর না করে ফেরত নেয়া অপসন্দনীয়। একইভাবে নিজের সন্তানকে সাদাকা দিয়ে তা তার কাছে হস্তান্তর করা হোক বা না হোক এবং যে ব্যক্তিকে সাদাকা দেয়া হল তার নিকট থেকে দাতার উক্ত সাদাকার বস্তু কিনে নেয়া মাকরূহ। যাকাত, কাফ্ফারা বা অনুরূপ অন্যান্য বস্তু কিনে নেয়া মাকরূহ। তবে তা যদি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কেনা হয় তাহলে কোন দোষ হবে না।

١٦١٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « الَّذِىْ يَعُوْدُ فِىْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِىْ قَيْئِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ : « مَثَلَ الَّذِىْ يَرْجِعُ فِىْ صَدَقَتِه كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِىْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِه فَيَأْكُلُهُ ». وَفِىْ رِوَايَةٍ : « اَلْعَائِدُ فِىْ هِبَتِه كَالْعَائِدِ فِىْ قَيْئِه ».

১৬১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উপহার বা দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের মত যা বমি করে পুনরায় খেয়ে ফেললো। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তি সাদাকা করে তা পুনরায় ফেরত নেয়, সে এমন কুকুরের তুল্য যা বমি করে পুনরায় তা খেয়ে ফেললো। আর এক বর্ণনা আছে যে ব্যক্তি দান করে তা আবার ফেরত নেয় সে বমীখোরের সমতুল্য।

١٦١٣– وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَه فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ : « لاَ تَشْتَرِه وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِىْ صَدَقَتِه كَالْعَائِدِ فِىْ قَيْئِه » مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

১৬১৩. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য দান করেছিলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে ওটিকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। তাই আমি ঘোড়াটি তার নিকট থেকে কিনে নেয়ার ইচ্ছা করলাম। আমি ধারণা করলাম এভাবে সে আমার কাছে সস্তায় ঘোড়াটি বিক্রি করবে। এ ব্যাপারে আমি নবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি ওটি ক্রয় কর না। দান করা জিনিস পুনরায় ফেরত নিও না; যদি তা তোমাকে মাত্র এক দিরহামের বিনিময়েও দেয়া হয়। কেননা, দান করে তা ফেরত নেয়া ব্যক্তি বমি করে তা পুনরায় গলধঃকরণকারী ব্যক্তির মত। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَأْكِيْدِ تَحْرِيْمِ مَالُ الْيَتِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের বিষয়-সম্পত্তি আত্মসাৎ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا (النساء : ١٠)

"যারা ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা মূলত আগুন দ্বারাই নিজেদের পেট বোঝাই করে"। (সূরা নিসা ঃ ১০)

وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ" (الأنعام : ١٥٢)

"তোমরা ইয়াতীমের ধন-সম্পদের কাছেও যেও না। অবশ্য এমন নিয়ম ও পন্থায় যেতে পারো যা সর্বাপেক্ষা উত্তম"। (সূরা-আন'আম ঃ ১৫২)

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (البقرة : ٢٢٠)

"লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, ইয়াতীমদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে? বলুন ঃ যে ধরণের কাজে তাদের কল্যাণ হতে পারে, তা অবলম্বন করাই উত্তম। যদি তোমরা নিজেদের ও তাদের খরচ-পত্র ও থাকা-খাওয়া একত্র রাখ, তবে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা তারা তোমাদেরই ভাইবন্ধু। যারা অন্যায় করে এবং যারা ন্যায় করে তাদের অবস্থা আল্লাহ জানেন"। (সূরা বাকারা ঃ ২২০)

١٦١٤- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ ! قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ ، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ ، وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬১৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে দূরে থাক। সাহাবীরা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐগুলো কি? তিনি বললেন ঃ মহান আল্লাহ সাথে কাউকে শরীক করা; যাদু করা; যে জীবন ও প্রাণকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন তা অন্যায়ভাবে হত্যা করা, তবে ন্যায়ত হত্যা করলে ভিন্ন কথা; সুদ খাওয়া; ইয়াতীমের ধন-মাল আত্মসাৎ করা; যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং পুণ্য চরিত্রের অধিকারীণী সরলপ্রাণ মু'মিন স্ত্রীলোকের প্রতি চারিত্রিক অপবাদ আরোপ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَغْلِيْظِ تَحْرِيْمِ الرِّبَا

অনুচ্ছেদ ঃ সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا : إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ، وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ

وَحَرَّمَ الرِّبٰوا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ، يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ .... يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا(البقرة : ٢٧٥ ٢٧٨)

"যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির মত, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল ও জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলেঃ ব্যবসা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। কাজেই যার কাছে তার প্রভুর তরফ থেকে এই উপদেশ পৌঁছবে পরে সে সুদখোরী থেকে বিরত থাকবে, সে পূর্বে যা কিছু করেছে তা অতীতের ব্যাপার। ব্যপারটি আল্লাহর হাতে সোর্পদ। আর যারা এ নির্দেশ পাওয়ার পরও সুদের পুনরাবৃত্তি করবে, তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল খাকবে। আল্লাহ সুদকে নির্মুল করে দেন এবং দান-খয়রাতকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন ....। (সূরা বাকারা ঃ ২৭৫-২৭৯)

١٦١٥– وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : « لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেছেন ঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা সুদখোর এবং সুদদাতাকে অভিসম্পাত করেছেন। (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ الرِّيَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ রিযা বা প্রদর্শনীমূলকভাবে কোন কাজ করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ (البينة : ٥).

"তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত করার। তাঁর দীনকে খালেস করতে, একনিষ্ঠ ও একমুখী করতেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে ....।" (সূরা বাইয়্যেনা ঃ ৫)

لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ (البقرة : ٢٦٤)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতকে অনুগ্রহের কথা বলে এবং কষ্ট দিয়ে সেই ব্যক্তির মত নষ্ট করে দিও না, যে শুধু লোক দেখানোর জন্য নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করে........"। (সুরা বাকারা ঃ ২৬৪)

يُرَاؤُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلاَّ قَلِيْلاً (النساء : ١٤٢)

"শুধু লোক দেখানোর জন্য এরা ঠোঁট নাড়ে। আল্লাহকে এরা খুব কমই স্মরণ করে"। (সূরা নিসা ঃ ১৪২)

١٦١٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ « قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيْ غَيْرِيْ ، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬১৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি শিরককারীদের আরোপিত শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কাজ করলো যার মধ্যে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করলো, আমি তাকে এবং শিরককে পরিত্যাগ করি। (মুসলিম)

١٦١٧- وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ : قَالَ كَذَبْتَ ، وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ. جَرِيْءٌ ! فَقَدْ قِيْلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِيْ النَّارِ . وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَّفَهَا. قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ! وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ : هُوَ قَارِئٌ ! فَقَدْ قِيْلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِيْ النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَا : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ : هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِيْ النَّارِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬১৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন প্রথম যে ব্যক্তির বিচার হবে সে একজন শহীদ। তাকে হাযির করা হবে। পার্থিব জগতে তাকে যেসব নিয়ামত দেয়া হয়েছিল সেগুলো তাকে দেখানো হবে এবং সে তা চিনতে পারবে। তাকে বলা হবে, এসব নিয়ামতকে তুমি কিভাবে কাজে লাগিয়েছ? সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার তোমার রাস্তায় জিহাদ করেছি এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বললে বরং তুমি এজন্য যুদ্ধ করেছ যে, লোকে তোমাকে বীর উপাধি দেবে। অবশ্য তা বলাও হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে উপুড় করে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। অপর এক ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং তা অন্যকে শিক্ষা দিয়েছিল আর সে কুরআনও পাঠ করেছিল। তাকে ডেকে নিয়ে যে সব নিয়ামত দেয়া হয়েছিল তা দেখানো হবে। সে তা সনাক্ত করবে। আল্লাহ পাক বলবেন ঃ এসব নিয়ামত তুমি কিভাবে কাজে লাগিয়েছ ? সে উত্তর দেবে আমি জ্ঞানার্জন করেছি এবং তা অন্যকে শিক্ষা দিয়েছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ বললেন ঃ তুমি মিথ্যা বললে, বরং তুমি এজন্যই জ্ঞান অর্জন করেছ যে, লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলবে। আর কুরআন এজন্যই পাঠ করেছ যে, তোমাকে কারী বলা হবে, আর তা বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে আদেশ দেয়া হবে, তাকে উপুড় করে হেঁচড়ে টেনে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। আরেক ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-সম্পদের যথেষ্ট প্রাচুর্য দান করেছিলেন তাকে দেয়া নিয়ামতসমূহ তার সামনে হাযির করা হবে এবং সে তা চিনতে পারবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি এই ধন-সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করেছ ? সে বলবে, হে আল্লাহ! যে সব পথে খরচ করাকে তুমি পছন্দ কর আমি তার প্রতিটি পথেই অর্থ-সম্পদ খরচ করেছি। আল্লাহ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বললে বরং তুমি এজন্যই অর্থ-সম্পদ খরচ করেছ যে তোমাকে দানশীল বলা হবে। আর তা বলাও হয়েছে। তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে উপুড় করে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

١٦١٨- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَاسًا قَالُوْا لَهُ : إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلَاطِيْنَنَا فَنَقُوْلُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৬১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। এক দল লোক তাকে বলল ঃ আমরা কখনও কখনও আমাদের বাদশাহের কাছে গিয়ে থাকি। সেখানে যে কথাবার্তা বলি, বাইরে এস তার উল্টা বলি। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) বললেন ঃ আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে এরূপ আচরণকে মুনাফিকীর মধ্যে গণ্য করতাম। (বুখারী)

١٦١٩- وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللّٰهُ بِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬১৯. হযরত জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য কাজ করে আল্লাহ তার দোষক্রটি মানুষের গোচরীভূত করবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করে আল্লাহ্ তার সমস্ত দোষক্রটি মানুষকে দেখিয়ে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٢٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » يَعْنِيْ : رِيْحَهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে এমন জ্ঞান অর্জন করল, যে দ্বারা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় কিন্তু তা সে পার্থিব সুখ-শান্তি ও সুযোগ -সুবিধা লাভের জন্য অর্জন করল, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের গন্ধও পাবে না। (আবু দাউদ)

بَابُ مَا يَتَوَهَّمُ أَنَّ رِيَاءٌ وَلَيْسَ هُوَ رِيَاءٌ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সব জিনিষের মধ্যে প্রদর্শনেচ্ছা আছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে প্রদর্শনেচ্ছা নেই।

١٦٢١- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬২১. হযর আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হল ঃ আপনার কি মত, কোন লোক ভাল কাজ করে এবং লোকেরা তার প্রশংসা করে? তিনি বললেন ঃ এটা একজন মু'মিনের জন্য অগ্রিম সংবাদ। (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمُ النَّظْرِ إِلَى الْمَرْأَةُ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْأَمْرَدِ الْحَسَنِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ

অুনচ্ছেদ ঃ অপরিচিত নারীর ও সুদর্শনা বালকদের প্রতি শরয়ী কারণ ছাড়া তাকানো হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (النور : ٣٠)

"হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে অবনত করে রাখে"। (সূরা নূর ঃ ৩০)

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً (الإسراء : ٣٦)

"শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, অন্তঃকরণ প্রভৃতি প্রতিটি অংগ প্রত্যঙ্গের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে"। (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৩৬)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِيْ الصُّدُوْرُ (المؤمن : ١٩)

"আল্লাহ চোখের খিয়ানতকেও জানেন, আর বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাক গোপন কথাও জানেন।"। (সূরা মু'মিন ঃ ১৪)

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (الفجر : ١٤)

"তোমার প্রভু ঘাঁটিতে অপেক্ষামান আছেন"। (সূরা ফাজ্‌র ঃ ১৪)

١٦٢٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكُ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ : اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬২২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ নির্দিষ্ট করা আছে। এটা সে নিঃসন্দেহে পাবেই। দু'চোখের যিনা পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা, দু'কানের যিনা হল যৌন উত্তেজক কথাবার্তা শ্রবণ করা, মুখের যিনা হল আলোচনা করা, হাতের যিনা স্পর্শ করা, পায়ের যিনা ঐ উদ্দেশ্যে যাতায়াত করা। অন্তর ঐ কাজের প্রতি কুপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করা এবং তার আকাঙ্ক্ষা করে। আর যৌনাংগ এমন অবস্থা সত্যায়িত বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٢٣- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِيْ الطُّرُقَاتِ ! » قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ : نَتَحَدَّثُ فِيْهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ

الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ » قَالُوْا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : « غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذٰى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬২৩. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রাস্তায় বসা থেকে নিজেকে দূরে রাখ। সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের রাস্তায় বসা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। আমরা রাস্তায় বসে কথাবার্তা বলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা যখন রাস্তার উপর বসা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করছ, তখন রাস্তার হক্ আদায় করবে। সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাস্তার হক আবার কি ? তিনি বললেন ঃ দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া, পথিকদের সালামের উত্তর দেয়া, সৎকাজের আদেশ করা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٢٤- وَعَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ زَيْدِ بْنِ سَهْلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا قُعُوْدًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ : مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ ؟ اجْتَنِبُوْا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ فَقُلْنَا : إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ : قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ. قَالَ : « إِمَّا لَا فَأَدُّوْا حَقَّهَا : غَضُّ الْبَصَرِ ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬২৪. হযরত আবু তালহা ইব্‌ন সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন ঃ আমরা আমাদের বাড়ীর চত্বরে বসে কথাবার্তা বলছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি হল, রাস্তায় বসে কেন ? রাস্তায় বসা পরিহার কর। আমরা বললাম ঃ আমরা কোন ক্ষতি সাধনের জন্য এখানে বসি নাই বরং শুধু কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনার জন্য বসেছি। তিনি বললেন ঃ যদি না বসলেই নয় তাহলে রাস্তার হক আদায় কর। রাস্তার হক হল দৃষ্টি সংযত রাখা, পথিকের সালামের জবাব দেয়া এবং এবং উত্তম কথা বলা। (মুসলিম)

١٦٢٥- وَعَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ : « اصْرِفْ بَصَرَكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬২৫. হযরত জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আকস্মিকভাবে দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে আন। (মুসলিম)

١٦٢٦- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُوْنَةُ ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ ، وَذٰلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « احْتَجِبَا مِنْهُ » فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمٰى : لاَ يُبْصِرُنَا ، وَلاَ يَعْرِفُنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَفَعَمْيَا وَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ! ؟ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৬২৬. হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। মাইমুনাও তখন তাঁর কাছে ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা.) আসল। এটা আমাদেরকে পর্দার হুকুম দেয়ার পরের ঘটনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তাঁর সামনে পরদা কর। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে কি অন্ধ নয় ? সে তো আমাদের দেখতে পায় না, চিনতেও পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা দু'জনও কি অন্ধ ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাও না? (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١٦٢٧- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬২৭.হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন পুরুষ কোন কোন পুরুষের গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকাবে না এবং কোন নারী অন্য কোন নারীর গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকাবে না। দু'জন পুরুষ লোক একত্রে একই কাপড়ে ঘুমাবে না। অনুরূপভাবে দু'জন মহিলাও একত্রে একই বস্ত্রের মধ্যে জড়াজড়ি করে ঘুমাবে না। (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পর স্ত্রীর সাথে নির্জনে সাক্ষাত করা হারাম।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ (الأحزاب : ٥٣)

"নবীর স্ত্রীদের কাছ থেকে তোমাদের কিছু চাইতে হলে পর্দার বাইরে থেকে চাও"। (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৩)

١٦٢٨- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ » ! فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ : « اَلْحَمْوُ الْمَوْتُ ! » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬২৮. হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পর নারীর সাথে মেলামেলা করা থেকে বিরত থাক। আবার একজন বলল, দেবরের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে আপনার কি মত? তিনি বললেন ঃ দেবর মৃত্যুর মত ভয়ংকর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٢٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَايَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬২৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কোন মেয়ের সাথে নির্জনে মিশবে না। তবে তার সাথে তার কোন মুহাররম পুরুষ থাকলে ভিন্ন কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٣٠- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ أَهْلِهِ فَيَخُوْنُهُ فِيْهِمْ إِلاَّ وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى » ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : « مَا ظَنُّكُمْ ؟ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৩০. হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জিহাদে অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদদের স্ত্রীদের সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা বাড়িতে অবস্থানকারী পুরুষদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যদি বাড়িতে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তিকে কোন মুজাহিদ পরিবারের দেখাশুনার দায়িত্ব দেয়া হয়, আর সে যদি তাতে খিয়ানত করে তবে কিয়ামতের দিন মুজাহিদ ব্যক্তি যত খুশী তার নেকী থেকে নিয়ে নিতে পারবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমরা কি মনে কর ? (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ بِالرِّجَالِ فِيْ لِبَاسٍ وَحَرْكَةٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ.

অনুচ্ছেদ ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে পুরুষ কর্তৃক নারীর এবং নারী কর্তৃক পুরুষের অনুকরণ হারাম।

١٦٣١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৬৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের বেশধারণকারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারণকারী নারীদের প্রতি লা'নত করেছেন।

অন্য বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের অনুকরণকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের অনুকরণকারী নারীদের লা'নত করেছেন। (বুখারী)

١٦٣٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلُ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৩২. হযর আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর পোষাক পরিধানকারী পুরুষ এবং পুরুষের পোষাক পরিধানকারী নারীদের লা'নত করেছেন। (আবূ দাঊদ)

١٦٣٣- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ ، رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৩৩. হযরত আবু হুরায়রা (সা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দোযখীদের এমন দু'টি দল রয়েছে যাদের আমি দেখিনি। তাদের এক দলের হাতে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে। তারা তা দিয়ে লোকদের মারবে। আর এক দল হবে নারীদের। তাদেরকে পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ দেখাবে। গর্বের সাথে নৃত্যের ভঙ্গিতে বাহু দুলিয়ে পথে চলবে। বুখ্‌তী উটের উঁচু কুঁজের মত করে খোপা বাঁধবে। এসব নারী কখনও জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে না। জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচা জান্নাতের সুগন্ধ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে। (মুসলিম)

بَابُ النَّهِي عَنِ التَّشَبُّهِ بِالشَّيْطَانِ وَالْكُفَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ শয়তান ও কাফিরদের অনুকরণ করা নিষেধ।

١٦٣٤- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَاتَأْكُلُوْا بِالشِّمَالِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৩৪. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “বাম হাত দিয়ে পানাহার করো না। কেননা শয়তান বাম হাত দিয়ে পানাহার করে”। (মুসলিম)

١٦٣٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَايَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৩৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন ঃ “তোমাদের কেউ যেন কখনো বাঁ হাত দিয়ে না খায় এবং বাঁ হাত দিয়ে পান না করে। কেননা শয়তান বা হাত দিয়ে খায় এবং পান করে”। (মুসলিম)

١٦٣٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৩৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা খিযাব ব্যাবহার করে না। অতএব তোমরা এর বিপরীত কর”। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ نَهِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عَنْ خِضَابِ شَعْرِهِمَا بِسَوَادٍ

অনুচ্ছেদঃ নারী পুরুষ সবার চুলে কালো খিযাব ব্যাবহার করা নিষেধ।

١٦٣٧- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أُتِيَ بِأَبِيْ قُحَافَةَ وَالِدِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « غَيِّرُوْا هٰذَا وَاجْتَنِبُوْا السَّوَادَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৩৭. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পিতা আবু কোহাফাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে হাযির করা হল। তাঁর দাড়িও মাথার চুল ‘সাগামা’ নামক ঘাসের মত সাদা ছিল। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "চুলের এই রং কিছু দিয়ে পরিবর্তন কর। তবে কালো করা থেকে বিরত থাক"।(মুসলিম)

بَابُ النَّهِي عَنِ الْقَزَعِ وَحَلَقِ بَعْضِ الرَّأسِ دُوْنَ بَعْضٍ وَاِبَاحَةِ حَلْقِهِ كُلَّهُ لِلرَّجُلِ دُوْنَ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদঃ মাথার কিছু অংশ মুন্ডানো নিষেধ। মাথার কিছু অংশ মুড়ে কিছু অংশে চুল রেখে দেয়া নিষেধ। পুরুষের জন্য সম্পূর্ণ মাথা মুড়ে ফেলা জায়েয। কিন্তু নারীদের জন্য মাথা মুড়ে ফেলা জায়িয নয়।

١٦٣٨– عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথার চুলের কিছু অংশ মুন্ডন করে কিছু অংশে চুল রাখতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ওমুসলিম)

١٦٣٩– وَعَنْهُ قَالَ : رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : « احْلِقُوْهُ كُلَّهُ ، أَوِ اتْرُكُوْهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৩৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি শিশুকে দেখতে পেলেন। তার মাথার চুলের কিছু অংশ মুন্ডন করা হয়েছিল, আর কিছুটা রেখে দেয়া হয়েছিল। তিনি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন ঃ হয় সম্পূর্ণ মাথা মুন্ডন কর নয় সম্পূর্ণ চুল রেখে দাও। (আবু দাউদ)

١٦٤٠– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ : « لاَ تَبْكُوْا عَلَى أَخِيْ بَعْدَ الْيَوْمِ ». ثُمَّ قَالَ : « ادْعُوْا لِيْ بَنِيْ أَخِيْ » فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخُ فَقَالَ : « ادْعُوْا لِيَ الْحَلاَّقَ » فَأَمَرَ ، فَحَلَقَ رُؤُوْسَنَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাফরের পরিবার পরিজনকে তাঁর শাহাদাত বরণ করার পর শোক পালনের জন্য তিন দিন সময় দিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি তাদের কাছে আসলেন এবং বললেনঃ আজকের পর থেকে আমার ভাইয়ের জন্য আর কেঁদো না। তিনি আরও বললেন ঃ আমার

ভাইয়ের সন্তানদেরকে ডাক। আমাদেরকে আনা হল। দুঃখ বেদনায় আমরা অবোধ শিশুর মত হয়ে গেলাম। তিনি বললেন ঃ আমার জন্য নাপিত ডাক। তিনি আমাদের মাথা ন্যাড়া করে দেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দিলেন। (আবু দাউদ)

١٦٤١– وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

১৬৪১. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে তাদের মাথা মুড়তে নিষেধ করেছেন। (নাসায়ী)

بَابُ تَحْرِيْمِ وَصَلِ الشَّعَرِ وَالْوَشْمِ وَالْوَشْرِ وَهُوَ تَحْدِيْدِ الْاَسْنَانِ

অনুচেছদঃ পরচুলা লাগানো, উল্কি অংক ও দাত চেঁছে চিকন করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَّإِنْ يَدْعُوْنَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَرِيْدًا لَعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ : لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ، وَّلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ....

[النساء : ١١٧ ، ١١٩]

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেবীসমুহকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করে। তারা দিদ্রোহী শয়তানকেও মা'বূদ হিসাবে গ্রহণ করে যার উপর রয়েছে আল্লাহর লা'নত। এই শয়তান আল্লাহকে বলেছিল ঃ "আমি তোমার বান্দাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ অবশ্যই নিয়ে ছাড়ব। আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, আমি তাদেরকে নানারূপ আশা -আকাঙ্ক্ষায় জড়িত করব; আমি তাদেরকে আদেশ করব আর তারা জীবজন্তুর কান ছেদন করবে। আমি তাদেরকে আদেশ করব; আর তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে স্বাভাবিক পথে না চালিয়ে তাতে রদবদল করতে......।" (সূরা নিসা ঃ ১১৭-১২১)

١٦٤٢– وَعَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيْهِ ؟ فَقَالَ : « لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৪২. হযরত আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত। একজন স্ত্রী লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মেয়ের বসন্ত রোগ হয়েছে। ফলে তার মাথার চুল উঠে গিয়েছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি। তার মাথায় কি পরচুলা লাগাতে পারি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পরচুলা ব্যবহারকারিণী এবং যে ব্যাবহার করায় উভয়কে লা'নত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٤٣- وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ فَقَالَ : يَاأَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ ! سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ. وَيَقُوْلُ : « إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ إِتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৪৩. হযরত হুমায়েদ ইব্ন আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি যে বছর হজ্জ করেছিলেন, সে বছর হযরত মু'আবিয়া (রা.)-কে গোলামের কাছ থেকে এক গুচ্ছচুল হাতে নিয়ে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন ঃ হে মদীনাবাসিগণ! তোমাদের আলিমগণ কোথায় ? আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ চুল ব্যবহার করতে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ বনী ঈসরাঈলের মহিলারা যখন এরূপ চুলের গুচ্ছ (পরচুলা) ব্যবহার করা শুরু করলো, তখনই বনী ইসরাঈলীদের ধ্বংস শুরু হল। (বুখারীও মুসলিম)

١٦٤٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরচুলা ব্যবহারকারিণী, তা প্রস্তুতকারিণী, উল্কি অংকনকারিণী এবং যে নারী উল্কি অংকন করায় তদের সবাইকে লা'নত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٤٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، اَلْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ ! فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِيْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَمَا لِيْ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ ؟ ! قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (الحشر : ٧) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৪৫.হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে সব মেয়ে শরীরে উল্কি এঁকে নেয়, আর যারা এঁকে দেয়, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত ঘর্ষণকারিণী এবং চোখের পাতা বা ভ্রুর চুল উৎপাটনকারিণী এবং এভাবে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনয়ন কারিণীদের আল্লাহ লা'নত করেছেন। জৈনকা মহিলা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন আমি তাকে কেন লা'নত করব না, আর এটা ত কুরআন পাকেও আছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন ঃ "রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যে জিনিষ থেকে বিরত থাকতে বলেন তা থেকে বিরত থাক" ।(সুরা হাশ্‌রঃ ৭)(বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهِى عَنْ نَتَفِ الشَّيْبِ مِنَ اللِّحِيَةِ وَالرَّأسِ وَغَيْرِ هِمَا وَعَنْ نَتْفِ الْأَمْرِ شَعْرِ لِحْيَتِهِ عِنْدَ أَوَّلَ طَلُوْعِه

অনুচ্ছেদ ঃ সাদা দাড়ি ও মাথার সাদা চুল তোলা নিষেধ। যুবকের দাড়ি গজালে তা চেঁছে ফেলা নিষেধ।

١٦٤٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « لاَ تَنْتِفُوْا الشَّيْبَ ؛ فَإِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ. قَالَ التِّرْمِذِىُّ : هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৬৪৬. হযরত আমর ইব্‌ন শু'আইব (রা.) তাঁর পিতার কাছ থেকে এবং তিনি তাঁর দাদার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বার্ধক্য (সাদাচুলকে) উপড়ে ফেলো না। কেননা তা কিয়ামতের তিন মুসলমানের জন্য আলোকবর্তিকা হবে। এটি একটি হাসান হাদীস। আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ উত্তম সনদে হাদসিটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র). বলেছেন, এটি একটি হাসান হাদীস।

١٦٤٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৪৭. হযরত হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করলো যে বিষয়ে আমাদের কোন অনুমোদন নেই তা বাতিল।" (মুসলিম)।

بَابُ كَرَاهَةِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَّمِيْنِ وَمَسِّ الْفَرْجِ بِالْيَمِيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদঃ ডান হাত দিয়ে শৌচক্রিয়া করা এবং বিনা প্রয়োজনে লজ্জাস্থানে ডান হাত লাগানো খারাপ।

١٦٤٨ - عَنْ أَبِى قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِيْنِهِ وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الإِنَاءِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৪৮. হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বণানা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পেশাব করার সময় তোমরা কেউ যেন ডান হাত দিয়ে লিংগ স্পর্শ এবং শৌচক্রিয়া না কর। আর পানি পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেল। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ الْمَشْيِ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خَفٍّ وَاحِدٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَكَرَاهَةُ لَبْسِ النَّعْلِ وَالْخُفِّهِ قَائِمًا لِغَيْرِ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ বিনা ওযরে এক পায়ে জুতা, মোজা পরে চলাফেরা করা এবং দাঁড়িয়ে জুতা ও মোজা পরা মকরূহ।

١٦٤٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لاَيَمْشِ أَحَدُكُمْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا». وَفِيْ رِوَايَةٍ « أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না হাঁটে। হয় উভয় পায়ে জুতা পরিধান করবে অথবা উভয় পা খালি রাখবে। অন্য বর্ণনায় আছে, উভয় পাকে অনাবৃত রাখবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٥٠- وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «إِذَا انْقَطَعَ شَسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِيْ الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৫০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা কারো একটি জুতার ফিতে ছিড়ে গেলে তা ঠিক না করা পর্যন্ত অন্য জুতাটি পায়ে দিয়ে চলবে না। শুধু এক পায়ে জুতা পরে চলবে না। (মুসলিম)

١٦٥١- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১৬৫১. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ হাসান সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ النَّهِيِ عَنْ تَرْكِ النَّارِ فِيْ الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ اَوْنَحْوِهُ سَوَاءٌ كَانَتْ فِيْ سِرَاجٍ أَوْ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে জ্বলন্ত আগুন বা প্রদীপ রেখে ঘুমানো নিষেধ।

١٦٥٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَتَتْرُكُوْا النَّارَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৫২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঘুমানোর সময় তোমরা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না। (বুখারীও মুসলিম)

١٦٥٣- وَعَنْ أَبِى مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ قَالَ : «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ ، فَإِذَا نِمْتُمْ ، فَأَطْفِئُوْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৫৩. হযরত আবু মুসা আশা'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময় মদীনাতে একটি ঘরে রাতের বেলা আগুন লেগে পুড়ে গেল। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বলা হলে তিনি বললেন ঃ আগুন তোমাদের শত্রু। তাই যখন ঘুমাতে যাবে তখন তা নিভিয়ে ফেলবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٥٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «غَطُّوْا الْإِنَاءَوَأَوْكِئُوْا السِّقَاءَ ، وَأَغْلِقُوْا الْبَابَ ، وَأَطْفِئُوْا السِّرَاجَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحِلُّ سِقَاءً وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضُ عَلَى إِنَائِهِ عُوْدًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৫৪. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রাতে শোবার আগে পাত্র ঢেকে রাখ, মশ্‌কের মুখ বেঁধে রাখ, ঘরের দরজা বন্ধ রাখ এবং বাতি নিভিয়ে দাও। কেননা শয়তান বন্ধ মশ্‌কের মুখ ও বন্ধ দরজাও খোলে না; ঢেকে রাখা পাত্রের ঢাকনাও উঠায় না। তোমাদের কেউ যদি পাত্র ঢাকার কিছু না পায় তবে অন্তত পাত্রের উপর একখন্ড কাঠ রেখে দেবে অথবা আল্লাহর নাম নিয়ে রেখে দেবে। কেননা অনেক সময় ইঁদুর বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। (মুসলিম)

بَابُ النَّهِى عَنِ التَّكَلُّفِ وَهُوَ فِعْلٌ وَقَوْلٌ مَا لاَ مَصْلَحَةٌ فِيْهِ بِمَشَقَّةٍ

অনুচ্ছেদঃ ভান করা নিষেধ। সেটা কাজ, কথায় এমন ভণিতা করা যার মাঝে কোন কল্যাণ নেই।

মহান আল্লাহর বাণীঃ

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ (ص : ٨٦)

"হে নবী এদেরকে বলুন, এ দীন প্রচারের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই"। (সূরা ছোয়াদ ঃ ৮৬)

١٦٥٥- وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نُهِيْنَا عَنِ التَّكَلُّفْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৬৫৫. হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমাদেরকে ভান বা কৃত্রিম লৌকিকিতা প্রদর্শন করতে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারী)

١٦٥٦- وَعَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُوْلَ لِمَا لاَ تَعْلَمُ : اَللّٰهُ أَعْلَمُ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ : قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৬৫৬. হযরত মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদা আমরা আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (র.)-এর কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ হে লোকেরা! কারো কোন কিছু জানা থাকলে তা বলা কর্তব্য। কিন্তু যে ব্যক্তির জানা নেই সে যেন বলে আল্লাহই সর্বাধিক জানেন। কেননা যে সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান নাই সে সম্পর্কে ‘আল্লাহ-ই ভালো জানেন’ বলাটাই তার জ্ঞানের পরিচায়ক। আল্লাহ তা’আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ “হে নবী! এদেরকে বলুন, এই দীন প্রচারের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি ভাণকারী নই।”(বুখারী)

بَابُ تَحْرِيْمِ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَطْمِ الْخَدِّ وَشَقِّ الْجَيْبِ وَنَتْفِ الشَّعْرِ وَحَلْقِهِ وَالدُّعَاءُ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য বিলাপ করা হারাম। মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদা, মুখে চপোটাঘাত করা, জামার বুক চিড়ে ফেলা, মাথা মুড়ে ফেলা, বিপদ ডাকা ইত্যাদি কাজ হারাম।

١٦٥٧- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ » وَفِيْ رِوَايَةٍ : « مَا نِيْحَ عَلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৫৭. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “মৃতের জন্য যে বিলাপ করা হয় তার জন্য তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়”। (বুখরী ও মুসলিম)

١٦٥٨– وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ ، وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিপদের সময় নিজের গালে চপোটাঘাত করবে, বুকের কাপড় ছিড়ে মাতম করবে এবং জাহেলী যুগের মানুষের ন্যায় কথাবার্তা বলবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٥٩– وَعَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ وَجِعَ أَبُوْ مُوْسَى فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأسُهُ فِيْ حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَأَقْبَلَتْ تَصِيْحُ بِرَنَّةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ؛ فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : أَنَا بَرِيْءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَرِيْءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ ، وَالْحَالِقَةِ ، وَالشَّاقَّةِ ! مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৫৯. হযরত আবু বুরদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একবার আবু মূসা (রা.) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে ছিলেন এবং মাঝে মাঝে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর বাড়ীর এক মহিলার কোলে তাঁর মাথা রাখা ছিল। স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে কাঁদছিল। তাকে কিছু বলার মত শক্তি আবু মূসার ছিলা না। যখন কিছুটা সংজ্ঞা ফিরে আসল তখন তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার প্রতি অসন্তুষ্ট আমিও তার প্রতি অসন্তুষ্ট। যে নারী চিৎকার করে বিপদে মাথার চুল মুণ্ডন করে এবং পরিধেয় বস্ত্র ফেড়ে ফেলে, তার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া মাল্লাম অসন্তুষ্ট ছিলেন। (বুখারী ও মসলিম)

(**'আস্‌সালিকাহ'** ঃ যে নারী মৃতের জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করে কাঁদে।

'আল-হালিকা' ঃ যে নারী বিপদের সময় মাথার চুল মুণ্ডন করে।

'আশ-শাককাহ' ঃ যে নারী বিপদের সময় বুকের কাপড় টেনে ছিড়ে ফেলে))

١٦٦٠– وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৬০. হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া মাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদা হয় তাকে ওই কাঁদার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٦١- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ بِضَمِّ النُّوْنِ وَفَتْحِهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَ قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوْحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৬১. হযরত উম্মে আতিয়া নুসাইবা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ বাইয়াত গ্রহণের সময় মৃতের জন্য বিলাপ করে না কাঁদার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়েছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٦٢- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : أُغْمِىَ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ. فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِى وَتَقُوْلُ : وَاجَبَلاَهُ، وَاكَذَا ، وَاكَذَا : تُعَدِّدُ عَلَيْهِ. فَقَالَ حِيْنَ أَفَاقَ : مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلاَّ قِيْلَ لِىْ : أَنْتَ كَذٰلِكَ ؟ ! رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৬৬২. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.) অসুস্থতার কারণে বেহুশ হয়ে পড়লেন। তার বোন কাঁদতে শুরু করল এবং বলতে লাগল; হে পাহাড় আফসোস ! এবং হে এরূপ হে সেরূপ, অর্থাৎ তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছিল। সংজ্ঞা ফিরে আসলে, তিনি তাঁর বোনকে বললেন ঃ তুমি যা কিছু বলেছ সে সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ঃ তুমি কি সত্যিই এরূপ ? (বুখারী)

١٦٦٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ شَكْوَى ، فَأَتَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِىْ غَشْيَةٍ فَقَالَ : « أَقَضَى ؟ قَالُوْا : لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. فَبَكَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِىِّ ﷺ بَكَوْا ، قَالَ : « أَلاَ تَسْمَعُوْنَ ؟ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ ، وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ ، وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا » وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ » أَوْ يَرْحَمُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৬৩. হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদা সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা.) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ, সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্‌কাস এবং আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-কে সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে গেলেন। তাঁরা তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, মারা গেছে কি ? লোকেরা বলল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌। তখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাঁদতে দেখে লোকেরাও কাঁদতে লাগল। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি শুনবে না ? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ চোখের পানিও অন্তরের ব্যথা-বেদনার জন্য শাস্তি দিবেন না। বরং এটার জন্য শাস্তি দিবেন। অথবা এটার কারণে রহম করবেন। এই বলে তিনি তাঁর জিহ্বার দিকে ইশারা করে দেখালেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٦٤– وَعَنْ أَبِىْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৬৪. হযরত আবু মালিক আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ (মৃতের জন্য) বিলাপ করা ক্রন্দনকারিণী মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে কিয়ামতের দিন তাকে আলকাতরার তৈরী পরিধেয় এবং দস্তার তৈরী জামা পরিয়ে উঠানো হবে। (মুসলিম)

١٦٦٥– وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِىْ أُسَيْدٍ التَّابِعِىِّ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَعْرُوْفِ الَّذِىْ أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَنَعْصِيَهُ فِيْهِ : أَنْ لاَ نَخْمِشَ وَجْهًا وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً وَلاَ نَشُقَّ جَيْبًا ، وَأَنْ لاَ نَنْشُرَ شَعْرًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৬৫. হযরত উসাইদ ইব্‌ন আবু উসাইদ তাবেয়ী বাই'আতকারিণী কোন একজন মহিলা থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত মহিলা বলেছেন ঃ ভাল কাজ করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট থেকে যে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে ছিল যে আমরা যেন এ বিষয়ে অর্থাৎ মারূফ বা ভাল কাজে তাঁর নাফরমানী না করি, খামচিয়ে চেহারা রক্তাক্ত না করি, ধ্বংস বা বিপদ নাই চাই, বুকের কাপড় না ফাঁড়ি এবং মাথার চুল যেন না ছিঁড়ি। (আবূ দাঊদ)

١٦٦٦– وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ ، فَيَقُوْمُ بَاكِيْهِمْ ، فَيَقُوْلُ : وَاجَبَلاَهُ ، وَاسَيِّدَاهُ ، أَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ : أَهٰكَذَا كُنْتَ ؟ ! » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১৬৬৬. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মানুষ মারা গেলে তার জন্য ক্রন্দনকারীরা হায়রে পাহাড়! হায়রে

নেতা ইত্যাদি বলে কাঁদে। তখন ঐ মৃতের জন্য দুইজন ফিরিশ্‌তা নিয়োজিত করা হয়। তারা তাকে ঘুষি মারে আর বলে, তুমি কি সত্যিই ছিলে। (তিরমিযী)

١٦٦٧- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِى النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৬৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে দু'টি স্বভাব কুফ্‌রী হিসেবে গণ্য। (সে দু'টি হলো ঃ) কারো বংশে অপবাদ আরোপ করা বা বংশ কুলে গালি দেয়া এবং মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদা। (মুসলিম)

بَابُ النَّهْىِ عَنْ إِتْيَانِ الْكُهَّانِ وَالْمُنَجِّمِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ জ্যোতিষী এবং ভাগ্য গণনাকারী প্রভৃতির কাছে যাওয়া নিষেধ।

١٦٦٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُنَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ : « لَيْسُوْا بِشَىْءٍ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَا أَحْيَانًا بِشَىْءٍ فَيَكُوْنُ حَقًّا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّىُّ. فَيَقُرُّهَا فِىْ أُذُنِ وَلِيِّهِ ، فَيَخْلِطُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِى الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِىَ فِى السَّمَاءِ ، فَيَسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ فَيُوْحِيْهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ».

১৬৬৮. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গণকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ ঐ গুলি কিছুই নয়। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা কখনও কখনও আমাদেরকে এমন সব কথা বলে যা প্রকৃতই সর্ত হয়। রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ওই গুলো সত্য কথা। জিনেরা (ফিরিশতাদের কাছ থেকে) আঁড়ি পেতে শুনে তা নিয়ে দ্রুত পালিয়ে আসে এবং তাদের বন্ধুকে কানেকানে বলে দেয়। অতঃপর গণকরা নিজেদের পক্ষ থেকে এর সাথে শত শত মিথ্যা কথা যোগ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে ঃ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে ফিরিশতারা (তাঁদের প্রতি অর্পিত) আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে শূণ্য জগতে ছড়িয়ে পড়েন এবং জারিকৃত আসমানী নির্দেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন, শয়তান তখন চুরি করে তাদের কথা শুনে। অতঃপর সেইগুলো গণকদেরকে কানেকানে বলে দেয়। গণকরা এর সাথে নিজেদের পক্ষ থেকে শতশত মিথ্যা কথা যোগ করে।

١٦٦٩- وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَّ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৬৯. হযরত সাফিয়া বিন্‌ত আবু উবাইদা (রা.) নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন এক স্ত্রীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি গনক বা হস্তরেখাবিদের কাছে গিয়ে কোন বিষয়ে জানতে চাইল এবং (সে যা বলল তা) বিশ্বাস করল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না"। (মুসলিম)

١٦٧٠- وَعَنْ قَبِيْصَةَ بنِ الْمُخَارِقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: الْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৭০. হযরত কাবীসা ইব্‌ন মুখারিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ 'ইয়াফাহ' –রেখা টেনে 'তাইরাহ্' – কোন কিছু দেখে এবং 'তারক' – পাখি হাকিয়ে শুভাশুভ নির্ণয় আল্লাহদ্রোহিতামূলক কাজ। (আবূ দাঊদ)

١٦٧١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: « مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্যোতিষী বিদ্যা অর্জন করে সে প্রকারন্তরে যাদুবিদ্যাই অর্জন করে। যত অধিক জ্যোতিষী বিদ্যা অর্জন করবে তত অধিকই যেন যাদুবিদ্যা অর্জন করল।" (আবূ দাঊদ)

١٦٧٢- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى بِالْإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا

رِجَالاً يَأْتُوْنَ الْكُهَّانَ ؟ قَالَ : « فَلاَ تَأْتِهِمْ » قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِي صُدُوْرِهِمْ فَلاَ يَصُدُّهُمْ » قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ؟ قَالَ : « كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ ، فَذَاكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৭২. হযরত মু'আবিয়া ইব্ন হাকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ,! আমি সবে মাত্র জাহেলী যুগ ত্যাগ করেছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে বেশ কিছু লোক গণকের কাছে যায়। তিনি বললেন ঃ তুমি তাদের কাছে যেও না। আমি বললাম, আমাদের কোন লোক পাখি উড়িয়ে শুভাশুভের পূর্ব লক্ষণ নির্ণয় করে। তিনি বললেন ঃ এগুলো তোমাদের মনের আকাজ্ক্ষা। কিন্তু এগুলো যেন তাদেরকে কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে। আমি বললাম, আমাদের কিছু লোক হস্তরেখা বিশ্লেষণ করে। তিনি বললেন ঃ নবীদের মধ্যে একজন নবী হস্তরেখা বিশ্লেষণ করতেন। যদি কারো বিশ্লেষণ তাঁর অনুরূপ হয় তবে তা ঠিক। (মুসলিম)

١٦٧٣- وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৭৩. হযরত আবু মাসউদ বাদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন ও গণকের পারিশ্রমিক খেতে নিষেধ করেছন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّطَيُّرِ

অনুচ্ছেদ ঃ শুভ বা অশুভ হওয়ার আকীদা পোষণ করা নিষেধ।

١٦٧٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ » قَالُوْا : وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ : « كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৭৪. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ছোঁয়াচে এবং অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে আমি 'ফাল' পছন্দ করি। লোকেরা বলল 'ফাল" কি? তিনি বললেন 'ভাল কথা'। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٧٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَعَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ ، وَإِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِيْ شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ ، وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ছোঁয়াছে ও কুলক্ষণ বলে কিছুই নেই। কোন কিছুর মধ্যে অশুভ লক্ষণ থাকলে, তা বাড়ি, স্ত্রীলোক ও ঘোড়ার মধ্যে থাকত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٧٦- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৭৬. হযরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কিছুকে অশুভ বা অলক্ষুণে বলে মনে করতেন না। (আবূ দাঊদ)

١٦٧٧- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ ، فَلْيَقُلْ : أَللّٰهُمَّ لاَ يَأْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ » حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৭৭. হযরত উরওয়াহ ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে অশুভ বা কুলক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ এর মধ্যে উত্তম হল 'ফাল'। কিন্তু অশুভ বলে কোন কিছু মুসলমানকে তার কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। তোমাদের কেউ খারাপ কিছু দেখলে যেন বলে, হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কেউ কল্যাণ ও মঙ্গল বিধান করতে পারে না। আর তুমি ছাড়া কেউ মন্দ ও ক্ষতি দূর করতে পারে না। অবস্থার পরিবর্তন করা বা কল্যাণ ও অকল্যাণ বিধান করার শক্তি কেবলমাত্র তোমারই রয়েছে। (আবু দাউদ)

بَابُ تَحْرِيْمِ تَصْوِيْرِ الْحَيْوَانِ فِيْ بِسَاطٍ أَوْ حَجَرٍ أَو ثَوْبٍ أَوْ دِرهَمٍ أَوْ مُخْدَةٍ أَوْ دِيْنَارٍ أَوْ وِسَادَةٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَتَحْرِيْمُ اِتِّخَاذِ الصُّوْرَةِ فِيْ حَائِطٍ وَسَتْرٍ وَعِمَامَةٍ وَثَوْبٍ وَنَحْوِهَا وَالْأَمْرِ بِإِتْلاَفِ الصُّوَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিছানা-পত্র, পাথর ইত্যাদির উপর জীব-জন্তুর ছবি আঁকা হারাম বিছানা-পত্র, কাপড়-চোপ, বালিশ, পাথর, ধাতু, মুদ্রা, কাগজী নোট, ইত্যাদির উপর জীব-জন্তুর ছবি আঁকা হারাম বা অনুরূপভাবে দেয়াল. ছাদ, পর্দার কাপড়, পাগড়ি, কাপড় ইত্যাদির উপর চিত্রাংকন করা নিষেধ এবং এগুলো থেকে ছবি তুলে ফেলা বা মুছে ফেলার নির্দেশ।

١٦٧٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوْا مَاخَلَقْتُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে সব লোক ছবি বানায় তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ যা তোমরা এঁকেছো তাতে জীবন দান কর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٧٩– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِىْ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ ! وَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ ! » قَالَتْ : فَقَطَعْنَاهُ ، فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৭৯. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কে সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি চত্বরে একটি পরদা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম তাতে ছবি আকাঁ ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মোবারকের রং বদলে গেল। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তিরাই কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে; যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে নকল করে (চবি তৈরী করে)। আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ এর পর আমি তো ছিড়ে ফেললাম এবং তা দ্বারা একটি অথবা দু'টি বালিশ তৈরী করলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨٠– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِىْ جَهَنَّمَ » قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ رُوْحَ فِيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৮০. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক চিত্রকরের প্রতিটি ছবির পরিবর্তে এক জন করে লোক নিযুক্ত করা হবে। এরা জাহান্নামের মধ্যে তাদেরকে শাস্তি দেবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যদি তোমাকে ছবি আঁকতে হয়, তবে গাছ অথবা প্রাণহীন বস্তুর ছবি আঁক। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨١– وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِى الدُّنْيَا ، كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৮১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন কিছুর ছবি তৈরী করবে। কিয়ামতের দিন তাকে ওই ছবির মধ্যে জীবন দিতে বলা হবে। অথচ তার পক্ষে তা কখনও সম্ভব হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨٢– وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৮২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাতাগণই সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সন্মুখীন হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨٣– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : وَمَانْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ ! فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির মত কোন কিছু সৃষ্টি করতে চায় তার মত বড় যালিম আর কে আছে? যদি সে এতই করতে সক্ষম তাহলে, একটি ছোট্ট পিঁপড়া সৃষ্টি করুক অথবা একটি শস্যদানা সৃষ্টি করুক, অথবা একটি যবের দানা সৃষ্টি করুক। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨٤– وَعَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَاتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৮৪. হযরত আবু তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি আছে সে ঘরে ফিরিশতা যাতায়াত করে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨٥– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : وَعَدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جِبْرِيْلُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَرَاشَ عَلَيْهِ حَتَّى أَشْتَدَّ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبْرِيْلُ فَشَكَا إِلَيْهِ فَقَالَ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৬৮৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করার

ওয়াদা করলেন। কিন্তু তিনি আসতে দেরী করলেন ঃ এই বিলম্বটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অত্যন্ত কষ্টকর মনে হল। পরে তিনি বাড়ি থেকে বের হলে জিব্‌রাঈলের সাথে তাঁর সাক্ষাত হল। তিনি অভিযোগ করলেন। উত্তরে জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন ঃ যে বাড়িতে কুকুর অথবা কোন জীবের প্রতিকৃতি থাকে আমরা সে বাড়িতে প্রবেশ করি না। (বুখারী)

١٦٨٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : وَاعَدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيَهُ ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ ! قَالَتْ : وَكَانَ بِيَدِهِ عَصًا فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ : « مَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ » ثُمَّ الْتَفَتَ ، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيْرِهِ. فَقَالَ : « مَتَى دَخَلَ هٰذَا الْكَلْبُ ؟ » فَقُلْتُ : وَاللّٰهِ مَا دَرَيْتُ بِهِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، فَجَاءَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « وَعَدْتَنِيْ فَجَلَسْتُ لَكَ وَلَمْ تَأْتِنِيْ » فَقَالَ : مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِيْ كَانَ فِيْ بَيْتِكَ ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৮৬. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জিব্‌রাঈল (আ.) একটি নির্ধারিত সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করার ওয়াদা করলেন। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তিনি আসলেন না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণ কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না। অতঃপর তিনি এদিক সেদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর খাটিয়ার নিচে একটি কুকুর দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ কুকুরটি কখন ঢুকল? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন; আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি জানিই না এটি কখন ঢুকেছে। তিনি তাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলে ওটাকে বের করে দেয়া হল। অতঃপর জিব্‌রাঈল (আ.) তাঁর কাছে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আপনি আসার ওয়াদা করেছেন। আমি আপনার জন্য বসে ছিলাম; কিন্তু আপনি আসেননি। তিনি বললেন ঃ আপনার ঘরের মধ্যে যে কুকুরটি ছিল, ওটার কারণে আমি আসতে পারি নাই। যে ঘরে কুকুর অথবা জীবের প্রতিকৃতি থাকে আমরা সে ঘরে কখনও প্রবেশ করি না। (মুসলিম)

١٦٨٧- وَعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ حَيَّانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ لِيْ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ أَنْ لَا تَدَعَ صُوْرَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৮৭. হযরত আবু হাইয়াজ হাইয়ান ইব্ন হুসাইন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.) আমাকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে সেই কাজে পাঠব না যে কাজ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তাহল, কোন ছবি চুরমার না করে ছাড়বে না এবং কোন উঁচু কবর মাটির সমান না করে ছাড়বে না। (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ إِلاَّ لِصَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ

অনুচ্ছেদ ঃ শিকার এবং গবাদি পশু ও কৃষির ক্ষেত্রের পাহারা দেয়া উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর পোষা হারাম।

١٦٨٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنِ اقْتَنِيْ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৮৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি শিকার গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পুষবে; তার ভাল কাজের নেকী থেকে দৈনিক ‘দুই কিরাত’ পরিমাণ পুণ্য কমে যাবে। (মুসলিম)

١٦٨٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « مَنِ اقْتَنِيْ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ ، وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيْرَطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ».

১৬৮৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুকুর পোষে তার ভাল কাজের নেকী থেকে দৈনিক এক কিরাত পরিমাণ পুণ্য কমে যায়। তবে কৃষিক্ষেত ও গবাদি পশুর পাহারার জন্য কুকুর পালিত হলে ভিন্ন কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি শিকার করা এবং গবাদি পশু ও ক্ষেতের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করে তার পুণ্য থেকে দৈনিক দুই কিরাত পরিমাণ পুণ্য কমে যায়।

بَابُ كَرَاهَةِ تَعْلِيْقِ الْجَرَسَ فِيْ الْبَعِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ উট অথবা অন্য কোন পশুর গলায় ঘণ্টা বাঁধা মাকরূহ।

١٦٩٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَاتَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৯০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ফিরিশতারা ঐ সব কাফিলার (যাত্রীদল) সংগী হয় না যার সাথে কুকুর অথবা ঘণ্টা থাকে। (মুসলিম)

١٦٩١- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « اَلْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৯১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঘণ্টা শয়তানের বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। (মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ رُكُوْبِ الْجَلَّالَةِ وَهِيَ الْبَعِيْرِ أَوْ النَّاقَةُ الَّتِيْ تَأْكُلُ الْعِذْرَةَ فَإِنْ أَكَلَتْ عَلْفًا طَاهِرًا فَطَابَ لَحْمُهَا زَالَتِ الْكَرَاهَةُ.

অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক বস্তু বা বিষ্ঠা খেকো পশুতে আরোহণ করা মাকরূহ। তবে অভ্যাস বদলে নিয়ে যদি পবিত্র ঘাস খেতে শুরু করে তাহলে আর মাকরূহ হবে না এবং গোশত পবিত্র হয়ে যাবে

١٦٩٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ فِيْ الإِبْلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৯২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাপাক খেকো উটের পিঠে সাওয়ার হতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ)

بَابُ النَّهِيَ عَنِ الْبُصَاقُ فِيْ الْمَسْجِدِ وَالْأَمْرِ بِإِزَالَتِهِ مَنْهُ إِذَا وَجَدَ فِيْهِ وَالْأَمْرَ بِتَنْزِيْهِ الْمَسْجِدِ عَنِ الْأَقْذَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ। মসজিদকে ময়লা-আবর্জনা থেকে পরিষ্কার রাখা, থুথু বা অনুরূপ কোন কিছু থাকলে তা দূর করার আদেশ।

١٦٩٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « اَلْبُصَاقُ فِيْ الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৯৩. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদের ভিতরে থুথু ফেলা গোনাহের কাজ। আর এর কাফ্ফারা হল তা পুঁতে ফেলা (বা পরিষ্কার করা)। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٩٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأى فِيْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُزَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৯৪. হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মসজিদের কিব্লার দিকের দেয়ালে থুথু অথবা নাকের ময়লা অথবা কফ দেখে তা ঘষেঘষে তুলে ফেললেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٩٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ » أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৯৫. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পেশাব বা ময়লা আবর্জনা মসজিদের মর্যাদা ও পবিত্রতার পরিপন্থী। মসজিদ হল আল্লাহর স্মরণ করার ও কুরআন তিলাওআতের স্থান অথবা (বর্ণনাকারী সন্দেহ) যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন। (মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ الْخُصُوْمِ فِيْ الْمَسْجِدِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِيْهِ وَنَشْدِ الضَّالَّةِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْاِجَارَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُعَامَلاَتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে ঝগড়া বিবাদ করা, উচ্চস্বরে আওয়াজ করা বা কথা বলা, হারানো জিনিস খোঁজ করা, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ইত্যাদি লেন-দেন করা মাকরূহ।

١٦٩٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِيْ الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لاَرَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, কেউ যদি শোনে কোন ব্যক্তি হারানো জিনিস মসজিদের মধ্যে খুঁজছে, তাহলে সে বলবে ঃ আল্লাহ যেন তোমার জিনিস ফেরত না দেন। মসজিদ এ কাজের জন্য বানানো হয়নি। (মুসলিম)

١٦٩٧- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِيْ الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا : لاَ أَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا : لاَرَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৬৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কোন ব্যক্তি মসজিদের ভিতরে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখ, তখন বলবে ঃ আল্লাহ তোমার ব্যবসাকে লাভজনক না করুন। আর যখন তোমরা দেখবে কোন ব্যক্তি তার হারানো জিনিস মসজিদের মধ্যে খুঁজছে, তখন বলবে ঃ আল্লাহ যেন তোমার জিনিস ফেরত না দেন। (তিরমিযী)

١٦٩٨– وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِيْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৯৮. হযরত হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে হারানো জিনিস খুঁজছিল। সে বলল, কে লাল বর্ণের উটের প্রতি আহ্বান জানালে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমার উট পাবে না। যে উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী করা হয় সে উদ্দেশ্যেই তৈরী করা হয়েছে। (মুসলিম)

١٦٩٩– وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِيْ الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ ضَالَّةٌ أَوْ يُنْشَدَ فِيْهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৬৯৯. হযরত আমর ইব্‌ন শু'আইব (পিতা থেকে, দাদা থেকে) (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে, হারানো জিনিস খোঁজ করতে এবং কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

١٧٠٠– وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ فِيْ الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِيْ رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَذْهَبْ فَائْتِنِيْ بِهٰذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا ؟ فَقَالاَ: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ! رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৭০০. হযরত সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ সাহাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি মসজিদে ছিলাম। এক ব্যক্তি আমাকে পাথর নিক্ষেপ করল। তাকিয়ে দেখি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) তিনি বললেন ঃ যাও, এই দুই ব্যক্তিকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি লোক দু'জনকে তাঁর কাছে ডেকে আনলাম। তিনি বললেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? তারা বলল ঃ আমরা তায়েফের বাসিন্দা। হযরত উমার (রা) বললেন ঃ তোমরা যদি শহরের অধিবাসী হতে তাহলে আমি তোমাদের শাস্তি দিতাম। কেননা তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলছ। (বুখারী)

بَابُ نَهْى مَنْ أَكَلُ ثُوْمًا أَوْ بَصَلاً أَو كُرَاثاً أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيْهَةٌ عَنْ دُخُوْلُ الْمَسْجِدِ قَبْلِ زَوَالِ رَائِحَتِهِ الاَّضَرُوْرَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ পিঁয়াজ, রসুন এবং অনুরূপ কোন দুগন্ধযুক্ত জিনিস খাওয়ার পর দুর্গন্ত দূর হওয়ার পূর্বে বিনা প্রয়োজনে মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ।

١٧٠١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : « مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِيَ الثُّوْمَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « مَسَاجِدَنَا ».

১৭০১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে এই সব্জি অর্থাৎ রসুন জাতীয় কিছু খাবে সে যেন মসজিদে কাছেও না আসে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় 'মাসাজিদানা-আমাদের মসজিদ' শব্দ আছে।

١٧٠٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّا وَلاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭০২. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে এই জাতীয় সব্জি খাবে সে যেন আমাদের কাছে না আসে এবং আমাদের সাথে নামায না পড়ে"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٠٣- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثُ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ ».

১৭০৩. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি রসুন অথবা পিঁয়াজ খাবে সে যেন আমাদের থেকে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে"। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তি পিয়াজ, রসুন অথবা গো-রসুন খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। কেননা যে সব জিনিসে মানুষ কষ্ট পায়, তাতে ফিরিশ্‌তাগণও কষ্ট পান।

١٧٠٤– وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيْ خُطْبَتِهِ : ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُوْنَ شَجَرَتَيْنِ مَا أُرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيْثَتَيْنِ : الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيْحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِيْ الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيْعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭০৪. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এক জুমু'আর নামাযের দিন খুত্‌বা দিলেন। তিনি তার খুত্‌বায় বললেন ঃ অতঃপর হে লোক সকল! তোমরা দু'টি সব্জি খেয়ে থাক। আমার দৃষ্টিতে ও দু'টো খারাপ জিনিস। তা হলো ঃ পিঁয়াজ-রসুন। আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে কোন লোকের মুখ থেকে এর গন্ধ পেলে তাকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। তাকে মসজিদ থেকে বের করে বাকী নামক কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হত। তাই যে ব্যক্তি এই দু'টো জিনিস খেতে চায় সে যেন রান্না করে গন্ধ দূর করে নেয়। (মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ الْإِحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন ইমামের খুত্‌বার সময় হাঁটুর সাথে পেট মিলিয়ে বসা মাকরূহ।

١٧٠٥– عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৭০৫. হযরত মু'আয ইব্‌ন আনাস আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুত্‌বার সময় পেটের সাথে দুই হাঁটু মিলিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشَرَ ذِيْ الْحَجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُّضَحِّيَ عَنْ اَخْذِ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ الظِّفَارِ حَتَّى يُضَحِّيَ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করার সংকল্প করেছে তার জন্য যিল-হজ্জের প্রথম দশদিন অর্থাৎ দশ তারিখ সকালে কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত নখ-চুল কাটা নিষেধ।

١٧٠٦– عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِيْ الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭০৬. হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির কাছে কুরবানীর পশু রয়েছে এবং সে তা কুরবানী করতে মনস্থ করেছে যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা দিলে কুরবানী না করা পর্যন্ত সে যেন নিজের চুল এবং নখ না কাটে। (মুসলিম)

بَابُ نَهِى عَنِ الْحَلْفِ بِمَخْلُوْقٍ كَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالسَّمَاءِ وَالْاَبَادِ وَالْحَيَاةِ وَالرُّوْحِ وَالرَّأْسِ وَحَيَاةِ السُّلْطَانِ وَنِعْمَةِ السُّلْطَانِ وَتَرْبَةِ فُلاَنَ وَالْاَمَانَةِ وَهِىَ مِنْ اَشَدِّهَا نَهْياً

অনুচ্ছেদ ঃ সৃষ্টির নামে শপথ করা নিষেধ। কোন সৃষ্টজীব বা বস্তুর নামে শপথ করা জায়িয নয়। যেমন ঃ নবী-রাসূল, ফিরিশ্‌তা, কা'বা ঘর, আসমান, পিতা, দাদা, জীবন, রূহ্, মাথা ইত্যাদির নাম করে শপথ করা এবং অনুরূপ সুলতান বা সম্রাটের দান, অমুকের কবর, আমানত বা বিশ্বস্ততার শপথ করা। এসবের উল্লেখ করে শপথ করা কঠোরভাবে নিষেধ।

١٧٠٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ أَوْ لِيَصْمُتْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ فِىْ الصَّحِيْحِ « فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللّٰهِ أَوْ لِيَسْكُتْ »

১৭০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষের নামে শপথ করতে নিষেধ করছেন। কাউকে শপথ করতে হলে সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে কিংবা চুপ থাকে। (বুখারী ও মুসলি)

সহীহ বুখারীর অপর বর্ণনায় আছে ঃ "কাউকে শপথ করতে হলে সে যেন শুধুমাত্র আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে"।

١٧٠٨- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ تَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِى وَلاَ بِآبَائِكُمْ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭০৮. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা কোন দেব-দেবী অথবা বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষের নামে কখনও শপথ করবে না"। (মুসলিম)

١٧٠٩- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا ». حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

১৭০৯. হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে শুধু আমানতের বিশ্বস্ততা উল্লেখ করে কসম করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। এটি সহীহ হাদীস। ইমাম আবু দাঊদ সহীহ সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٧١٠- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৭১০. হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি এভাবে শপথ করে যে, আমি ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট তার কথা যদি মিথ্যা হয় তবে সে মিথ্যাবাদী। আর যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয় তবে সে ইসলামের মধ্যে নিরাপদ ফিরে আসতে পারবে না। (আবু দাঊদ)

١٧١١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ : لَا وَالْكَعْبَةِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৭১১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন। সে বলেছে কা'বার শপথ। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ কর না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করে, সে কুফরী অথবা শিরক করে।" ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।

بَابُ تَغْلِيْظِ الْيَمِيْنِ الْكَاذِبَةِ عَمْدًا

অনুচ্ছেদ ঃ স্বেচ্ছায় মিথ্যা শপথ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

١٧١٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ » قَالَ :

ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً [آل عمران : ٧٧] إِلَى آخِرِ الآيَةِ : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে লাভ করার জন্য মিথ্যা শপথ করল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলবে যে, আল্লাহ্ তার প্রতি চরমভাবে অসন্তুষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথার সমর্থনে আমাদের সামনে কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেনঃ .... إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ

(অর্থ) "যারা আল্লাহর সাথে করা প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথসমূহ সামান্য মূল্যের (পার্থিব স্বার্থের) বিনিময়ে বিক্রি করে, পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নির্দিষ্ট নেই। কিয়ামতের দিন না আল্লাহ্ তাদের সমাথে কথা বলবেন; না তাদের প্রতি চেয়ে দেখবেন; আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। বরং তাদের জন্য কঠিন ও কষ্টকর শাস্তি রয়েছে"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৭) (বুখারী ও মুসলিম)

١٧١٣- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭১৩. হযরত আবু উমামা ইয়াস ইব্‌ন সা'লাবা আল-হারিসী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ(প্রাপ্য নষ্ট) করল; আল্লাহ্ তার জন্য দোযখ অবশ্যম্ভাবী করে দেন এবং জান্নাত হারাম করে দেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সেটা যদি সাধারণ জিনিস হয় ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ সেটা পিলু গাছের ছোট শাখা হলেও। (মুসলিম)

١٧١٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « اَلْكَبَائِرُ : اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : « اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ » قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « اَلْيَمِيْنُ

الْغُمُوْسُ » قُلْتُ : وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ ؟ قَالَ : « اَلَّذِىْ يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنٍ هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ.

১৭১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহ হল আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতামাতাকে কষ্ট দেয়া, মানুষ খুন করা এবং মিথ্যা শপথ করা। (বুখারী)

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে ঃ এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কবীরা গুনাহ কি কি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে শিরক করা। লোকটি বলল, তারপর কোনটি ? তিনি বললেন ঃ মিথ্যা শপথ করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিথ্যা শপথ কি ? তিনি বলনে ঃ যে শপথের দ্বারা কোন মুসলমানের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়।

بَابُ نُدْبِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَّفْعَلَ ذَلِكَ الْمَحْلُوْفَ عَلَيْهِ ثُمْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِيْنِه

অনুচ্ছেদ ঃ কোন লোক কোন একটি কাজের শপথ গ্রহণ করল। অতঃপর এর চেয়েও উত্তম কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হল। এরূপ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উত্তম কাজটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং পরে শপথ ভংগের কাফ্ফারা আদায় করলেই চলবে।

١٧١٥- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَائْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭১৫. হযরত আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ যদি তুমি কোন বিষয় শপথ করার পর তার চেয়ে উত্তম বিষয় দেখতে পাও তাহলে উত্তম কাজটিই করবে এবং তোমার কসম ভংগের কাফ্ফারা আদায় করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧١٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭১৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিষয় কসম করল এবং পরে এর চেয়েও উত্তম কিছু করার সুযোগ দেখতে পেল। এরূপ ক্ষেত্রে সে কসম ভংগ করে তার কাফ্ফারা আদায় করবে এবং অপেক্ষাকৃত ভাল কাজটি করবে। (মুসলিম)

١٧١٧- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنِّىْ وَاللّٰهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَأَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭১৭. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম! আল্লাহ চাহে ত আমি এমন কোন শপথ করব না যে শপথ করার পর পরে অপেক্ষাকৃত ভাল কাজের সুযোগ দেখি; তবে আমি আমার শপথ ভংগ করে তার কাফ্ফারা আদায় করব এবং অপেক্ষাকৃত ভাল কাজটি করব। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧١٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِىْ يَمِيْنِهِ فِىْ أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْطِىَ كَفَّارَتَهُ الَّتِىْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যদি তোমাদের কেউ শপথ করে নিজের পরিবারের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন থাকে এবং সে শপথ ভংগ করে কাফ্ফারা আদায় না করে তবে সে তার প্রতি ফরয কাফ্ফারা আদায় না করার চেয়েও বেশী গোনাহগার হবে"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْعَفْوِ عَنْ لَغْوِ الْيَمِيْنِ وَأَنَّهُ لاَ كَفَّارَةَ فِيْهِ وَهُوَ مَا يَجْرِى عَلَى اللِّسَانِ بِغَيْرِ قَصْدِ الْيَمِيْنَ كَقَوْلِهِ عَلَى الْعَادَةَ لاَ وَاللّٰهِ وَبَلَى وَاللّٰهِ نَحْوَ ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ অর্থহীন শপথসমূহ ক্ষমারযোগ্য। এ জাতীয় শপথ ভংগ করাতে কোক কাফ্ফারা আদায় করতে হয় না। এই শপথগুলো এমন ধরনের যা অভ্যাসবশতঃ শপথ করার ইচ্ছা ছাড়াই মুখে এসে যায়। যেমন, সচরাচর কথাবার্তা বলার সময় আল্লাহর কসম, 'খোদার শপথ' ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوْا أَيْمَانَكُمْ [المائدة : ٨٩]

"তোমরা যেসব অর্থহীন শপথ করে থাক, আল্লাহ্ সেজন্য তোমাদের পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তোমরা বুঝে শুনে যে সব শপথ কর সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই তোমাদের পাকড়াও করবেন। (এ ধরনের শপথ ভংগের) কাফ্ফারা হচ্ছে ঃ দশজন মিস্কীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো যা তোমরা নিজেদের পরিবার পরিজনদের খাইয়ে থাক। অথবা তাদেরকে কাপড় দান করা কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। যে ব্যক্তির এগুলো করার সামর্থ নেই, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটাই হচ্ছে তোমাদের শপথ ভংগের কাফ্ফারা। তোমাদের শপথের সংরক্ষণ কর। আল্লাহ এভাবেই তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশসমূহ সুস্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করেন। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"। (সূরা মায়িদা ঃ ৮৯)

١٧١٩– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ فِيْ قَوْلِ الرَّجُلِ : لاَ وَاللّٰهِ ، وَبَلَى وَاللّٰهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৭১৯. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যখন এ আয়াত নাযিল হল, "তোমরা যেসব অর্থহীন শপথ করে থাক আল্লাহ সে জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।"-এই আয়াতটি কোন লোকের 'না', আল্লাহর শপথ 'হাঁ, 'খোদার শপথ' ইত্যাকার শপথ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (বুখারী)

بَابُ كَرَاهَةِ الْحَلْفِ فِيْ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সত্য শপথ করাও উচিত নয়।

١٧٢٠– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « اَلْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "বিক্রি করার সময় অধিক শপথ বেশী বিক্রয়ের কারণ হতে পারে; কিন্ত তা উপার্জনের বরকত নিঃশেষ করে দেয়"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٢١– عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِيْ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭২১. হযরত আবু কাতাদা (রা.) খেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ "তোমরা কোন বস্তু বিক্রয়ের সময় অতিরিক্ত শপথ করা থেকে বিরত থাক। কেননা, এতে যদিও বিক্রি বেশী হয় বরকত ধ্বংস হয়ে যায়"। (মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ أَنْ يَسْأَلَ الْإِنْسَانُ بِوَجْهِ اللّٰهِ غَيْرَ الْجَنَّةِ وَكَرَاهَةَ مَنْعِ مَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَتَشْفَعَ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর নামে দোহাই দিয়ে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করা মাকরূহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কোন কিছু চায় তাকে বঞ্চিত করা এবং আল্লাহর নামে সুফারিশ করলে বঞ্চিত করা মাকরূহ।

١٧٢٢- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللّٰهِ إِلاَّ الْجَنَّةُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৭২২. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহর দোহাই দিয়ে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া ঠিক নয়"। (আবূ দাঊদ)

١٧٢٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَأَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ فَأَعْطُوْهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْنَهُ فَادْعُوْا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ » حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيْ بِأَسَانِيْدِ الصَّحِيْحَيْنِ.

১৭২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে আশ্রয় চায় তাকে আশ্রয় দান কর। যে আল্লাহর নাম নিয়ে কিছু চায় তাকে কিছু দাও। যে আল্লাহর নাম নিয়ে আহ্বান জানায় তার আহ্বানে সাড়া দান কর। যে ব্যক্তি তোমাদের জন্য কল্যাণকর কাজ করলো, তার প্রতিদান দাও। তার কাজের প্রতিদান দেয়ার মত কিছু না থাকলে তার জন্য ততক্ষণ দু'আ করতে থাক যতক্ষণ তোমার মনে প্রত্যয় সৃষ্টি না হয় যে তার প্রতিদান দিতে পেরেছ।

এটি সহীহ হাদীস। ইমাম আবু দাউদ ও নাসাঈ, বুখারী ও মুসলিম সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ تَحْرِيْمِ قَوْلِ شَاهَنْشَاهْ لِلسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ مَلِكُ الْمُلُوْكِ وَلاَ يُوْصَفُ بِذٰلِكَ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى

অনুচেছদ ঃ বাদশাহ বা কোন রাষ্ট্রনায়ককে - 'শাহেনশাহ' 'রাজাধিরাজ' বলে সম্বোধন করা বা উপাধি দেয়া হারাম। কেননা 'শাহেনশাহ' শব্দটির অর্থ 'মালিকুল মুলক" - সম্রাটদের সম্রাট। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে এই বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না।

١٧٢٤- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭২৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী সা.) বলেছেন ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যে শাহেনশাহর মত 'মালিকুল আম্‌লাক' বা 'রাজাধিরাজ' নাম গ্রহণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُخَاطَبَةِ الْفَاسِقِ وَالْمُتْبَدِعْ وَنَحْوُهُمَا بِسَيِّدِيْ وَنَحْوَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ফাসিক ও বিদ্'আতী ব্যক্তিকে সাইয়্যেদ বা অনুরূপ সন্মানসূচক সম্বোধনে ডাকা নিষেধ।

١٧٢٥- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَتَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكَ سَيِّدًا ، فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

১৭২৫. হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিককে 'সাইয়্যেদ' বলে সম্বোধন কর না। কেননা সে যদি সাইয়্যেদও হয় তবুও তাকে সাইয়্যেদ বলে তোমাদের মহান প্রভুকে অসন্তুষ্ট কর না। (আবু দাঊদ)

بَابُ كَرَاهَةِ سَبِّ الْحُمَّى

অনুচ্ছেদ ঃ জ্বরকে গালি দেয়া মাকরূহ।

١٧٢٦- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : « مَالَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيِّبِ تُزَفْزِفِيْنَ ؟ » قَالَتْ : اَلْحُمَّى لاَ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْهَا ! فَقَالَ : « لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭২৬. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুস সায়িব অথবা উম্মুল মুসাইয়াবের কাছে গিয়ে বলল ঃ হে উম্মুল সায়িব অথবা হে উম্মুল মুসাইয়াব! তোমার কি হয়েছে? তুমি কাপছ কেন? সে বলল, জ্বর হয়েছে তাই। আল্লাহ যেন জ্বরের ভাল না করেন। তিনি বললেন ঃ "জ্বরকে গালি দিও না। কেননা, জ্বর আদম সন্তানের গুনাহসমুহ দূর করে দেয় যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়"। (মুসলিম)

بَابَ النَّهِى عَنْ سَبِّ الرِّيْحِ وَبَيَانِ مَايُقَالُ عِنْدَ هُبُوْبِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ। বায়ু প্রবাহের সময় যা বলতে হয়।

١٧٢٧- عَنْ أَبِى الْمُنْذِرِ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ تَسُبُّوْا الرِّيْحَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ ، فَقُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১৭২৭. হযরত আবু মুনযির উবাই ইব্‌ন কা‘ব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। যখন তোমরা বাতাসকে তোমাদের ইচ্ছার বিরূদ্ধে দেখবে তখন বলবে ঃ হে আল্লাহ! আমরা এই বায়ু থেকে কল্যাণ চাই, এর মধ্যে যে কল্যাণ তা; এবং একে যে কল্যাণ সাধনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাও আমরা চাই। আর আমরা এই বায়ুর অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই। এর মধ্যে যে ক্ষতি নিহিত রয়েছে তা থেকে ; এবং একে যে ক্ষতি সাধনের জন্য হুকুম করা হয়েছে তা থেকে আশ্রয় চাই। (তিরমিযী)

١٧٢٨- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : الرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ تَأْتِىْ بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِى بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَلاَ تَسُبُّوْهَا وَسَلُوْا اللّٰهِ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৭২৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বাতাস আল্লাহর একটি রহমত। তা বখনও কল্যাণ ও অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে আসে ঃ আবার কখনও শাস্তির কারণ হয়ে দেখা দেয়। অতএব, তোমরা বাতাস দেখলে গালি দিও না। বরং আল্লাহর কাছে তা থেকে কল্যাণ পাওয়ার জন্য প্রর্থনা কর এবং অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় চাও। (আবূ দাউদ)

١٧٢٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭২৯. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে দেখতেন তখন এই বলে দু'আ করতেন। "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এই বাতাস থেকে কল্যাণ চাই; এর মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং যে কল্যাণ সহ এ বাতাস পাঠানো হয়েছে। তোমার কাছে আশ্রয় চাই এর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য, এর মধ্যে যে ক্ষতি রয়েছে তা থেকে এবং যে ক্ষতি সহ পাঠানো হয়েছে তা থেকেও।" (মুসুলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ سَبِّ الدِّيْكِ

অনুচ্ছেদ ঃ মোরগকে গালি দেওয়া মাকরূহ।

١٧٣٠- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَتَسُبُّوْا الدِّيْكَ ، فَإِنَّهُ يُوْقِظُ لِلصَّلاَةِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৭৩০. হযরত যায়িদ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কেননা, মোরগ নামাযের জন্য ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়। (আবূ দাঊদ)

بَابُ النَّهِي عَنْ قَوْلِ الْإِنْسَانِ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا

অনুচ্ছেদ ঃ 'অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে' মানুষের এমন কথা বলা নিষেধ।

١٧٣١- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِيْ إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ » قَالُوْا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ ، وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَالِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৩১. হযরত যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া নামক স্থানে আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। উক্ত রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। নামায শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমরা কি জান তোমাদের প্রভু কি বলেছেন ? সবাই বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন, আজ সকালে আমার বান্দাদের একাংশ আমার প্রতি ঈমান পোষণ করেছে আর এক অংশ কুফরী করেছে। যারা বলেছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায়

আমাদের জন্য বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাসী, তারকার প্রতি অবিশ্বাসী। আর যারা বলেছে, অমুক তারকার প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী, তারকার প্রতি বিশ্বাসী হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمُ قَوْلِهِ لِمُسْلِمٍ يَا كَافِرُ

অনুচ্ছেদঃ মুসলমানকে কাফির বলে সম্বোধন করা হারাম।

١٧٣٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইকে বলে, 'হে কাফির' তখন যে কোন একজনের উপর অবশ্যই কুফরী পতিত হবে। যাকে কাফির বলা হল সত্যিই যদি সে কাফির হয়ে থাকে তবে কোন কথা নেই। কিন্তু সে যদি তা না হয়ে থাকে তবে যে কাফির বলে সম্বোধন করলো তার ওপরই কুফরী পতিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٣٣- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللّٰهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৩৩. হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কেউ যদি কাউকে কাফির বলে সম্বোধন করে অথবা আল্লাহর দুশমন বলে ডাকে অথচ সে তা নয়, তবে কাফির কথাটা কথকের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهِيْ عَنْ الْفَحْشِ وَبِذَاءِ اللِّسَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ অশ্লীল ও অশ্রাব্য কথা বলা নিষেধ।

١٧٣٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيِّ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৭৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী, ভৎর্সনাকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীলভাষী ও বদমেজাজী হতে পারে না। (তিরমিযী)

١٧٣٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا كَانَ الْفُحْشُ فِيْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِيْ شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৭৩৫. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অশ্লীলতা যে কোন জিনিসকে খারাপ করে দেয় এবং লজ্জাশীলতা কোন জিনিসকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে। (তিরমিযী)

بَابُ كَرَاهَةِ التَّقْعِيْرِ فِي الْكَلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আলাপ-আলোচনায় জটিল বাক্য ব্যবহার মাকরূহ।

١٧٣٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ » قَالَهَا ثَلاَثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৩৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অতিশয়োক্তিকারীরা ধ্বংস হয়েছে। বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। (মুসলিম)

١٧٣٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْبَلِيْغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِيْ يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৭৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ সব অতিশয়োক্তিকারীদের ঘৃণা করেন যারা ঘাস চর্বণরত গরুর ন্যায় নিজেদের জিহ্বা জড়িয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে। (আবূ দাঊদ ও মুসলিম)

١٧٣٨- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৭৩৮. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নৈতিক দিক দিয়ে সর্বোত্তম, সেই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন সেই সর্বাপেক্ষা আমার নিকটতম হবে। আর

তোমাদের মধ্যে যে সকল লোক বাচাল, দুর্বোধ্য ভাষায় এবং অহংকারের সাথে কথা বলে তারা আমার কাছে সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন তারা আমার কাছ থেকে অনেক দূরে থাকবে। (তিরমিযী)

بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِهِ خَبُثَتْ نَفْسِي

অনুচ্ছেদ ঃ 'আমার আত্মা কুলষিত' এ ধরনের কথা বলা নিষেধ।

١٧٣٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلٰكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسِي » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৩৯. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন নিজের সম্পর্কে এ কথা না বলে, 'আমার আত্মা কূলষিত হয়ে গিয়েছে'। বরং এরকম বলতে পারে 'আমার আত্মা কঠিন হয়ে গিয়েছে'। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرَمًا

অনুচ্ছেদ ঃ ইনাব'কে (আংগুর) 'কারম' বলা অপসন্দনীয়।

١٧٤٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَتُسَمُّوْا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ الْمُسْلِمُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা 'ইনাব'কে (আংগুর) 'কারম' বল না। কেননা কেবলমাত্র মুসলমানই 'কারম' হতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٤١- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَتَقُوْلُوْا الْكَرْمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا : الْعِنَبُ، وَالْحَبَلَةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৪১. হযরত ওয়ায়েল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আংগুর ফলকে 'কারম' বল না। বরং ইনাব (আঙ্গুর) ও হাবালা (আঙ্গুরের লতা-গুল্ম) বল। (মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ وَصْفِ مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ لِرَجُلٍ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى ذٰلِكَ لِغَرْضٍ شَرْعِيٍّ كَنِكَاحِهَا وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের সামনে মেয়েদের শারীরিক সৌন্দর্য বর্ণনা করা নিষেধ। কোন শরীয়ত সম্মত কারণ বা প্রয়োজন ছাড়া পুরুষ লোকদের সামনে কোন নারীর শারীরিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়া নিষেধ। তবে বিয়ে-শাদী বা এ জাতীয় কোন প্রয়োজনে শারীরিক গঠন প্রকৃতির বর্ণনা দেয়া যায়।

١٧٤٢– عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :
« لاَتُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নারী যেন তার অনাবৃত শরীর অন্য কোন নারীর অনাবৃত শরীরের সাথে না লাগায়। এবং সে যেন তার শারীরিক সৌন্দর্য নিজের স্বামীর সামনে এরূপভাবে বর্ণণা না করে যেন সে তাকে দেখছে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ إِنْ شِئْتَ بَلْ يَجْزِمُ بِالطَّلَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা কর, এভাবে দু'আ করা মাকরূহ। বরং ঐকান্তিক নিয়ে চাওয়ার মধ্যে পাওয়ার আশা থাকতে হবে।

١٧٤٣– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :
« لاَيَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ إِنْ شِئْتَ : اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ إِنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « وَلٰكِنْ لِيَعْزِمْ ، وَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ.

১৭৪৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন একথা বলে দু'আ না করে, "হে আল্লাহ, তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে ক্ষমা কর! হে আল্লাহ! তুমি ইচছা করলে আমার প্রতি রহম কর বরং দৃঢ়তা সহকারে দু'আ করবে। কেননা তাঁর ওপর কারো জোর বা প্রভাব খাটে না। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অন্য বর্ণণায় আছে ঃ পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আগ্রহ সহকারে এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে দু'আ করতে হবে। কেননা আল্লাহ বান্দাকে যা দেন তা তার কাছে বিরাট কিছু নয়।

١٧٤٤– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلاَ يَقُوْلَنَّ : اَللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِيْ فَإِنَّهُ لاَمُسْتَكْرِهَ لَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৪৪. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ দু'আ করবে তখন পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ়তা সহকারে দু'আ করবে। কেউ যেন এরূপ না বলে, হে আল্লাহ ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে দাও। কেননা আল্লাহর উপর কারো জোর বা প্রভাব খাটে না বা কাউকে কিছু দেয়া তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلَانٌ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে অন্য ইচ্ছা মিলানো ঠিক নয়।

١٧٤٥- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لَاتَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلَانٌ ، وَلٰكِنْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৭৪৫. হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন কথা এভাবে বল না যে আল্লাহ যা চান এবং অমুক যা চান সেভাবেই হবে। বরং এভাবে বল, আল্লাহর ইচ্ছা অতঃপর অমুকের ইচছা। (আবূ দাঊদ)

بَابُ كَرَاهَةِ الْحَدِيْثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামায আদায়ের পরেও কথা বলা মাকরূহ।

وَالْمُرَادُ بِهِ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ يَكُوْنُ مُبَاحًا فِيْ غَيْرِ هٰذَا الْوَقْتِ ، وَفِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سَوَاءٌ ، فَأَمَّا الْحَدِيْثُ الْمُحَرَّمُ أَوِ الْمَكْرُوْهُ فِيْ غَيْرِ هٰذَا الْوَقْتِ ، فَهُوَ فِيْ هٰذَا الْوَقْتِ أَشَدُّ تَحْرِيْمًا وَكَرَاهَةً. وَأَمَّا الْحَدِيْثُ فِي الْخَيْرِ كَمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ وَحِكَايَاتِ الصَّالِحِيْنَ ، وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَالْحَدِيْثُ مَعَ الضَّيْفِ ، وَمَا طَالِبِ حَاجَاةٍ وَنَحْوَ ذٰلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ فِيْهِ ، بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ ، وَكَذَا الْحَدِيْثُ لِعُذْرٍ وَعَارِضٍ لَا كَرَاهَةَ فِيْهِ ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ عَلَى كُلِّ مَا ذَكَرْتُهُ.

ইমাম নববী (র) বলেন ঃ এর অর্থ হল যে সব সাধারণ কথাবার্তা অন্যান্য সময়ও জায়েয এবং যেসব কথাবর্তা বলা বা না বলা উভয়ই সমান, এমন সব বাক্যালাপ এশার নামাযের পর অপসন্দনীয়। আর যে সব কথা অন্যান্য সময়ে বলা বা আলোচনা করা হারাম বা মাকরূহ, এশার পর বলা তা আরো কঠোরভাবে হারাম বা মাকরূহ। কিন্তু কল্যাণকর কথা বলা মাকরূহ নয় বরং যেমন ঃ ইসলামী বিষয়ে আলোচনা ,মনীষীদের জীবন কথা আলোচনা করা, উন্নত নৈতিক বিষয়ের আলোচনা ও শিক্ষাদান, অতিথির সাথে বাক্যলাপ, কোন প্রয়োজনে আসা ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা এবং এধরনের অন্যান্য বিষয়াদি। অনুরূপভাবে কোন প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা বা বিপদে পড়ে কথা বলা মাকরূহ নয়। উল্লেখিত বিষয়গুলোর সমর্থনে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে।

١٧٤٦– عَنْ أَبِى بَرْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৪৬. হযরত আবু বুরদা (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথা বলা অপসন্দ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٤٧– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْعِشَاءَ فِىْ آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : « أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৪৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ দিকে একবার আমাদের এশার নামায পড়ালেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেন ঃ "আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমাদের কি কিছু জানা আছে ? যারা আজকে পৃথিবীতে জীবিত আছে একশ' বছর পর তাদের কেউ আর অবশিষ্ট (জীবিত) থাকবে না"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٤٨– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ أَنْتَظَرُوْا النَّبِىَّ ﷺ فَجَاءَهُمْ قَرِيْبًا مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَصَلَّى بِهِمْ يَعْنِىْ الْعِشَاءَ ، قَالَ : ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ : « أَلاَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا ثُمَّ رَقَدُوْا وإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِىْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৭৪৮. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার তাঁরা (সাহাবীগণ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অপেক্ষা করলেন। তিনি প্রায় অর্ধ রাতের সময় আসলেন এবং অতঃপর তাঁদের সাথে এশার নামায পড়লেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ অতঃপর তিনি আমাদের সামনে বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন ঃ "জেনে রাখ, অনেক লোক নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু তোমরা যতক্ষণ নামাযের জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ নামাযের মধ্যেই ছিলে"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِ الْمَرْأَةِ مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا إِذَا دَعَاهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ شَرْعِيٌّ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে শরী'য়াত সম্মত কারণ ছাড়া স্ত্রীর বিছানায় আসতে অস্বীকার করা হারাম।

١٧٤٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে স্ত্রী যদি তা অস্বীকার করে আর এ কারণে স্বামী যদি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফিরিশ্তারা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য নফল রোযা রাখা নিষেধ।

١٧٥٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৫০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য নফল রোযা রাখা হালাল নয়। তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী অন্য লোককে তার ঘরে আসার অনুমতি দিতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيمِ رَفْعِ الْمَأْمُوْمِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ أَوْ السُّجُوْدِ قَبْلَ الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের আগে মুক্তাদীর রূকু-সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠানো নিষেধ।

١٧٥١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ! أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৫১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে রুকু ও সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠাবে তখন কি এ ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথা গাধার মাথার ন্যায় করে দেবেন অথবা তার আকৃতি গাধার ন্যায় করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ فِيْ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা মাকরূহ।

١٧٥٢– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِيْ الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৫২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَنَفْسُهُ تَتَوَقُ إِلَيْهِ أَوْ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ وَهُمَا الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ

অনুচ্ছেদ ঃ খাবার হাযির হলে এবং খাবারের প্রতি আগ্রহ থাকলে কিংবা আকর্ষণ অনুভব করলে, তখন খাবার রেখে নামায পড়া মাকরূহ। অনুরূপভাবে পেশাব পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায পড়া মাকরূহ।

١٧٥٣– عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৫৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ "খাবার হাযির হলে তা রেখে নামায পড়বে না। অনুরূপভাবে দুই খবসের অর্থাৎ পেশাব পায়খানার বেগ চেপে নামায পড়বে না"। (মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِيْ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো নিষেধ।

١٧٥٤– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِيْ صَلَاتِهِمْ ! فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِيْ ذٰلِكَ حَتَّى قَالَ : « لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذٰلِكَ ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ ! » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৭৫৪. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের কি হল যে তারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে তাকায় ? হযরত আনাস (রা.) বলেন, তিনি এ ব্যাপারে আরো কঠোরভাবে কথাটি বললেন। এমনকি তিনি বললেন ঃ "লোকেরা যেন অবশ্যই এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি শক্তিকে ছিনিয়ে নেয়া হতে পারে"। (বুখারী)

بَابُ كَرَاهَةِ الْإِلْتِفَاتِ فِيْ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ বিনা প্রয়োজনে নামাযরত অবস্থায় এদিক সেদিক তাকানো মাকরূহ।

١٧٥٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِيْ الصَّلَاةِ فَقَالَ : « هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৭৫৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযরত অবস্থায় এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এটা শয়তানের একঠি ছোবল। সে বান্দার নামায থেকে এভাবে ছোবল মেরে কিছু অপহরণ করে"। (বুখরী)

١٧٥٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِيْ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِيْ الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِيْ التَّطَوُّعِ لَا فِيْ الْفَرِيْضَةِ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৭৫৬. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেনঃ নামাযরত অবস্থায় এদিক সেদিক তাকানো থেকে বিরত থাক। কেননা নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকানো একটি বিপর্যয়। যদি ডানে বামে তাকানো ছাড়া উপায় না থাকে তবে নফল নামাযে তা কর, কিন্তু ফরয নামাযে এরূপ করা যাবে না। (ইমাম তিরমিযী)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরের দিকে করে মুখ করে নামায পড়া নিষেধ।

١٧٥٧- عَنْ أَبِيْ مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « لَا تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৫৭. হযরত আবু মারসাদ কুন্নায ইব্‌ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "তোমরা কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়বে না এবং কবরের উপর বসবেও না"। (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّىْ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত নিষেধ।

١٧٥٨– عَنْ أَبِىْ الْجُهَيْمِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » قَالَ الرَّاوِىُّ : لاَ أَدْرِىْ قَالَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِيْنَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৫৮. হযরত আবুল জুহাইম আবাদুল্লাহ ইব্ন হারিস ইব্ন সিমাহ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী যদি জানত এতে কি পরিমাণ গুনাহ হয়; তবে সে নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা অপেক্ষা চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকে কল্যাণকর মনে করত। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছরের কথা বলেছেন তা আমার মনে নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابَ كَرَاهَةِ شُرُوْعِ الْمَأْمُوْمِ فِىْ نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوْعِ الْمُؤَذِّنِ فِىْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ سَوَاءٌ كَانَتِ النَّافِلَةُ سُنَّةَ تِلْكَ الصَّلاَةِ أَوْ غَيْرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মুয়ায্যিন যখন ফরয নামাযের জামাতের জন্য ইকামত দেয় তখন মুক্তাদীদের জন্য সুন্নাত অথবা নফল নামায পড়া মাকরূহ।

١٧٥٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৫৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন নামাযের ইকামত বা তাক্বীর দেয়া হয়; তখন ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাবে না। (মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ تَخْصِيْصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ أَوْ لَيْلَةٍ بِصَلاَةٍ مِنْ بَيْنِ الَّيَالِى

অনুচ্ছেদ ঃ শুধুমাত্র জুমু'আর দিনকে রোযার এবং জুমু'আর রাতকে নফল নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া মাকরূহ।

١٧٦٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَتَخُصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِىْ ، وَلاَ تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِىْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৬০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ রাতসমুহের মধ্যে শুধুমাত্র জুমু'আর রাতকে নফল ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করো না। আবার দিনসমুহের মধ্য থেকে শুধুমাত্র জুমু'আর দিনকে নফল রোযার জন্য নির্দিষ্ট করো না। তবে তোমাদের কারো রোযা অভ্যাসবশতঃ যদি জুমু'আর দিনে পড়ে যায় তাহলে ভিন্নকথা। (মুসলিম)

١٧٦١- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ « لاَ يَصُوْمَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যেন শুধু জুমু'আর দিন রোযা না রাখে। বরং তার আগে অথবা পরের একদিন মিলিয়ে রোযা রাখবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٦٢- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৬২. হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি জাবির (রা.)-কে এ মর্মে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি শুধু জুমু'আর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٦٣- وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِىَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : « أَصُمْتِ أَمْسِ؟ » قَالَتْ : لاَ ، قَالَ : « تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَصُوْمِىْ غَدًا ؟ » قَالَتْ : لاَ ، قَالَ : « فَأَفْطِرِىْ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৭৬৩. হযরত উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক জুমু'আর দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে এলেন। সে দিন তিনি রোযা রেখেছিলেন। নবী (স.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে? জুয়াইরিয়া (রা.) বললেন, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে আজকের রোযা ভংগ কর। (বুখারী)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْوِصَالِ فِيْ الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ‘সাওমে বিসাল’–উপর্যুপরি রোযা রাখা নিষেধ।

١٧٦٤– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৬৪. হযরত আবু হুরায়রা ও আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে সাওমে বিসাল (উপর্যুপরি রোযা) করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٦٥– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ . قَالُوْا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ : « إِنِّيْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৬৫. হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওমে বিসাল বা পানাহার না করে উপর্যুপরি কয়েকদিন রোযা করতে নিষেধ করেছেন। সাহাবাগণ (রা.) বললেন ঃ আপনি ‘সাওমে বিসাল’ করেন? তিনি বলেনঃ আমি তোমাদের মত নই। আমাকে পানাহার করানো হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْجُلُوْسِ عَلَى قَبْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর বসা হারাম।

١٧٦٦– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৬৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন লোক জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসে এবং তাতে তার কাপড় পুড়ে চামড়ায়ও লেগে যায় (চামড়াও পুড়ে যায়); তবুও তা তার জন্য কবরের ওপর বসার চেয়ে উত্তম। (মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيْصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবর পাকা করা ও গম্বুজ নির্মাণ নিষেধ।

١٧٦٧– عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৬৭. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর পাকা করা, কবরের উপর বসা এবং এর উপর কোন রকম নির্মাণ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

بَابُ تَغْلِيْظِ تَحْرِيْمِ إِبَاقِ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসের তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

١٧٦٨– عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৬৮. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ক্রীতদাস তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে গেল, তার ব্যাপারে ইসলামের যিম্মাদারীও শেষ হয়ে গেল। (মুসলিম)

١٧٦٩– وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : « إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৬৯. হযরত জাবির (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী স.) বলেছেন ঃ গোলাম যখন পলায়ন করে তখন তার নামায কবুল হয় না। (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ الشَّفَاعَةِ فِى الْحُدُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ দণ্ড কার্যকর না করার সুপারিশ করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (النور : ٢)

"যিনাকারী ও যিনাকারিণী উভয়কে একশ' ঘা করে বেত্রদণ্ড দাও। আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়া অনুকম্পা না জাগে যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের উভয়ের শাস্তি কার্যকর করা প্রত্যক্ষ করে"। (সূরা নূর ঃ ২)।

١٧٧٠– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالُوْا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ تَعَالَى ؟ » ثُمَّ قَامَ

فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَايْمُ اللّٰهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৭০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মাখযুমী বংশের যে মহিলাটি চুরি করেছিল তার ব্যাপারটা কুরাইশদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। তারা বলাবলি করছিল ব্যাপারটি নিয়ে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়পাত্র। তিনি ছাড়া এ কাজ করার মত সাহস কেউ পাবে না। হযরত উসামা (রা.) তাঁর সাথে কথা বললে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি মহান আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর করার বিরুদ্ধে সুপারিশ করছ? তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন, বক্তৃতা করলেন এবং বললেন ঃ "তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত। আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তাহলে তার হাতও কেটে দিতাম"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهِي عَنِ التَّغَوُّطِ فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ وَظِلِّهِمْ وَمَوَارِدِ الْمَاءِ وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ সর্বসাধারণের যাতায়াতের রাস্তায়, গাছের ছায়ায় এবং পানির ঘাট ইত্যাদিতে পায়খানা করা নিষেধ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا (الأحزاب : ٥٨)

"যারা ঈমানদার নারী পুরুষকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা একটা অতি বড় মিথ্যা দোষ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে"। (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৮)

١٧٧١– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « اتَّقُوْا اللَّاعِنَيْنِ » قَالُوْا وَمَا اللَّاعِنَانِ ؟ قَالَ : « الَّذِيْ يَتَخَلَّى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِيْ ظِلِّهِمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৭১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। দু'টি অভিশাপ আনয়নকারী জিনিস থেকে দূরে থাক। সাহাবাগণ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অভিশাপ আনয়নকারী দু'টি জিনিস কি? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি লোকদের যাতায়াতপথে অথবা (রাস্তা) গাছের ছায়ায় পায়খানা করে। (মুসলিম)

بَابُ النَّهِيِّ عَنْ الْبَوْلِ وَنَحْوَهُ فِيْ الْمَاءِ الرَّاكِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব ইত্যাদি করা নিষেধ।

١٧٧٢- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِيْ الْمَاءِ الرَّاكِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৭২. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيْلِ الْوَالِدِ بَعْضَ أَوْلَادِهِ عَلَى بَعْضٍ فِيْ الْهِبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ উপহার দেয়ার বেলায় সন্তানদের মধ্যে কাউকে অগ্রাধিকার দেয়া ঠিক নয়।

١٧٧٣- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنِّيْ نَحَلْتُ ابِيْ هَذَا غُلَامًا كَانَ لِيْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: « أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ » فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «فَأَرْجِعْهُ ». وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « اتَّقُوْا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا فِيْ أَوْلَادِكُمْ » فَرَجَعَ أَبِيْ ، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « يَا بَشِيْرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ » قَالَ : لَا، قَالَ : « فَلَا تُشْهِدْنِيْ إِذًا فَإِنِّيْ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ». وَفِيْ رِوَايَةٍ « لَا تُشْهِدْنِيْ عَلَى جَوْرٍ ». وَفِيْ رِوَايَةٍ : « أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِيْ ! » ثُمَّ قَالَ : « أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُوْنُوْا إِلَيْكَ فِيْ الْبِرِّ سَوَاءً ؟ » قَالَ : بَلَى ، قَالَ : « فَلَا إِذًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৭৩. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, আমি আমার এই ছেলেকে আমার একটি গোলাম দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি তোমার সব ছেলেকে এর মত করে গোলাম দিয়েছ? তিনি বললেন, না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ গোলামটি ফেরত নিয়ে নাও। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি কি সব ছেলেকে

এভাবে দিয়েছ? তিনি বললেন, না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ মহান আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর। নু'মান (রা.) বললেন, আমার পিতা বাড়িতে ফিরে এসে উপহারটি ফেরত দিলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাদের প্রত্যেককেই কি এভাবে উপহার দিয়েছ? তিনি বললেন, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাহলে আমাকে সাক্ষী করো না। কেননা আমি যুলুমের সাক্ষী হতে পারি না। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ আমাকে যুলুমের সাক্ষী করো না। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এর সাক্ষী রাখ। তারপর তিনি বললেন ঃ তুমি কি চাও যে তোমার সব সন্তান তোমার সাথে সদাচারণ করুক ? তিনি বললেন হ্যাঁ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তাহলে এরূপ করো না। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ إِحْدَاءِ الْمَرْأَةِ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুতে নারীদের তিন দিনের অতিরিক্ত শোক পালন করা হারাম। শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

١٧٧٤- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا أَبُوْ سُفْيَانَ ابْنُ حَرْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةُ خَلُوْقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ : وَاللّٰهِ مَالِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ : « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » قَالَ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا ، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللّٰهِ مَالِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ : « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ».
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৭৪. হযরত যায়নব বিনতে আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা.) পিতা আবু সুফিয়ান ইব্ন হারব (রা.)-এর মৃত্যুর পর আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি হলুদ রং বা অন্য কোন রঙের সুগন্ধি আনতে বললেন এবং তা এক বাঁদী লাগিয়ে দিল। অতঃপর তিনি তা নিজের গালে লাগালেন। তারপর বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমার সুগন্ধির কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে তার পক্ষে কোন মৃত্যুর জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা জায়িয নয়। শুধুমাত্র স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে হবে। হযরত যায়নব (রা.) বলেন ঃ এরপর আমি যায়নব বিনতে জাহাশ (রা.) ভাই ইন্তিকাল করতে তাঁর কাছে গেলাম। তিনিও সুগন্ধি চেয়ে নিয়ে তা মাখলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্র কসম! কোন খুশবুর প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে তার পক্ষে মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা জায়েয নয়। শুধু স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِيْ وَتَلَقِّى الرُّكْبَانِ وَالْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَالْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ أَوْ يَرُدَّ

অনুচ্ছেদ ঃ শহরবাসীর গ্রামবাসীর পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে দেয়া। শহরে বসবাসকারী ব্যক্তি (দালাল বসিয়ে) যেন গ্রাম্য ব্যক্তির পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে না দেয়। তেমনিভাবে একজনের বলা মূল্যের উপর দিয়ে যেন অন্যজন মূল্য না বলে। অনুমতি ছাড়া একজনের বিয়ের প্রস্তাবের উপর দিয়ে অন্যজন যেন আবার প্রস্তাব না পাঠায়। এসব কাজ হারাম।

١٧٧٥- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৭৫. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন শহরের লোককে গ্রাম্য লোকের কোন জিনিস বিক্রি করে দিতে নিষেধ করেছেন। এমনকি সে যদি তার সহোদর ভাই হয় তবুও না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٧٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ تَتَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে (বাজারে পৌঁছার আগেই) ব্যবসায়ী কাফিলার কাছ থেকে মাল-পত্র কিনে নিও না। (দ্রব্য-সামগ্রী বাজারে পৌঁছতে দাও)। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٧٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لاَ تَتَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لَهُ طَاوُوْسٌ : مَا قَوْلُهُ : لاَيَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لاَ يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সামনে অগ্রসর হয়ে ব্যবসায়ী কাফিলার কাছ থেকে দ্রব্য-সামগ্রী খরিদ করবে না। কোন শহরবাসী কোন গ্রামবাসীর জিনিসপত্র বিক্রি করে দেবে না। তাউস (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন শহরবাসী কোন গ্রামবাসীর দ্রব্য-সামগ্রী বেচে দেবে না একথার অর্থ কি? তিনি বললেন, এর অর্থ হল ঃ দালাল হয়ে গ্রামবাসীকে ঠকাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٧٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِيْ إِنَائِهَا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ : نَهَى : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّى وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহরের অধিবাসীকে গ্রাম্য লোকের পক্ষ হয়ে কোন দ্রব্য বিক্রি করতে, ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য জিনিসের দাম বৃদ্ধি করে বলতে, একজনের বলা মূল্যের ওপর মূল্য বলতে, একজনের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর অন্যজন প্রস্তাব দিতে এবং কোন নারীর অংশ ভোগ করার জন্য স্বামীর কাছে তার মুসলিম বোনের তালাকের প্রার্থী হতে নিষেধ করেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন ঃ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে মিলিত হতে; মুহাজির ব্যক্তি গ্রাম থেকে আগত ক্রেতার জন্য কিছু ক্রয় করতে; কোন নারীকে তার অন্য মুসলিম বোনকে তালাক দেয়ার শর্ত লাগাতে এবং ক্রয়ের ইচ্ছা ব্যতীত কোন জিনিসের দর করে মূল্য বাড়াতে বা দালালী করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো নিষেধ করেছেন ঃ মূল্য বৃদ্ধি করে ক্রেতাকে ধোঁকা দিতে এবং পশুর বাঁটে দুধ আটকে রেখে ক্রেতাকে প্রতারিত করতে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٧٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لاَيَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের একে অপরের ক্রয়ের উপর যেন ক্রয় না করে এবং অনুমতি ছাড়া একজনের বিয়ের প্রস্তাবের উপর অন্য জন যেন প্রস্তাব না দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٨٠- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « الْمُؤْمِنُ أَخُوْ الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৮০. হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভাই। তাই কোন মু'মিনের জন্য তার অপর কোন মু'মিন ভাইয়ের ক্রয়ের উপর ক্রয় করা হালাল নয়। আর পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত অপর ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর বিয়ের প্রস্তাব দেবে না। (মুসলিম)

بَابُ النَّهِي عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ فِيْ غَيْرِ وَجُوْهِهِ الَّتِيْ أَذِنَ الشَّرْعُ فِيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ শরয়ী কারণ ছাড়া সম্পদ বিনষ্ট করা নিষেধ।

١٧٨١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا : فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৮১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস পসন্দ করেন এবং তিনটি জিনিস অপসন্দ করেন। তিনি যে তিনটি জিনিস তোমাদের জন্য পসন্দ করেন তা হল ঃ তোমরা তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। এবং সবাই মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জু (দীন ইসলাম) আঁকড়ে ধরবে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে না। তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস অপসন্দ করেছেন ঃ সমালোচনা অথবা শুনা কথায় কান দেয়া, অধিক প্রশ্ন করা অথবা অধিক চাওয়া এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করা। (মুসলিম)

١٧٨٢- وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيْرَةُ فِيْ كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ : « لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ

وَلاَيَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ « كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوْقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدِ الْبَنَاتِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৮২. হযরত ওয়াররাদ (মুগীরার সেক্রেটারী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) আমাকে দিয়ে মু'আবিয়া (রা.) নামে একটি চিঠি লিখালেন, তার মধ্যে ছিল ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে বলতেন ঃ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সব কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে। সব প্রশংসা তাঁরই জন্য তিনি প্রতিটি বিষয়ে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! তুমি কিছু দিতে চাইলে কেউ তা ঠেকানোর মত নেই আর তুমি না দিতে চাইলে কেউ তা দেয়ার মত নেই। কোন মর্যাদাবানের মর্যাদা তোমার কাছে কোন উপকারে আসে না"। তিনি তাঁকে চিঠিতে আরো লিখলেন, নবী (সা.) অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা বলতে, সম্পদ নষ্ট করতে এবং অধিক চাওয়া নিষেধ করেছেন। তিনি মাকে কষ্ট দিতে; কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দিতে এবং যুলুমের মাধ্যমে কোন কিছু অর্জন করতেও নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْإِشَارَةِ إِلَى مُسْلِمٍ بِسْلاَحٍ وَنَحْوِهِ سَوَاءٌ كَانَ جَادًا أَوْ مَازِحًا وَالنَّهْيِ عَن تَعَاطِ السَّيْفِ مَسْلُوْلاً

অনুচ্ছেদ ঃ জেনে বুঝেই হোক বা হাসি-ঠাট্টা করেই হোক কোন মুসলমানের প্রতি তরবারি বা অস্ত্র দ্বারা ইশারা করা নিষেধ। অনুরূপ কারো হাতে উন্মুক্ত তরবারি তুলে দেয়াও নিষেধ।

١٧٨٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَيُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِىْ يَدِهِ فَيَقَعَ فِىْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ : « مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزِعَ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ ».

১৭৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন নিজের মুসলমান ভাইয়ের প্রতি হাতিয়ার দ্বারা ইশারা না করে। কেন না, বলা যায় না শয়তান তাকেই হাতিয়ার বের করার কারণ বানাতে পারে। (আর এভাবে মানুষ মারার কারণে) সে দোযখের গর্তে পতিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ হযরত আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কেউ তার মুসলমান ভাইয়ের দিকে কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা ইংগিত করে তবে সে যতক্ষণ পর্যন্ত উহা ফেলে না দেয় ততক্ষণ ফিরিশ্‌তারা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। এমনকি যদি সে তার সহোদর ভাই হয়, তবুও।

١٧٨٤– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلاً ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৭৮৪. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কারো হাতে) উলঙ্গ তরবারি বের করে দিতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ كَرَاهَةِ الْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ إِلاَّ بِعُذْرٍ حَتَّى يَصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ওযর ছাড়া আযানের পর ফরয নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া মাকরূহ।

١٧٨٥– عَنْ أَبِيْ الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِيْ فَأَتْبَعَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৮৫. হযরত আবুশ্‌ শা'সা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদা আমরা আবু হুরায়রা (রা.) সাথে মসজিদে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে মুয়ায্‌যিন আযান দিলে এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে চলে যেতে লাগল। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। অবশেষে লোকটি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বললেন ঃ এই ব্যক্তি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাফরমানী করল। (মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ বিনা কারণে সুগন্ধি দ্রব্য ফিরিয়ে দেয়া মাকরূহ।

١٧٨٦– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيْحِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৮৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কারো সামনে সুগন্ধি পেশ করা হলে সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা তা ওজনে হাল্‌কা এবং সুগন্ধিতে সুরভিত। (মুসলিম)

١٧٨٧– وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৭৮৭. হযরত ইব্‌ন আনাস মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুগন্ধি ফিরিয় দিতেন না। (বুখারী)

بَابُ كَرَاهَةِ الْمَدْحِ فِيْ الْوَجْهِ لِمَنْ خَيْفَ عَلَيْهِ مُفْسِدَةٌ مِنَ إِعْجَابَ وَنَحْوَهُ وَجَوَازَهُ لِمَنْ أَمَنَ ذَلِكَ فِيْ حَقِّهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির সামনে তার প্রশংসা করা মাকরূহ। কোন লোকের সামনে তার প্রশংসা করা হলে যদি ঐ ব্যক্তির দ্বারা ফিত্‌না-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার বা তার মধ্যে অহংবোধ জাগার সম্ভাবনা থাকে, তবে তার সামনে প্রশংসা করা খারাপ। তবে এজাতীয় কিছু ঘটার আশংকা না থাকলে সামনা-সামনি প্রশংসায় কোন ক্ষতি নেই।

١٧٨٨– عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِى عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِيْ المِدْحَةَ فَقَالَ : « أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৮৮. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি প্রশংসা করতে শুনলেন। সে তার প্রশংসায় অতিশয়োক্তি করছিল। তিনি বললেন ঃ "তোমরা ধ্বংস করলে, তোমরা ঐ ব্যক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٨٩– وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « وَيْحَكَ ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ » يَقُوْلُهُ مِرَارًا « إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيْبُهُ اللّٰهِ وَلاَ يُزَكِّى عَلَى اللّٰهِ أَحَدٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৮৯. হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক ব্যক্তির কথা উঠলে অন্য এক ব্যক্তি তার প্রশংসা করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমার ধ্বংস হোক! চুপ থাক! তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় কর্তন করলে। কথাটা তিনি কয়েকবার বললেন। যদি তোমাদের কেউ কারো প্রশংসা করতেই চায়, তাহলে বলবে, আমি অমুক লোককে এইরূপ এইরূপ মনে করি, যদি সে তার ধারণায় ঐ রূপই হয়। তবে আল্লাহ-ই তার প্রকৃত হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ কারো ভাল হওয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٩٠- وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِي وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৯০. হযরত ইব্ন হারিস ও মিকদাদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত উসমান (রা.) প্রশংসা করছিল। তখন মিকদাদ (রা.) হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন এবং তার মুখমণ্ডলে কংকর নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন। হযরত উসমান (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি ব্যাপার? উত্তরে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যখন তোমরা কাউকে মুখে ওপর প্রশংসা করতে দেখ, তখন তাদের মুখমন্ডলে মাটি নিক্ষেপ কর"। (মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ الْخُرُوْجِ مِنْ بَلَدٍ وَقَعَ فِيْهَا الْوَبَاءِ فِرَارًا مِنْهُ وَكَرَاهَةِ الْقُدُوْمِ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহামারীগ্রস্ত জনপদ থেকে ভয়ে পালানো কিংবা বাইরে থেকে সেখানে যাওয়া মাকরূহ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

أَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ
(النساء : ٧٨)

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন সর্বাবস্থায়ই মৃত্যু তোমাদেরকে গ্রাস করবেই। তোমরা যদি সুদৃঢ় প্রাসাদের মধ্যেই থাক না কেন, সেখানেও মৃত্যু তোমাদের অনুসরণ করবে"। (সূরা নিসা ঃ৭৮)

وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة : ١٩٥)

"(আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় কর) নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না"। (সুরা বাকারা ঃ ১৯৫)

١٧٩١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ ابْنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ لِيْ عُمَرُ : ادْعُ لِيَ المُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوْا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : خَرَجْتَ لِأَمْرٍ ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ : ارْتَفِعُوْا عَنِّيْ ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوْا سَبِيْلَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاخْتَلَفُوْا كَاخْتِلَافِهِمْ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوْا عَنِّيْ ، ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِيْ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلَانِ ، فَقَالُوْا : نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ ، وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ ، فَنَادَى عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ النَّاسِ : إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ ، فَأَصْبِحُوْا عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ! وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَهُ ، نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ إِلَى قَدَرِ اللّٰهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ ، فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ ، إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ ؟ قَالَ : فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِيْ بَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِيْ مِنْ هٰذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالَى عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَانْصَرَفَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) সিরিয়া যাচ্ছিলেন। তিনি যখন 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন সেনাবাহিনীর

অফিসারগণ অর্থাৎ আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ্ (রা.) ও তাঁর সাথীরা এসে উমারের সাথে মিলিত হলেন। তাঁরা তাঁকে জানালেন, সিরিয়ায়ও মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন; তখন হযরত উমার (রা.) আমাকে বললেন ঃ সর্বপ্রথম হিজরতকারী মুহাজিরদেরকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তিনি তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং বললেন, সিরিয়ায় মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। একদল বললেন, আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে বের হয়েছেন; ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। অন্যরা বললেন, আপনার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী এবং আরো অনেকে রয়েছেন। তাঁদেরকে নিয়ে মহামারীগ্রস্ত এলাকায় যাওয়া ঠিক হবে না। হযরত উমার (রা.) বললেন, তোমরা উঠে যাও। অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসকে বললেন ঃ আনসারদেরকে ডাক। আমি তাদেরকে ডেকে আনলাম। তিনি তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন, তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অনুসরণ করলেন। তাঁদের মতই আনসারগণও সিদ্ধান্ত নিতে মতভেদ করলেন। হযরত উমার (রা.) বললেন ঃ তোমরা আপাতত আমার কাছ থেকে চলে যাও। অতঃপর তিনি বললেন, কুরাইশ মুহাজিরদের মধ্যে যাঁরা মক্‌কা বিজয়ে শরীক হয়েছিল তাঁদেরকে ডাক। আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তাঁদের মধ্যে দুইজন লোকও মতভেদ করেননি। সবাই এক বাক্যে বললেন ঃ লোকদের নিয়ে মহামারী আক্রান্ত এলাকায় না গিয়ে রবং ফিরে যাওয়াকেই আমরা যুক্তি-যুক্ত মনে করি। হযরত উমার (রা.) ঘোষণা করলেন ঃ আমি সকাল বেলা রওয়ানা হব। লোকেরা যখন সকাল বেলা রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ্ (রা.) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাক্‌দীর থেকে আপনি পলায়ন করছেন? হযরত উমার (রা.) বললেন ঃ হে আবু উবায়দা! তুমি ছাড়া অন্য কেউ যদি এরূপ কথা বলত তবে উপযুক্ত মনে করতাম। কিন্তু হযরত উমর (রা.) আবু উবায়দার এই ভিন্ন মত ভাল মনে করলেন না। যাই হোক, তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ আমরা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাক্‌দীর থেকে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাক্‌দীরের দিকে পলায়ন করছি। দেখ! তোমার কাছে যদি উট থাকে তা নিয়ে কোন মাঠ বা উপত্যকায় তুমি চরাতে যাও আর সেই উপত্যকায় যদি দু'টো অংশ থাকে একটি সবুজ-শ্যামল এবং অপরটি মরুময় ও ঘাষ-পাতাহীন। এখন বল দেখি! যদি তুমি সবুজ-শ্যামল অংশে উট চরাও তবে কি তা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাক্‌দীর হবে না? অথবা ঘাষ-পাতাহীন অংশে যদি তোমার উট চরাও তাও কি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাক্‌দীর নয়? আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ ইতিমধ্যে আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা.) এসে হাযির হলেন। কোন প্রয়োজনে তিনি এতক্ষণ অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা আছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন তোমরা কোন এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়ার খবর পাবে, তখন সে এলাকার দিকে পা বাড়াবে না। অপর দিকে, কোন এলাকায় মহামারী দেখা দিয়েছে এবং তোমরা সেখানেই আছ, এই অবস্থায় তোমরা সেখান থেকে পলায়ন করবে না। এই হাদীস শুনে হযরত উমার (রা.) আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করলেন এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٩٢- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُوْنَ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيْهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا مِنْهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৯২. হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন ঃ "তোমরা কোন এলাকায় মহামারীর কথা শুনলে সেখানে যেও না। অন্য দিকে, কোন এলাকায় মহামারীর প্রার্দুভাব হয়েছে এবং তোমরা সেখানে আছ এমতাবস্থায় তোমরা সেখান থেকে বেরিয়ে এসো না"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِيْ تَحْرِيْمِ السِّحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাদুবিদ্যা শেখা ও প্রয়োগ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ الآيَة

(البقرة : ١٠٢)

"শয়তান সুলাইমানের রাজত্বের নাম করে যা পেশ করছিল তারা সে সব জিনিসের অনুসরণ করতে শুরু করল। অথচ সুলাইমান কখনও কুফরীর পথ অবলম্বন করেননি। বরং শয়তানই কুফরী করেছে। তারা লোকদেরকে যাদু শিক্ষা দিত"। (সূরা বাকারা ঃ ১০২)।

١٧٩٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ » قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : « اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৯৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ৭টি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে দূরে থাক। সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ গুলো কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করা, যাদু, যে জীবনকে হত্যা করা আল্লাহ্‌ হারাম করেছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং পবিত্র চরিত্রের অধিকারী সহজ সরল মু'মিন স্ত্রীলোকদের প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهِيِّ عَنِ الْمُسَافِرَةِ بِالْمُصْحَفِ إِلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعَهُ بِأَيْدِي الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুদের হস্তগত হওয়ার ভয় থাকলে কুরআন শরীফ নিয়ে কাফিরদের আবাস ভূমিতে সফর করা নিষেধ।

١٧٩٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : « نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৯৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুদের (কাফির) দেশে কুরআন শরীফ নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَإِنَاءِ الْفِضَّةِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالطَّهَارَةِ وَسَائِرَ وُجُوْهُ الْاِسْتِعْمَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ পানাহার, পবিত্রতা অর্জন ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা হারাম।

١٧٩٥- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « إِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَهِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ ».

১৭৯৫. হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে যেন নিজের পেটে দোযখের আগুন ভর্তি করে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে ঃ "যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করে"।

١٧٩٦- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ ، وَالشُّرْبِ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ : « هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « لَا تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ ، وَلَا تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا ».

১৭৯৬. হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে এবং সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য এবং আখিরাতে তোমাদের জন্য। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ রেশমী বস্ত্র পরিধান করো না; সোনা-রূপার পাত্রে পান করো না এবং ঐ ধাতুর তৈরি প্লেটেও আহার করো না।

١٧٩٧- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ الْمَجُوْسِ فَجِيْءَ بِفَالُوْذَجٍ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمْ يَأْكُلْهُ فَقِيْلَ لَهُ حَوِّلْهُ فَحَوَّلَهُ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ خَلَنْجٍ وَجِيْءَ بِهِ فَأَكَلَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১৭৯৭. হযরত আনাস ইব্‌ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-এর সাথে অগ্নি উপাসকদের একটি দলের সংগে ছিলাম। রূপার থালায় করে এক প্রকারের হালুয়া আনা হল। কিন্তু তিনি তা খেলেন না। পরিবেশককে বলা হল এটা পরিবর্তন করে আন। পাত্র পরিবর্তন করে তা আবার পরিবেশন করা হলে তিনি তা খেলেন। (বায়হাকী)

بَابُ تَحْرِيْمِ لُبْسِ الرَّجُلِ ثَوْبًا مُزَعْفَرًا

অনুচ্ছেদ ঃ জা'ফরান দ্বারা রং করা কাপড় পুরুষদের জন্য হারাম।

١٧٩٨- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِىُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৯৮. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদেরকে জা'ফরান দ্বারা রং করা পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٩٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى النَّبِىُّ ﷺ عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ : « أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهٰذَا ؟ » قُلْتُ : أَغْسِلُهُمَا ؟ قَالَ : « بَلْ أَحْرِقْهُمَا ».

وَفِىْ رِوَايَةٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ هٰذَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পরিধানে হলুদ রং-এর দু'খানা কাপড় দেখে জিজ্ঞেস করলেন; তোমার আম্মা কি তোমাকে এগুলো পরতে বলেছে? আমি বললাম, আমি কাপড় দু'খানা ধুয়ে ফেলব? তিনি বললেন ঃ বরং জ্বালিয়ে ফেল। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ তিনি বললেন ঃ এগুলো কাফিরদের পোশাক। সুতরাং এসব পোশাক পরবে না। (মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَمْتِ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাত পর্যন্ত সারা দিন অনর্থক চুপ করে থাকা নিষেধ।

١٨٠٠- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : « لاَيُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৮০০. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে এই কথাগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছি। (তিনি বলেছেন) ঃ বয়ঃপ্রাপ্ত বা বালিগ হওয়ার পর আর কেউ ইয়াতীম থাকে না এবং কোন দিন রাত পর্যন্ত অনর্থক নিরব থাকার কোন অর্থ নেই। (আবূ দাউদ)

١٨٠١- وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ دَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا : زَيْنَبُ فَرَاَهَا لاَ تَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ : مَالَهَا لاَ تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالُوْا : حَجَّتْ مُصْمِتَةً ، فَقَالَ لَهَا : تَكَلَّمِيْ فَإِنَّ هٰذَا لاَيَحِلُّ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮০১. হযরত কাসিম ইব্‌ন আবু হাযেম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আহমাস গোত্রের যয়নাব নাম্নী এক মহিলার কাছে গেলেন। তিনি দেখলেন সে কথাবার্তা বলছে না। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এর কি হয়েছে যে কথাবার্তা বলছে না? লোকেরা বলল; সে চুপচাপ থাকার সংকল্প করেছে। তিনি মেয়ে লোকটিকে বললেন ঃ কথাবার্তা বল। কেননা এভাবে চুপ থাকা জায়েয নয়। সে কথাবার্তা বলতে শুরু করল। (বুখারী)

بَابُ تَحْرِيْمِ انْتِسَابِ الْإِنْسَانِ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَتَوَلِّيْهِ غَيْرِ مَوَالِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রকৃত পিতা ছাড়া অন্যের পরিচয় দেয়া এবং ক্রীতদানের প্রকৃত মনিব ছাড়া অন্যের পরিচয় দেয়া হারাম।

١٨٠٢- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮০২. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের বাপ ছাড়া অন্য লোককে নিজের বাপ পরিচয় দেয়; অথচ সে জানে ঐ ব্যক্তি তার বাপ নয়, এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٠٣- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮০৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন ঃ "নিজেকে পিতার পরিচয় দিতে অনীহা বোধ করো না। যে ব্যক্তি নিজের পিতার পরিচয়ে অনীহা বোধ করল সে কুফরী করলো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٠٤- وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْكِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : لاَ وَاللّٰهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللّٰهِ وَمَا فِىْ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ ، فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيْهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيْهَا : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَو انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮০৪. হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন শারীক ইব্‌ন তারিক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি হযরত আলী (রা.)-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুত্‌বা (বক্তৃতা) দিতে দেখেছি। আমি তাকে বলতে শুনেছি ঃ না, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন) ছাড়া অন্য কোন কিতাব নেই, যা আমরা পাঠ করি আর এই সহীফার মধ্যে যা আছে। এরপর তিনি ঐ সহীফা খুলে ধরলেন। তার মধ্যে উটের বয়স সম্পর্কে বর্ণনা ছিল এবং কিছু দণ্ড ইত্যাদি সম্পর্কিত হুকুম ছিল। ভিতরে একথাও ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আইর পর্বত থেকে সাওর পর্বত পর্যন্ত মদীনার হেরেমের সীমানা। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সীমার মধ্যে কোন বিদ্'আতী কাজের প্রচলন করবে অথবা কোন বিদ্'আতী ব্যক্তিকে আশ্রয়

দেবে তার উপর আল্লাহ, সব ফিরিশ্‌তা এবং গোটা মানব জাতির লা'নত। আল্লাহ্ কিয়ামতে তার কোন তাওবা ও ফিদ্ইয়া কবুল করবেন না। সব মুসলমানের চুক্তি বা নিরাপত্তা প্রদান এক ও একক। সুতরাং তাদের একজন সাধারণ ব্যক্তিও এ চুক্তি ঠিক রাখার জন্য চেষ্টা করবে। কেননা যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাথে কৃত ওয়াদা নষ্ট করে তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্‌তা ও সকল মানুষের লা'নত। আল্লাহ্ কিয়ামতে তার কোন তাওবা বা ফিদ্ইয়া কবুল করবেন না। যে ব্যক্তি অন্য লোককে নিজের বাপ বলে দাবী করে অথবা যে ক্রীতদাস নিজের মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে অন্যের কাছে চলে যায় তার প্রতি আল্লাহ্, ফেরেশ্‌তা এবং সকল মানুষের লা'নত। আল্লাহ কিয়ামতে তার কোন তাওবা ও ফিদ্ইয়া কবুল করবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٠٥– وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللّٰهِ ، وَلَيْسَ كَذٰلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮০৫. হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি সজ্ঞানে অন্য লোককে নিজের বাপ বলে পরিচয় দিল সে কুফ্‌রী করল। যে ব্যক্তি অন্য লোকের জিনিসকে নিজের মালিকানাধীন বলে প্রকাশ করল সে আমাদের দলভুক্ত নয়। সে যেন দোযখে তার বাসস্থান তালাশ করে। যে ব্যক্তি কোন লোককে কাফির অথবা আল্লাহ্‌র শত্রু বলে ডাকে, অথচ সে এরূপ নয়, এ ক্ষেত্রে অপবাদটি তার নিজের ঘাড়েই চাপবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ التَّحْزِيْرِ مَنِ ارْتِكَابَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন সে কাজে জড়িত হওয়া সম্পর্কে কঠোর সাবধান বাণী।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (النور : ٦٣)

"রাসূলের হুকুম অমান্যকারীদের ভয় থাকা উচিৎ যে তারা কোন ফিতনায় জড়িয়ে পড়তে পারে কিংবা তাদের উপর কষ্টদায়ক আযাব আপতিত হতে পারে"। (সূরা নূর ঃ ৬৩)

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ (آل عمران : ٣٠)

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে সাবধান করছেন"। (সুরা আলে ইমরান ঃ ৩০)

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ (البروج : ١٢)

"নিঃসন্দেহে তোমার প্রভুর পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর"। (সূরা বুরূজ ঃ ১২)

وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ (هود : ١٠٢)

"তোমার প্রভু যখন কোন যালিম জনবসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও করা এমনটিই হয়ে থাকে। আসলে তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠোর ও পীড়াদায়ক"। (সূরা হূদ ঃ ১০২)

١٨٠٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَغَارُ وَغَيْرَةَ اللّٰهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮০৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আল্লাহর সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ হল ঃ তিনি যে সব জিনিস হারাম করেছেন কোন মানুষের তা করা। অর্থাৎ কোন মানুষ যখন নিষিদ্ধ কাজ করে তখন আল্লাহ্র মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ مَايَقُوْلُهُ وَيَفْعَلُهُ مَنِ ارْتَكَبَ مُنْهِيًّا عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কোন নিষিদ্ধ কজ করে বস্‌লে কি বলবে ও কি করবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ (حم السجدة : ٣٦)

"তোমরা যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনরূপ প্ররোচনা অনুভব কর তবে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর"। (সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দাঃ ৩৬)।

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ (الأعراف : ٢٠١)

"প্রকৃত যারা মুত্তাকী, তাদের অবস্থা হল, শয়তানের প্ররোচনায় কোন খারাপ খেয়াল যদি তাদের স্পর্শ করেও তবুও তারা সংগেসংগে সতর্ক ও সজাগ হয়ে যায়। এবং তাদের জন্য সঠিক ও কল্যাণকর পথ কোনটি তার তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়।" (সূরা আ'রাফ ঃ ২০১)

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللّٰهِ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ

يَعْلَمُوْنَ أُوْلٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ (آل عمران : ١٣٥ ، ١٣٦)

"আর তাদের অবস্থা এই যে, তাদের দ্বারা যদি কখনও কোন অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয় অথবা তারা কোন গুনাহ করে নিজেদের উপর যুলুম করে বসে তবে সংগে সংগেই তাদের আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়ে যায় এবং তারা তাঁর নিকট গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। কেননা, আল্লাহ্ ছাড়া গুনাহ মাফ করতে পারে এমন আর কে আছে? এসব লোক বুঝেশুনে অন্যায় কাজ বারবার করে না। এই লোকদের প্রতিফল তাদের প্রভুর কাছে নির্দিষ্ট রয়েছে, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাত তাদেরকে দান করবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহিত হয়। আর সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। যারা নেক্ কাজ করে তাদের প্রতিফল কতই না সুন্দর। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫, ১৩৬)

وَتُوْبُوْآ إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (النور : ١٣)

"হে ঈমানদারগণ তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা কর, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।" (সূরা নূর ঃ ৩১)।

١٨٠٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِىْ حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮০৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শপথ করে বলল, 'লাত' ও 'উয্যার' কসম, সে যেন বলে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু –আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই"। আর যে ব্যক্তি নিজের সংগীকে বলল, এসো জুয়া খেলি; সে যেন জুয়া না খেলে তার পরিবর্তে কিছু সাদাকা করে। (বুখারী ও মুসলিম)

كِتَابُ الْمَنْثُوْرَاتِ وَالْمُلَحِ

অধ্যায় ঃ বিবিধ ও আকর্ষণীয় বিষয়

بَابُ الْمَنْثُوْرَاتِ وَالْمُلَحِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিবিধ ও আকর্ষণীয় বিষয়।

١٨٠٨ عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيْهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِى طَائِفَةِ النَّخْلِ. فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذٰلِكَ فِيْنَا فَقَالَ : « مَا شَأْنُكُمْ ؟ » قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَّضْتَ فِيْهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِى طَائِفَةِ النَّخْلِ فَقَالَ : « غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِىْ عَلَيْكُمْ ؛ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيْكُمْ فَأَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيْجُ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ خَلِيْفَتِى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ ، كَأَنِّى أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ ، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ ، فَعَاثَ يَمِيْنًا وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللّٰهِ فَاثْبُتُوْا » قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا لُبْثُهُ فِى الْأَرْضِ ؟ قَالَ : « أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ » قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَذٰلِكَ الْيَوْمُ الذِىْ كَسَنَةٍ أَتَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلَاةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ : لاَ ، اقْدُرُوْا لَهُ قَدْرَهُ » قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِى الْأَرْضِ ؟ قَالَ : « كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ ، فَيَأْتِى عَلَى الْقَوْمِ ، فَيَدْعُوْهُمْ فَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًى وَأَسْبَغَهُ ضُرُوْعًا ،

وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ فَيَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُوْنَ مُمْحِلِيْنَ لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُوْلُ لَهَا : أَخْرِجِيْ كُنُوْزَكِ ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوْزُهَا كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ ، فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوْهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالَى الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرُ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِيْ إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِيْ طَرْفُهُ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَأْتِيْ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْمًا قَدْ عَصَمَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوْهِهِمْ ، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللّٰهُ تَعَالَى إِلَى عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِيْ لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ ، فَحَرِّزْ عِبَادِيْ إِلَى الطُّوْرِ . وَيَبْعَثُ اللّٰهُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُوْنَ مَا فِيْهَا ، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ : لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُوْنَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مَاءَةِ دِيْنَارٍ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى ، فَيُرْسِلُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِيْ رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُوْنَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ، إِلَى الأَرْضِ ، فَلاَ يَجِدُوْنَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ مَلأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى ، فَيُرْسِلُ اللّٰهُ تَعَالَى طَيْرًا كَأَعْنَاقِ

الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ ، فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ
مَطَرًا لاَ يُكِنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ ، فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا
كَالزَّلَقَةِ ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ : أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ
الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ ، وَيَسْتَظِلُّوْنَ يَفْحِفِهَا ، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى إِنَّ
اللِّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي
الْقَبِيْلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَمَاهُمْ
كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالَى رِيحًا طَيِّبَةً ، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ
رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ ؛ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ فِيْهَا تَهَارُجَ
الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮০৮. হযরত নাওয়াস ইব্‌ন সাম'আন (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'দাজ্জাল' সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি কখনও বিষয়টিকে অবজ্ঞার সুরে প্রকাশ করলেন আবার কখনও গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করলেন। এমন কি আমাদের ধারণ হল দাজ্জাল খেজুর বাগানের কোন এক স্থানে লুকিয়ে আছে। যখন আমরা তাঁর কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছিলাম তিনি আমাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সকাল বেলা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। আপনি তা অবজ্ঞাভরে এবং কখনও গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছিলেন। এতে আমাদের ধারণ হয়েছিল, সম্ভবত ঐ সময়ে দাজ্জাল খেজুর বাগানের কোথাও অবস্থান করছে। তিনি বললেন ঃ তোমাদের ব্যাপারে আমি দাজ্জালের ফিত্‌নার খুব একটা আশংকা করি না। যদি আমার উপস্থিতিতে সে আত্মপ্রকাশ করে তবে আমি নিজে তোমাদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াব। আর যদি আমার অবর্তমানে সে আত্মপ্রকাশ করে তবে প্রত্যেকে নিজেরাই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। মহান আল্লাহ্ আমার অবর্তমানে তোমাদের রক্ষক। দাজ্জাল ছোট কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট যুবক। তার চোখ হবে ফোলা। আমি তাকে আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কাতান সদৃশ মনে করি। যে ব্যক্তি তার সাক্ষাত পাবে সে যেন 'সূরা কাহফে'র প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তায় আত্মপ্রকাশ করবে। সে তার ডানে ও বায়ে হত্যা, ধ্বংস ও ফিত্‌না ফাসাদ ছড়াবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! অটল ও স্থির হয়ে থাক। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ রাসূল! সে কত সময় পৃথিবীতে বর্তমান থাকবে? তিনি বললেন ঃ চল্লিশ দিন। এর একদিন হবে, এক বছরের সমান, একদিন হবে এক মাসের সমান এবং একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান। অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের এই দিনের মতই দীর্ঘ হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে সেদিনে কি একদিনের নামাযই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি

বললেন ঃ না, বরং অনুমান করে নামাযের সময় ঠিক করে নিতে হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পৃথিবীতে দাজ্জাল কত দ্রুত গতি সম্পন্ন হবে? তিনি বললেন ঃ বায়ুতাড়িত মেঘের মত দ্রুত গতি সম্পন্ন হবে। সে এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তাদেরকে নিজের দিকে আহ্বান করবে। তারা তার প্রতি ঈমান আসবে এবং তার হুকুমের অনুসরণ করবে। সে আসমানকে নির্দেশ দেবে। আসমান তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। সে যমীনকে হুকুম দেবে এবং যমীন উদ্ভিদ উৎপাদন করবে। তাদের গৃহপালিত জন্তুগুলো সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবে। এগুলোর কূঁজ সুউচ্চ, দুধের বাঁটগুলো লম্বা এবং স্ফীত হবে। অতঃপর সে আর এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তাদেরকে নিজের দিকে আহ্বান করবে। তারা তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে। দাজ্জাল তাদের কাছ থেকে চলে যাবে। তারা অতি দ্রুত অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হবে। তাদের হাতে ধন-সম্পদ কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। দাজ্জাল এই বিধ্বস্ত এলাকা দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলবে, তোমার গচ্ছিত সম্পদরাজি বের করে দাও। সাথে সাথে সে এলাকার ধন-সম্পদ মধু মক্ষিকার মত তার অনুসরণ করবে। অতঃপর সে পূর্ণ বয়স্কা এক যুবককে আহ্বান করবে। (কিন্তু সে তাকে অস্বীকার করবে।) দাজ্জাল তাকে তরবারী দিয়ে দ্বিখন্ডিত করে ফেলবে। অতঃপর টুক্‌রা দু'টোকে পৃথকভাবে একটি তীরের পাল্লা পরিমাণ দূরত্বে রাখবে। অতঃপর সে ডাকবে এবং টুক্‌রো দু'টো চলে আসবে। তার চেহারা তখন প্রফুল্ল ও হাস্যময় হবে। ইত্যবসরে আল্লাহ্ তা'য়ালা মাসীহ্ ইব্‌ন মরিয়ম আলাইহিস্ সালামকে পাঠাবেন। তিনি দামেস্কের পূর্ব অংশে সাদা মিনারের উপরে হাল্‌কা জাফরানী (হলুদ) রং-এর কাপড় পরিহিত অবস্থায় ফিরেশ্‌তাদের কাঁধে ভর দিয়ে নেমে আসবেন। যখন তিনি মাথা নত করবেন তখন মনে হবে যেন তাঁর মাথায় মুক্তার মত পানির বিন্দু টপকাচ্ছে। যখন তিনি মাথা উঠাবেন তখনও তাঁর মাথা থেকে মুতির দানার মত ঝরছে বলে মনে হবে। যে কাফিরের গায়ে তাঁর নিঃশ্বাস লাগবে তার বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। (সাথে সাথে মরে যাবে)। তাঁর দৃষ্টি যতদূর যাবে তাঁর নিঃশ্বাসও ততদূর পৌছবে। তিনি দাজ্জালকে পিছু ধাওয়া করবেন এবং লুদ নামক স্থানে তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর ঈসা আলাইহিস্ সালাম ঐ সব লোকদের কাছে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে নিরাপদ রেখেছেন। তিনি তাদের চেহারা থেকে মলিনতা দূর করে দেবেন এবং জান্নাতে তাদের যে মর্যাদা হবে তা বর্ণনা করবেন। ইত্যবসরে মহান আল্লাহ হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের কাছে এই মর্মে নির্দেশ পাঠাবেন যে, আমি এমন একদল বান্দা পাঠিয়েছি যাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার শক্তি কারো হবে না। তুমি আমার এসব বান্দাকে নিয়ে তূর পাহাড়ে চলে যাও। এরপর মহান আল্লাহ্ ইয়াজূজ মাজূজের সম্প্রদায়কে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে আসবে। তাদের অগ্রবর্তী দলগুলো তাবারিয়া হ্রদের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। তারা এ হ্রদের সব পানি পান করে ফেলবে। তাদের পরবর্তী দলও এ এলাকা দিয়ে অতিক্রম করবে। তারা বলবে এখানে কোন এক সময় পানি ছিল। আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। এ সময় তাদের কাছে গরুর একটি মাথা এত মূল্যবান মনে হবে যেমন

বর্তমানে তোমরা একশ' দীনারকে মূল্যবান মনে কর। তখন আল্লাহ্‌র নবী হযরত ঈসা আলাইহিস্ সাল্লাম ও তাঁর সংগীরা (রা.) আল্লাহ্‌র কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (ইয়াজূজ-মাজূজ) প্রত্যেকের ঘাড়ে এক ধরণের কীট সৃষ্টি করে দেবেন। ফলে তারা সবাই একসাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সংগীগণ (রা.) পাহাড় থেকে জনপদে নেমে আসবেন। কিন্তু তারা পৃথিবীতে এক ইঞ্চি জায়গাও ইয়াজূজ মাজূজের লাশ ও এর দুর্গন্ধ ছাড়া খালি পাবেন না। অতঃপর আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সাহাবা (রা.) আল্লাহর কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বুখ্তী উটের কুঁজ সদৃশ পাখী পাঠাবেন। এসব পাখী লাশগুলোকে উঠিয়ে আল্লাহ যেখানে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেবেন সেখানে ফেলে দেবে। অতঃপর মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এমন বৃষ্টি পাঠাবেন যা প্রতিটি স্থান, তা মাটিরই হোক অথবা বালুর, ধুয়ে আয়নার মত পরিষ্কার করে দেবে। অতঃপর ভূমিকে বলা হবে ঃ তোমার ফল উৎপাদন কর এবং বরকত ফিরিয়ে নাও (এত বরকত, কল্যাণ ও প্রাচুর্য দেখা দেবে) একটি ডালিম খেয়ে পূর্ণ একটি দল পরিতৃপ্ত হবে এবং ডালিমের খোসাটি এত বড় হবে যে তার ছায়ায় তারা আশ্রয় নিতে পারবে। গবাদি পশুতেও এত বরকত দেয়া হবে যে একটি মাত্র দুধেল উটের দুধ হবে একটি বড় দলের জন্য যথেষ্ট। একটি দুধের গাভীর দুধ একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি দুধের বক্‌রী একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। এই সময়ে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র হাওয়া প্রবাহিত করবেন। এই বাতাস তাদের বগলের নিচে পর্যন্ত লাগবে। ফলে সমস্ত মু'মিন ও মুসলমানের রূহ্ কবজ হয়ে যাবে। শুধু খারাপ লোকেরাই বেঁচে থাকবে। তারা গাধার মত প্রকাশ্যে সহবাস করবে। তাদের বর্তমানেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (মুসলিম)

١٨٠٩- وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ أَنْطَلَقْتُ مَعَ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ حَدِّثْنِيْ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ الدَّجَّالِ قَالَ : « إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ وَأَمَّا الَّذِيْ يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِيْ الَّذِيْ يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ عَذْبٌ طَيِّبٌ » فَقَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ : وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮০৯. হযরত রিবয়ী ইব্‌ন হিরাশ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আবু মাসউদ আনসারীর সাথে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) কাছে গেলাম। আবু মাসউদ (রা.) তাঁকে বললেন ঃ আপনি দাজ্জাল সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যা শুনেছেন তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। কিন্তু লোকেরা যে পানি দেখবে তা আসলে জ্বলন্ত আগুন। আর লোকে তার সাথে যে আগুন দেখবে তা আসলে সুপেয় ঠাণ্ডা পানি। তোমাদের মধ্যে যে লোক সে যুগ

পাবে; সে যেন তার কাছে যে দিকটা আগুন বলে মনে হচ্ছে সেদিকে ঢুকে পড়ে। কেননা তা হবে প্রকৃতপক্ষে সুপেয় পানি। এ হাদীস শুনে আবু মাসঊদ (রা.) বললেন ঃ আমি ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨١٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِيْ أُمَّتِيْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ لاَ أَدْرِيْ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَرْبَعِيْنَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِيْنَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللّٰهُ تَعَالَى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ ، فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِيْ كَبِدِ جَبَلٍ ، لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِيْ خِفَّةِ الطَّيْرِ ، وَأَحْلاَمِ السِّبَاعِ لاَ يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا ، وَلاَ يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ، فَيَقُوْلُ : أَلاَ تَسْتَجِيْبُوْنَ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : فَمَا تَأْمُرُوْنَا ؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ ، وَهُمْ فِيْ ذٰلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصْغَى لِيْتًا وَرَفَعَ لِيْتًا ، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوْطُ حَوْضَ إِبِلِهِ فَيُصْعَقُ وَيُصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ أَوْ قَالَ : يُنْزِلُ اللّٰهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُوْلُوْنَ ثُمَّ يُقَالُ : أَخْرِجُوْا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ : مِنْ كَمْ ؟ فَيُقَالُ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ ؛ فَذٰلِكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ، وَذٰلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮১০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইবনুল আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর বলেছেন তা আমার মনে নেই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা ইব্‌ন মারিয়াম (আ.)-কে পাঠাবেন। তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বের করে হত্যা

করবেন। অতঃপর লোকেরা সাত বছর এমনভাবে কাটাবে যে দু'জনের মধ্যেও কোন রকম শত্রুতা থাকবে না। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ সিরিয়ার দিক থেকে একটি শীতল বাতাস প্রবাহিত করবেন। ফলে পৃথিবীর বুকে এমন কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না যার মধ্যে সামান্য পরিমাণ সৎকাজের আগ্রহ বা ঈমান আছে। বরং এ ধরনের সব লোকের রূহ কব্জ করে নেবে। এমনকি কোন লোক যদি পাহাড়ের গুহায় গিয়ে অবস্থান করে এই বায়ু সেখানে গিয়ে তার রূহ কব্য করবে। এরপর শুধু দুস্কৃতিকারীরাই বেঁচে থাকবে। তারা যৌনতা ও কুপ্রবৃত্তির বেলায় পাখির মত এবং যুলুম অত্যাচারের বেলায় হিংস্র জন্তুর মত হবে। তারা ভাল কাজ বলতে কিছুই জানবে না এবং খারাপ কাজ বলতে কোনটাই না করে ছাড়বে না। শয়তান মানুষের বেশ ধরে তাদের কাছে এসে বলবে ঃ তোমরা কি আমার কথা মানবে? তারা বলবে, তুমি আমাদের কি কাজ করতে বল? তখন শয়তান তাদেরকে মূর্তি পূজার হুকুম দেবে। মূর্তি পূজা চলাকালীন সময়ে তাদের খাদ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য চলতে থাকবে; জীবনটা অত্যন্ত বিলাসী ও আনন্দ উল্লাসময় হবে। অতঃপর শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। যে ব্যক্তিই শিংগার আওয়াজ শুনতে পাবে, সে ঘাড় বাঁকিয়ে সে দিকে তাকাবে এবং ঘাড় উঠাবে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি আওয়াজ শুনতে পাবে সে তখন তার উটের পানির চৌবাচ্চা পরিষ্কার করতে থাকবে। সে বেহুশ হয়ে পড়বে এবং তার আশে পাশের লোকজনও বেহুশ হয়ে যাবে। এরপর মহান আল্লাহ্ শিশির বিন্দুর ন্যায় বৃষ্টি পাঠাবেন। অথবা তিনি বলেছেন, মুষলধারে বৃষ্টি নাযিল করবেন। এর দ্বারা মানুষের শরীর গঠিত হয়ে উঠবে। পরে দ্বিতীয় বার শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং তখন সমস্ত মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখতে থাকবে। তখন বলা হবে ঃ হে মানুষেরা! তোমাদের প্রভুর কাছে এসো। এরপর (হুকুম দেয়া হবে) তাদেরকে দাঁড় করাও। কেননা তাদের পুংখানুপুংখরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এরপর বলা হবে ঃ এদের মধ্য থেকে দোযখের অংশটা বের করে ফেল। বলা হবে, কত সংখ্যক? বলা হবে, প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন (একজন মাত্র জান্নাতী)। এটাই সেই দিন; যেদিন তরুণ বালক বৃদ্ধ হয়ে যাবে। যে দিন সব কিছু স্পষ্ট করে তুলে ধরা হবে। (মুসলিম)

١٨١١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ ، إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّيْنَ تَحْرُسُهُمَا فَيَنْزِلُ بِالسَّبْخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ يُخْرِجُ اللّٰهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮১১. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মক্কা-মদীনা শরীফাইন ব্যতীত এমন কোন জনপদ অবশিষ্ট থাকবে না দাজ্জাল পদদলিত করবে না। এ দুই পবিত্র নগরীর প্রতিটি প্রবেশপথে ফিরিশ্তারা কাতারবন্দী হয়ে পাহারা দিতে থাকবে। দাজ্জাল 'সাবখাহ' নামক স্থানে এসে পৌঁছলে মদীনাতে তিনবার ভূমিকম্প হবে। এভাবে মহান আল্লাহ সমস্ত কাফির ও মুনাফিকদের মদীনা থেকে বের করে দিবেন। (মুসলিম)

١٨١٢- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُوْدِ أَصْبَهَانَ سَبْعُوْنَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮১২. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইয়াহূদী দাজ্জালের সাথে যোগদান করবে। এরা সবুজ রং-এর চাদর পরিহিত হবে। (মুসলিম)

١٨١٣- وَعَنْ أُمِّ شَرِيْكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : « لَيَنْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِيْ الْجِبَالِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮১৩. হযরত উম্মে শারীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ "দাজ্জালের ভয়ে মানুষ পাহাড় পর্বতের দিকে পলায়ন করবে"। (মুসলিম)

١٨١٤- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮১৪. হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ "হযরত আদম (আ.)-এর জন্ম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দাজ্জালের বিপর্যয় ও ফিত্‌নার চেয়ে বড় ফিত্‌না আর হবে না"। (মুসলিম)

١٨١٥- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَيَتَلَقَّاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ : إِلَى أَيْنَ تَعْمِدُ ؟ فَيَقُوْلُ : أَعْمِدُ إِلَى هٰذَا الَّذِيْ خَرَجَ، فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ : أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا ؟ فَيَقُوْلُ : مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ ! فَيَقُوْلُوْنَ : اقْتُلُوْهُ ، فَيَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوْا أَحَدًا دُوْنَهُ ، فَيَنْطَلِقُوْنَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هٰذَا الدَّجَّالُ الَّذِيْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؛ فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ ؛ فَيَقُوْلُ : خُذُوْهُ وَشُجُّوْهُ فَيُوْسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا ، فَيَقُوْلُ : أَوَمَا تُؤْمِنُ بِيْ ؟ فَيَقُوْلُ : أَنْتَ الْمَسِيْحُ الْكَذَّابُ ! فَيُؤْمَرُ بِهِ ، فَيُؤْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ

حَتَّى يُفْرَقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : قُمْ ، فَيَسْتَوِي قَائِمًا ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : أَتُؤْمِنُ بِي ؟ فَيَقُولُ : مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلاَّ بَصِيرَةً ... ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ ، فَيَجْعَلُ اللَّهُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوَتِهِ نُحَاسًا ، فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ فَيَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ » فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮১৫. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন ঃ দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করলে ঈমানদার লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার কাছে যাবে। তার সাথে দাজ্জালের প্রহরীদের দেখা হবে। তারা তাকে বলবে, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করছ? সে বলবে, আমি এই আবির্ভূত ব্যক্তির কাছে যেতে ইচ্ছা করছি। প্রহরীরা বলবে, আমাদের প্রভুর প্রতি কি তোমার ঈমান নেই? সে বলবে, আমাদের প্রভুর ব্যাপারে তো কোনরূপ গোপনীয়তা নেই। তারা বলবে, একে হত্যা কর। কিন্তু এদের মধ্যে কেউ কেউ বলাবলি করবে, তোমাদের প্রভু কি তোমাদেরকে তার অগোচরে কোন লোককে হত্যা করতে নিষেধ করেননি? তাই তারা তাকে দাজ্জালের কাছে নিয়ে যাবে। যখন মু'মিন ব্যক্তিটি দাজ্জালকে দেখবে, তখন বলবে ঃ হে লোক সকল। এই তো সেই দাজ্জাল, যার প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন। অতঃপর দাজ্জালের হুকুমে তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে। তার পেট ও পিঠ উন্মুক্ত করে পিটানো হবে আর বলা হবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান পোষণ কর না? উত্তরে মু'মিন ব্যক্তি বলবে ঃ তুমিই তো সেই মিথ্যাবাদী মাসীহ্ দাজ্জাল। অতঃপর তার নির্দেশে মু'মিন ব্যক্তির মাথার সিঁথি থেকে দু'পায়ের মধ্য পর্যন্ত করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হবে। দাজ্জাল তার দেহের এই দুই অংশের মধ্য দিয়ে এদিক থেকে ওদিকে যাবে। অতঃপর সে মু'মিন ব্যক্তির দেহকে সম্বোধন করে বলবে পূর্বের মত হয়ে যাও। তখন সে আবার পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। আবার সে বলবে, এখন কি তুমি আমার প্রতি ঈমান পোষণ কর? মু'মিন লোকটি বলবে ঃ তোমার সম্পর্কে এখন আমি আরো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার লাভ করলাম। সে লোকদেরকে ডেকে বলবে ঃ হে লোক সকল! আমর পর এ আর কারো কিছু করতে পারবে না। দাজ্জাল পুনরায় তাকে ধরে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু আল্লাহ তার ঘাড়কে গলার নিচের হাড় পর্যন্ত পিতলে মুড়িয়ে দেবেন। ফলে সে তাকে হত্যা করার আর কোন উপায় পাবে না। বাধ্য হয়ে সে তার হাত পা ধরে ছুঁড়ে ফেলবে। লোকেরা ধারণা করবে দাজ্জাল তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতে নিক্ষিপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

এই ব্যক্তি বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহ্‌র কাছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্তরের শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। (মুসলিম)

١٨١٦–وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَا سَأَلَ أَحَدٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ ؛ وَإِنَّهُ قَالَ لِيْ : « مَا يَضُرُّكَ ؟ » قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ : إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهْرَ مَاءٍ ! قَالَ : « هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮১৬. হযরত মুগীরা ইব্‌ন শুবা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ দাজ্জালের ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যত বেশি প্রশ্ন করেছি; অন্য কেউ তত প্রশ্ন করেনি। তিনি আমাকে বলেছেন, সে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি বললাম, লোকেরা বলে থাকি যে তার সাথে রুটির পাহাড় এবং পানির ঝর্ণা থাকবে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে এটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। বরং খুবই সহজ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨١٧ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك – ف – د » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮১৭. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতকে কানা মিথ্যাবাদী (দাজ্জাল) সম্পর্কে সাবধান করেছেন। সাবধান! সে কানা। তোমাদের মহান ও শক্তিমান প্রভু কানা নন। সেই কানা মিথ্যাবাদী দাজ্জালের কপালে কাফ - ك , ফা - ف , এবং রা - ر - লেখা থাকবে (কাফির)। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨١٨– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ ! إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّهُ يَجِيْءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَالَّتِيْ يَقُوْلُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮১৮. হযরত আব হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন কথা বলব না যা অন্য কোন নবী তাঁর উম্মাতকে বলেননি। সে হবে কানা এবং সে তার সাথে দোযখের মত একটি এবং জান্নাতের মত একটি জিনিস নিয়ে আসবে। সে যেটাকে জান্নাত বলে পরিচয় দেবে সেটা হবে প্রকৃতপক্ষে দোযখ। তেমনিভাবে তার সাথের জাহান্নামটি হবে প্রকৃতপক্ষে জান্নাত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨١٩- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانِيْ النَّاسِ فَقَالَ: «إِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন ঃ মহান আল্লাহ্ এক চোখ বিশিষ্ট নন। কিন্তু মাসীহ্ দাজ্জালের ডান চোখ কানা, তার চোখ আঙ্গুরের দানার মত ফোলা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْيَهُوْدَ، حَتّٰى يَخْتَبِئَ الْيَهُوْدِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُوْلُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِيٌّ خَلْفِيْ تَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلاَّ الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُوْدِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানরা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। এমনকি পরাজিত হয়ে ইয়াহূদীরা মুসলমানদের ভয়ে পাথর ও গাছের আড়ালে আত্মগোপন করবে। কিন্তু গাছ এবং পাথরও বলে উঠবে, হে মুসলমান! এখানে ইয়াহূদী আমার পিছনে লুকিয়ে আছে। এসে একে হত্যা কর। কিন্তু 'গারকাদ' নামক গাছ তা বলবে না। কেননা ঐটা ইয়াহূদীদের গাছ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢١- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ، وَيَقُوْلُ: يَا لَيْتَنِيْ مَكَانَ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ، مَا بِهِ إِلاَّ الْبَلاَءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮২১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন। পৃথিবী ততদিন ধ্বংস হবে না যত দিন না কোন ব্যক্তি কোন কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং ফিরে কবরের পাশে গিয়ে বলবেঃ হায়! এই কবরবাসীর পরিবর্তে আমি যদি এই কবরে থাকতাম, তা হলে কতই না ভাল হত প্রকৃতপক্ষে তার কাছে দীন-ইসলামের কিছুই থাকবে না। বরং বালা-মুসিবতে অতিষ্ঠ হয়ে সে একথা বলবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٢- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَلُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مَائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ فَيَقُوْلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ : لَعَلِّي أَنْ أَكُوْنَ أَنَا أَنْجُوْ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮২২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত তত দিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না; যতদিন না ফোরাত নদী থেকে সোনার একটি পর্বতের আবির্ভাব হবে এবং তার দখল নিয়ে লোকদের মধ্যে যুদ্ধ হবে এই যুদ্ধে প্রতি একশ জনের নিরানব্বই জন নিহত হবে। এদের প্রতিটি ব্যক্তিই বলবে, আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি যে বেঁচে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٣- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « يَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِي يُرِيْدُ : عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحُوْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوْهِهِمَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ (কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে) লোকজন মদীনা শহরকে ভাল অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে। মদীনা জুড়ে থাকবে তখন শুধু হিংস্র বন্যজন্তু ও পাখি। পরিশেষে মুযায়না গোত্রের দু'জন রাখাল মেষ-বক্‌রী নিয়ে মদীনায় প্রবেশের জন্য আসবে। কিন্তু তারা বন্য হিংস্র পশুতে মদীনা ভরপুর হয়ে আছে দেখতে পাবে। (তারা ফিরে চলে যাবে)। যখন তারা 'সানিআতুল বিদা' নামক পাহাড়ের কাছে পৌঁছবে তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ে মারা যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٤- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « يَكُوْنُ خَلِيْفَةٌ مِنْ خُلَفَائِكُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَحْثُوْا الْمَالَ وَلاَ يَعُدُّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮২৪. হযরত সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন; শেষ যামানায় তোমাদের একজন খলিফা (ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান) হবে। সে প্রচুর ধনসম্পদ দু'হাতে বিলিয়ে দেবে কিন্তু হিসেব করবে না। (মুসলিম)

١٨٢٥- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُوْنَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮২৫. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের ইতিহাসে এমন এক যুগ আসবে যখন এক জন লোক তার স্বর্ণের যাকাত নিয়ে ঘরে বেড়াবে কিন্তু গ্রহণ করার জন্য কোন লোক খুঁজে পাবে না। সে সময় দেখা যাবে পুরুষের সংখ্যাল্পতা ও নারীর সংখ্যাধিক্য। একজন পুরুষকে চল্লিশজন নারী যৌন বাসনা চরিতার্থ করার জন্য অনুসরণ করবে। (মুসলিম)

١٨٢٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا ، فَوَجَدَ الَّذِيْ اشْتَرَى الْعَقَارَ فِيْ عَقَارِهِ جَرَّةً فِيْهَا ذَهَبٌ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِيْ اشْتَرَى الْعَقَارَ : خُذْ ذَهَبَكَ ، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ ، وَلَمْ أَشْتَرِ الذَّهَبَ ، وَقَالَ الَّذِيْ لَهُ الْأَرْضُ : إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيْهَا فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الَّذِيْ تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا : لِيْ غُلَامٌ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لِيْ جَارِيَةٌ ، قَالَ : أَنْكِحَا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮২৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি কাছ থেকে কিছু জমি ক্রয় করেছিল। ক্রেতা জমির মধ্যে স্বর্ণ ভর্তি কলসী পেল। সে বিক্রেতাকে বলল, আপনি আপনার কলসী ফেরত নিন। কেননা আমি আপনার নিকট থেকে কেবল জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি। জমি বিক্রেতা বলল, আমি তো আপনার কাছে জমি এবং এর মধ্যে যা আছে সবই বিক্রি করেছি। তখন উভয়ে মীমাংসার জন্য তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছে গেল। মীমাংসাকারী উভয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি কোন সন্তান-সন্ততি আছে? একজন বলল, আমার এক ছেলে আছে। অন্যজন বলল, আমার এক মেয়ে আছে। তখন মীমাংসাকারী বললেন ঃ ছেলেকে মেয়ের সাথে বিয়ে দাও এবং তাদের উভয়ের জন্য এই সম্পদ খরচ কর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٧- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ

لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتْ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّيْنِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ الصُّغْرَى : لَا تَفْعَلْ ، رَحِمَكَ اللّٰهُ ، هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮২৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ পূর্ব যুগে দু'জন স্ত্রীলোক ছিল। তাদের সাথে তাদের সন্তানও ছিল। একটি বাঘ এসে তাদের একজনের সন্তানকে নিয়ে গেল। যার সন্তান বাঘে নিয়ে গেল সে অপর স্ত্রীলোকটিকে বলল, তোমার সন্তানকেই বাঘে নিয়েছে। অপর জন বলল, বরং তোমার সন্তানকেই বাঘে নিয়েছে। তারা উভয়ে মীমাংসার জন্য হযরত দাঊদ (আ.)-এর কাছে গেল। তিনি বড় স্ত্রীলোকটির পক্ষে রায় দিলেন। অতঃপর তারা উভয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে হযরত সুলাইমান ইব্‌ন দাঊদ (আ.) কাছে এসে তাঁকে ঘটনাটি বলল। তিনি তাঁর সংগীদের বললেন ঃ ছুটি নিয়ে এস, আমি এই বাচ্চাটিকে কেটে দু'জনকে ভাগ করে দেব। একথা শুনে ছোট স্ত্রীলোকটি বলল, আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন; এরূপ করবেন না। শিশুটি তারই। (তাই তাকেই দিয়ে দিন)। এ সময়ে বড় স্ত্রীলোকটি চুপ করে ছিল। তাই তিনি ছোট স্ত্রীলোকটির পক্ষে রায় দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٨- وَعَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « يَذْهَبُ الصَّالِحُوْنَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، وَتَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيْرِ أَوْ التَّمْرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللّٰهُ بَالَةً » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮২৮. হযরত মিদ্‌রাস আল-আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নেক্কার লোকেরা একের পর এক মৃত্যুবরণ করতে থাকবে এবং যবের ভূষি অথবা খেজুরের ছালের ন্যায় অপদার্থ ও অকেজো লোকেরা বেঁচে থাকবে। আল্লাহ তাদের কোন পরোয়াই করবেন না। (বুখারী)

١٨٢٩- وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ جِبْرِيْلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا تَعُدُّوْنَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيْكُمْ ؟ قَالَ : « مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِيْنَ » أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. قَالَ : « وَكَذٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮২৯. হযরত রিফা'আ ইব্ন রাফি' আয-যুরাকী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা হযরত জিব্রীল (আ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন ঃ আপনাদের মধ্যে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লোকদের মর্যাদা কিরূপ ? তিনি বললেন ঃ তাঁরা মুসলমানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তিনি অনুরূপ অর্থবোধক অন্য কোন কথা বলেছেন। হযরত জিব্রীল (আ.) বললেন ঃ অনুরূপভাবে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফিরিশ্তাদের মর্যাদাও অন্য সব ফেরেশ্তার উর্ধ্বে। (বুখারী)

١٨٣٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ ثُمَّ بُعِثُوْا عَلَى أَعْمَالِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতির উপর আযাব ও গযব নাযিল করেন, তখন তাদের প্রতিটি লোক ঐ আযাবে নিঃপতিত হয়। কিয়ামতের দিন এসব লোককে তাদের কার্যকলাপসহ উঠানো হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٣١- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ جِذْعٌ يَقُوْمُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ يَعْنِيْ فِي الْخُطْبَةِ فَلَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ صَوْتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَسَكَنَ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِيْ كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَصَاحَتْ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِيْ يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ ، قَالَ : « بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৩১. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মসজিদে নববীতে খেজুর গাছের একটি খুঁটি ছিল। তাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (শুক্রবারে জুমু'আর) খুত্বা দিতেন। যখন মিম্বার তৈরী করে স্থাপন করা হল, তখন আমরা উক্ত গাছ থেকে গর্ভবতী উটের মত বেদনাদায়ক শব্দ শুনতে পেলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে এসে সেটির উপর নিজের হাত মুবারক রাখলেন। তখন তার আওয়াজ থেমে গেল। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ শুক্রবার আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর খুত্বা দিতে মিম্বারে উঠলেন। তখন খেজুরের খুঁটিটা চিৎকার শুরু করে দিল। এমনকি তা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল। এই খুঁটির পাশে দাঁড়িয়েই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম খুত্‌বা দিতেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ ঐ খুঁটি ছোট বাচ্চার মত চিৎকার করে কান্না শরু করে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে এসে খুঁটিটিকে ধরলেন। সেটা পুনরায় এমন সব শিশুদের মত কাঁদতে লাগল যাদেরকে সান্তনা দিয়ে থামানো যায়। অবশেষে তার ক্রন্দন থামল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ গাছটি এ জন্য কাঁদছিল যে, সে এতদিন যে আলোচনা শুনে আসছিল তা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। (বুখারী)

١٨٣٢- وَعَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُوْمِ بْنِ نَاشِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا » حَدِيْثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيْ وَغَيْرُهُ.

১৮৩২. হযরত আবু সা'লাবা আল-খুশানী জুরসূম ইব্‌ন নাশির (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি কতগুলো বিষয় ফরয করেছেন। তা নষ্ট করো না; কতগুলো সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা লংঘন করো না; কতগুলো জিনিস হারাম করেছেন, সেগুলো মধ্যে লিপ্ত হয়ে পাপ করো না। আর তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে কতগুলো জিনিষ সম্পর্কে ইচ্ছা করেই নীরব রয়েছেন, সেগুলো নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। (দারু কুতনী)

١٨٣٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ وَفِيْ رِوَايَةٍ : نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু আউফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাতটি গাযওয়ায় (যুদ্ধে) অংশগ্রহণ করেছি। এই সময়ে আমরা টিডিড ধরে খেয়েছি। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ আমরা তাঁর সাথে টিডিড খেতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٣٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৩৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মু'মিন ব্যক্তিকে একই গর্ত থেকে দু'বার দংশন করা যায় না"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٣٥- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيْلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। তারা হল ঃ যে ব্যক্তির মালিকানাধীন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রয়েছে, কিন্তু সে তা পথিক-মুসাফিরদের ব্যবহার করতে দেয় না। যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পর কোন ব্যক্তির কাছে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে গিয়ে আল্লাহর নামে কসম করে বলল, আমি এগুলো এত এত মূল্যে ক্রম করেছি। ক্রেতা তা বিশ্বাস করল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তা উক্ত মূল্যে ক্রয় করেনি। (মিথ্যা কসম করেছে)। আর যে ব্যক্তি ইমামের কাছে শুধুমাত্র পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য বাই'আত গ্রহণ করল। যদি ইমাম তাকে কিছু পার্থিব স্বার্থ প্রদান করে তবে অনুগত থাকে আর না দিলে অনুগত থাকে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٣٦- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُوْنَ » قَالُوْا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا ؟ قَالَ : أَبَيْتُ ، قَالُوْا : أَرْبَعُوْنَ سَنَةً ؟ قَالَ : أَبَيْتُ. قَالُوْا : أَرْبَعُوْنَ شَهْرًا ؟ قَالَ : أَبَيْتُ « وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ فِيْهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُنَزِّلُ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৩৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শিঙ্গার দু'টি ফুৎকারের মাঝে চল্লিশের ব্যবধান হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিনের ব্যবধান? তিনি বললেন, আমি অস্বীকার করলাম। লোকেরা বলল, তাহলে কি চল্লিশ বছর? তিনি বললেনঃ আমি অস্বীকার করলাম। লোকজন আবারও বলল, তাহলে কি চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, এবারও আমি অস্বীকার করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেনঃ মানুষের দেহের সব কিছু জরাজীর্ণ হয়ে যায় কিন্তু নিতম্বের হাড় নষ্ট হয় না। মানুষকে তার সাথে বিন্যাস করা হবে। এরপর আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ফলে মানুষ উদ্ভিদের মত গজিয়ে উঠবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٣٧– وَعَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ ، جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحَدِّثُ ، فَقَالَ الْقَوْمِ : سَمِعَ مَا قَالَ ، فَكَرِهَ مَا قَالَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ لَمْ يَسْمَعْ ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيْثَهُ قَالَ : « أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟ » قَالَ : هَا أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ : « إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ » قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ : إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৩৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মজলিসে লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরতি না দিয়ে কথা বলেই চললেন। উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ বলতে লাগল, লোকটির কথা তিনি শুনেছেন কিন্তু অপছন্দ করেছেন। কেউ কেউ বলল, তার কথা তিনি আদৌ শুনেননি। অবশেষে কথা বলা শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সেই লোক। তিনি বললেন ঃ যখন আমানত নষ্ট করে দেয়া হবে তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা কর। প্রশ্নকারী বলল, আমানত নষ্ট করে দেয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ যখন অনুপযুক্ত লোককে সরকারী কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। (বুখারী)

١٨٣٨– وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَكُمْ وَإِنْ أَخْطَؤُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৩৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সরকারী নেতারা তোমাদের নামায পড়াবেন। যদি ঠিক মত পড়ায় তবে তারাও সাওয়াব পাবে তোমরাও সাওয়াব পাবে। আর যদি ভুল পড়ায় তবে তোমার সাওয়াব পাবে, কিন্তু তারা গুনাহগার হবে। (বুখারী)

١٨٣٩– وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) قَالَ : خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُوْنَ بِهِمْ فِيْ السَّلَاسِلِ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوْا فِى الْإِسْلَامِ.

১৮৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ "তোমরা সর্বোত্তম উম্মাত। তোমাদেরকে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে"।

লোকদের জন্য উত্তম সেই ব্যক্তি যে লোকদের ঘাড়ে শিকল পরিয়ে নিয়ে আসে আর শেষ পর্যন্ত তারা ইসলামে প্রবেশ করে। (বুখারী).

١٨٤٠- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « عَجِبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فِيْ السَّلَاسِلِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এমন একদল লোকের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন যারা শৃঙ্খল পরিহিত অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী)

١٨٤١- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ أَسْوَاقُهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৪১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন ঃ "শহরের মধ্যে মসজিদের স্থানগুলো আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আর শহরের মধ্যে বাজারের স্থানগুলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত"। (মুসলিম)

١٨٤٢- وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ : لاَ تَكُوْنَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوْقَ وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصُبُ رَايَتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৪২. হযরত সালমান ফারসী (রা.) নিজের কথা হল ঃ যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় তবে বাজারে প্রথম প্রবেশকারী এবং সর্বশেষ প্রস্থানকারী হয়ো না। কেনান বাজার শয়তানের যুদ্ধক্ষেত্র। শয়তান এখানে তার পতাকা উত্তোলন করে রাখে। (মুসলিম)

١٨٤٣- وَعَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ، قَالَ : « وَلَكَ » قَالَ عَاصِمٌ: فَقُلْتُ لَهُ : أَسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكَ ، ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْآيَةَ : " وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ، وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ " (محمد : ١٩) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৪৩. হযরত আসিম আল-আহ্ওয়াল ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজিস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ আপনার গোনাহ মাফ করে দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার গুনাহ্ও। আসিম (রা.) বলেন, আমি তাকে (আবদুল্লাহ) বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি

আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তোমার জন্যও তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ "আর ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজের জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য"। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯)। (মুসলিম)

١٨٤٤- وَعَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلَى : إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৮৪৪. হযরত মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ববর্তী নবীদের উপদেশগুলোর মধ্যে যা মানুষের কাছে পৌঁছছে তা হল ঃ "লজ্জা-শরম না থাকলে যা ইচ্ছা তাই কর"। (বুখারী)

١٨٤٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : « أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষের যে অপরাধের বিচার করা হবে তাহল খুন ও হত্যা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٤٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৪৬. হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ফিরিশ্‌তাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জিন্‌দেরকে আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আদমকে সেই জিনিস দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে। (মুসলিম)

١٨٤٧- وَعَنْهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ « كَانَ خُلُقُ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ الْقُرْآنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى جُمْلَةِ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ.

১৮৪৭. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত)। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বভাব চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ছিল কুরআনের বাস্তব নমুনা। ইমাম মুসলিম দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٤٨- وَعَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ » فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ،

أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ ! قَالَ : « لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ ، فَأَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ ، وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৪৮. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত লাভ করা পছন্দ করে, আল্লাহ্‌ও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত লাভ পছন্দ করে না আল্লাহ্‌ও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর অর্থ কি মৃত্যুকে অপছন্দ করা? যদি তাই হয় তা আমাদের সবাই তো মৃত্যুকে অপছন্দ করে। তিনি বললেন ঃ না, এর অর্থ তা নয়। বরং মু'মিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র রহমত, সন্তুষ্টি ও তাঁর বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়; তখন সে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত লাভকে খুবই পছন্দ করে। আর তাই আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে কাফির ব্যক্তিকে যখন আল্লাহ্‌র আযাব ও তাঁর অসন্তুষ্টির সুসংবাদ দেয়া হয়, সে তখন আল্লাহ্‌ সাক্ষাত লাভকে অপছন্দ করে। আর তাই আল্লাহ্‌ও তার সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন। (মুসলিম)

١٨٤٩– وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُوْرُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ ، فَقَامَ مَعِيْ لِيَقْلِبَنِيْ ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا. فَقَالَ ﷺ : « عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ » فَقَالَا : سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَقَالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ. وَإِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا شَرًّا أَوْ قَالَ شَيْئًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৪৯. হযরত উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়া বিনতে হুয়াই (ইবন আখতাব) (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিকাফ করছিলেন। আমি (একদিন) রাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য গেলাম। তাঁর সাথে কথাবার্তা বলে ফিরে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। তিনিও আমাকে কিছু দূর এগিয়ে দেয়ার জন্য সাথে আসলেন। ইতিমধ্যে দু'জন আনসার ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে তারা তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ একটু দাঁড়াও। (তারপরে বললেন ঃ) এ হল (আমার স্ত্রী) সাফিয়া বিনতে হুয়াই।

তারা বলে উঠল, সুবহান আল্লাহ! (আল্লাহ্ মহা পবিত্র)! ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আপনি এ কি বললেন!) তিনি বললেন ঃ শয়তান আদম সন্তানের রক্ত নালীতে পর্যন্ত চলাচল করতে পারে। আমার আশংকা হল, হয়তো শয়তান চলাচল করে তোমাদের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٥٠- وَعَنْ أَبِيْ الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَلَّى الْمُسْلِمُوْنَ مُدْبِرِيْنَ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ ، وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لاَ تُسْرِعَ وَأَبُوْ سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ » قَالَ الْعَبَّاسُ ، وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتًا : فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِيْ : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ ، فَوَاللّٰهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِيْنَ سَمِعُوْا صَوْتِيْ عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا ، فَقَالُوْا : يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ ، فَاقْتَتَلُوْا هُمْ وَالْكُفَّارُ ، وَالدَّعْوَةُ فِيْ الْأَنْصَارِ يَقُوْلُوْنَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِيْ الْحَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ ، فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ : « هٰذَا حِيْنَ حَمِيَ الْوَطِيْسُ » ثُمَّ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَصَيَاتٍ ، فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوْهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ : « انْهَزَمُوْا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ » ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيْمَا أَرَى، فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيْلاً ، وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৫০. হযরত আবুল ফযল আব্বাস ইব্‌ন মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমি এবং আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাথে ছিলাম। আমরা তাঁর থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খচ্চরকে কাফিরদের দিকে হাঁকিয়ে নিতে থাকলেন। আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খচ্চরের লাগাম টেনে ধরে বাধা দিচ্ছিলাম যাতে খচ্চরটি দ্রুত অগ্রসর হতে না পারে। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খচ্চরের রিকার ধরে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে আব্বাস! বায়'আতে বিদ্ওয়ানে অংশগ্রহণকারীদেরক ডাক। হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী। তিনি বললেন, আমি খুব উচ্চস্বরে এই বলে ডাকলাম। বায়'আতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারীগণ কোথায়? আল্লাহ্র শপথ! আমার আহ্বান শোনার পর তাবেদ বাৎসল্য ও মমত্ব এমনভাবে সাড়া দিল যেমন গাভী তার সদ্য প্রসূত বাচ্চার প্রতি সাড়া দেয়। তারা সাড়া দিয়ে বলল ঃ আমরা হাযির আছি, আমরা হাযির আছি। তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হল। এ সময় সবাই আনসারদেরকেও এই বলে আহ্বান জানাচ্ছিল, হে আনসারগণ! হে আনসারগণ! এরপর শুধু বনী হারিস ইব্ন খায়রাজকে আহ্বান জানানো হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খচ্চরের উপর থেকে ঘাড় উঁচু করে যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বললেন ঃ এই সময় তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু পাথরের টুক্রা উঠিয়ে কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ মুহাম্মদের প্রভূর কসম। তারা পরাজিত হবে। এই সময় যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। দেখলাম যুদ্ধ আগের মতই চলছে। তবে আল্লাহ্র কসম! তিনি যখনই তাদের প্রতি পাথরের টুকরোগুলো নিক্ষেপ করলেন, তখন আমি দেখলাম তাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা ঝিমিয়ে পড়ল এবং পরিণামে পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। (মুসলিম)

١٨٥١– وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللّٰهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ ، فَقَالَ تَعَالَى : (يٰأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا) (يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ ! ؟ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৫১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র হালাল জিনিস ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না। আল্লাহ রাসূলদেরকে যে হুকুম দিয়েছেন মু'মিনদেরকেও সেই হুকুম দিয়েছেন। বলেছেন ঃ "হে রাসূলগণ! পবিত্র জিনিস খাও এবং নেক কাজ কর। তোমরা যা কিছুই করা আমি তা ভালভাবেই জানি"। (সূরা মু'মিনূনঃ) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেনঃ "হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র রিযিক দিয়েছি তা খাও"। (সূরা বাকারাঃ ১৭২)।

অতঃপর তিনি এমন এক লোক সম্পর্কে আলোচনা করলেন ঃ যে দীর্ঘ পথ সফর করেছে। ফলে তার অবস্থা হয়েছে উসকু খুসকু ও ধূলামলিন। এমতাবস্থায় সে তার হাত দু'খানি আকাশের দিকে প্রসারিত করে, হে প্রভু! হে প্রভু! বলতে থাকে। অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তাও হারাম, যা পরিধান করে তাও হারাম। এক কথায় তার জীবন ধারণের সব কিছুই হারাম। সুতরাং কিভাবে তার দু'আ কবুল হতে পারে? (মুসলিম)

١٨٥٢- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৫২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ধরণের লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তারা হল, বৃদ্ধ যিনাকারী, মিথ্যাবাদী রাষ্ট্রনায়ক এবং অহংকারী দরিদ্র। (মুসলিম)

١٨٨٣- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাইহান (সিহুন), জাইহান (জিহুন), ফোরাত (ইউফ্রেটিস) ও নীল এই চারটি জান্নাতের নদী। (মুসলিম)

١٨٥٤- وَعَنْهُ قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِيْ فَقَالَ : « خَلَقَ اللّٰهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيْهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوْهَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَخَلَقَ النُّوْرَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، وَبَثَّ فِيْهِ الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِيْ آخِرِ الْخَلْقِ فِيْ آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيْمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৫৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন ঃ আল্লাহ শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেছেন, রবিবার দিন পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করেছেন, সোমবার দিন গাছপালা সৃষ্টি করেছেন, মঙ্গলবার দিন খারাপ জিনিসসমূহ সৃষ্টি করেছেন, বুধবার দিন নূর (আলো) সৃষ্টি করেছেন, বৃহস্পতিবার দিন জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির শেষদিকে শুক্রবার দিন শেষ প্রহরে আসর ও সন্ধ্যার মধ্যবর্তী সময়ে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম)

١٨٥٥– وَعَنْ أَبِى سُلَيْمَانَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : « لَقَد انْقَطَعَتْ فِى يَدِى يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بَقِىَ فِى يَدِىْ إِلاَّ صَفِيْحَةٌ يَمَانِيَّةٌ » ، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৮৫৫. হযরত আবু সুলাইমান খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মুতার যুদ্ধের দিন আমার হাতে নয়খানা তরবারি ভেঙ্গে যায়। সবশেষে আমার হাতে শুধুমাত্র একখান ইয়ামানী তারবারি অবশিষ্ট ছিল। (বুখারী)

١٨٥٦– وَعَنْ عُمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ حَكَمَ وَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৫৬. হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন বিচারক ফায়সালা দেওয়ার ব্যাপারে ইজতিহাদ বা গবেষণা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলে তাকে দু'টি সাওয়াব দেয়া হয়। আর ইজতিহাদ বা গবেষণা করে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে একটি সাওয়াব দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٥٧– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : « الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৫৭. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "জ্বর জাহান্নামের প্রচন্ড উত্তাপের অংশ বিশেষ। তোমরা পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٥٨– وَعَنْهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৫৮. হযরত আয়েশা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফরয রোযা কাযা রেখে মারা গেল তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিস বা অভিভাবক সে রোযা আদায় করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٥٩– وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا حُدِّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ فِى بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا : وَاللّٰهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ

عَلَيْهَا ، قَالَتْ : أَهُوَ قَالَ هذَا ؟ قَالُوْا : نَعَمْ ، قَالَتْ : هُوَ لِلّٰهِ عَلَىَّ نَذْرٌ أَنْ لاَأُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا ، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِيْنَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ ، فَقَالَتْ : لاَ وَاللّٰهِ لاَ أُشَفِّعُ فِيْهِ أَبَدًا ، وَلاَ أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِىْ فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ وَقَالَ لَهُمَا : أَنْشُدُ كُمَا اللّٰهَ لَمَا أَدْخَلْتُمَانِىْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ، فَإِنَّهَا لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيْعَتِىْ فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالاَ : السَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ، أَنَدْخُلُ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : ادْخُلُوْا. قَالُوْا : كُلُّنَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ادْخُلُوْا كُلُّكُمْ ، وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا دَخَلُوْا ، دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ ، فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِىْ وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلاَّ كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُوْلاَنِ : إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَلَمَّا أَكْثَرُوْا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيْجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِىْ وَتَقُوْلُ : إِنِّىْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيْدٌ ، فَلَمْ يَزَالاَ بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَعْتَقَتْ فِىْ نَذْرِهَا ذٰلِكَ أَرْبَعِيْنَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَتَبْكِىْ حَتَّى تَبُلَّ دُمُوْعُهَا خِمَارَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৮৫৯. হযরত আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন তোফায়েল (রা.) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা.)-কে অবহিত করা হলো যে তাঁর কোন জিনিস বিক্রির ব্যাপারে কিংবা তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়েরকে যে উপহার দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ের (রা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আয়েশাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে আমি তাকে এভাবে অর্থ খরচ করতে বাধা দেব। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন ঃ সত্যই কি সে একথা বলেছে? লোকজন বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র নামে আমি কসম করলাম, আমি কখনও আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়েরের সাথে কথা বলব না। যখন দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ থাকল, তখন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাযের (রা.) তাঁর কাছে সুপারিশ করতে লোক পাঠালেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি

তাঁর ব্যাপারে কোন সুপারিশ গ্রহণ করব না এবং আমার মানতও ভংগ করব না। আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়েরের (রা.) কাছে বিষয়টা যখন কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল, তখন তিনি মিস্‌ওয়ার ইব্‌ন মাখরামা ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন আবদ ইয়াগুসের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, তোমরা আমাকে হযরত আয়েশা (রা.) কাছে নিয়ে চল। কেননা তাঁর জন্য এটা জায়িয নয় যে, আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ করে বসে থাকবেন। মিস্‌ওয়ার ও আবদুর রহমান তাঁকে (চাদরের মধ্যে লুকিয়ে) আয়েশার বাড়িতে গেলেন। তাঁরা আয়েশার নিকট ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে বললেন, "আস্‌সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" আমরা কি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি? হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আসুন। তাঁরা বললেন, আমরা সবাইকি আসব? তিনি বললেন, হ্যাঁ সবাই আসুন। তিনি জানতেন না যে, তাদের সাথে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়েরও আছেন। তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ের (রা.) ভিতরে হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে চলে গেলেন এবং তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কসম দিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। মিস্‌ওয়ার এবং আবদুর রহমানও তাঁকে কসম দিয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে অনুরোধ করলেন এবং তাঁর ক্রুটি মাফ করে দিতে বললেন। তাঁরা বললেন, আপনার জানা আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, কোন মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সালাম কালাম বন্ধ রাখা জায়েয নয়"। যখন তাঁরা উভয়ে আয়েশাকে বারবার আত্মীয়তার পবিত্র বন্ধনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন এবং পীড়াপীড়ি করছিলেন, তখন তিনিও তাদেরকে আত্মীয়তার বন্ধনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ আমি শক্ত মানত মেনেছি। কিন্তু তাঁরা উভয়ে তাঁকে অনুরোধ করতে থাকলেন। পরিশেষে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়েরের সাথে কথা বললেন। তিনি তাঁর এই শপথ ভংগের জন্য চল্লিশটি ক্রীতদাসকে আযাদ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মানতের কথা মনে করে এত কাঁদতেন যে, তার ওড়না চোখের পানিতে ভিজে যেত। (বুখারী)

١٨٦٠- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى قَتْلَى أُحَدٍ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِيْنَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِيْ هٰذَا ، أَلَا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا ، وَلٰكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوْهَا »
قَالَ : فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৮৬০. হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধের শহীদানদের কবর যিয়ারত করতে গেলেন। তিনি আট বছর পর

তাঁদের জন্য এমনভাবে দু'আ করলেন যেমন জীবিত লোকেরা মৃতকে দাফন করে প্রস্থান করে। অতঃপর তিনি এসে মিম্বারে উঠে বললেন ঃ আমি তোমাদের অগ্রবর্তী, আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষী হব এবং তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি থাকল 'কাউসার' নামক ঝর্ণাধারার পাশে তোমাদের সাথে আবার সাক্ষাত হবে। আমি এখন এখান থেকে তা দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমাদের ব্যাপারে এ আশংকা করি না যে, তোমরা পুনরায় শির্ককে লিপ্ত হবে। বরং আমার ভয় হচ্ছে তোমরা দুনিয়ার ভোগ-লালসায় লিপ্ত হয়ে পড়বে। উক্বা ইব্ন আমের (রা.) বলেন ঃ আমি এ সময়ই শেষ বারের মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٦١- وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৬১. হযরত আবু যায়িদ আমর ইব্ন আখ্তাব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ফযরের নামায পড়ালেন। তারপর মিম্বারে উঠে আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করলেন। এভাবে যুহরের সময় হয়ে গেল। মিম্বার থেকে নেমে তিনি যুহরের নামায পড়লেন। তারপর মিম্বারে উঠে আবার বক্তৃতা করতে লাগলেন। এভাবে আসরের সময় হয়ে গেল। মিম্বার থেকে নেমে তিনি আসরের নামায পড়লেন। পুনরায় তিনি মিম্বারে উঠে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বক্তৃতা করলেন। বিশ্বে যা কিছু ঘটে গেছে এবং যা কিছু ঘটবে এ সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে অবহিত করলেন। আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি এগুলো সবচেয়ে সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করতে সক্ষম। (মুসলিম)

١٨٦٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَعْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৬২. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য মানত মানল সে যেন তা পূর্ণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য মানত মানল সে যেন তার নাফরমানী না করে"। (বুখারী)

١٨٦٣- وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ وَقَالَ: «كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৬৩. হযরত উম্মে শারীক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গিরগিটি হত্যা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলছেন ঃ "গিরগিটি ইব্রাহীমের (আ.) আগুনে ফুঁ দিয়েছিল"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٦٤– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِىْ أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذاَ حَسَنَةً دُوْنَ الْأُوْلَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِىْ الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ».

১৮৬৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে গিরগিটিকে হত্যা করতে পারল তার জন্য এত এত অধিক সাওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে হত্যা করতে পারল তার জন্য এত এত অধিক সাওয়াব রয়েছে; তবে প্রথমটির সমান নয়। যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে হত্যা করতে পারল তার জন্যও এত এত বেশি সাওয়াব রয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই গিরগিটিকে হত্যা করতে পারল, তার জন্য নেকী লেখা হয় । দ্বিতীয় আঘাতে তার চেয়ে কম এবং তৃতীয় আঘাতে দ্বিতীয় বারের চেয়েও কম সাওয়াব হবে। (মুসলিম)

١٨٦٥– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ : تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ ! فَقَالَ : اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ زَانِيَةٍ ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ! فَقَالَ : اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ؟! لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَّقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ غَنِىٍّ ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِىٍّ ! فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ ، وَعَلَى غَنِىٍّ! فَأُتِىَ فَقِيْلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ عَنْ زِنَاهَا ، وَأَمَا الْغَنِىُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ » : رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ بِلَفْظِهِ ، وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ.

১৮৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি মনস্থির করে বলল, আমি আজ সাদাকা করব। সে তার সাদাকা নিয়ে বের হল এবং চোরের হাতে দিয়ে আসল। এতে লোকজন বলাবলি করতে লাগল, গত রাতে চোরকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। সাদাকা প্রদানকারী বলল, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য; আজ আমি সাদাকা দিব। দ্বিতীয় দিনেও সে সাদাকার অর্থ নিয়ে বের হল এবং এক ব্যভিচারিণীর হাতে দিয়ে আসল। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, গত রাতে এক যিনাকারিণী সাদাকার জিনিস পেয়েছে। সাদাকাপ্রদানকারী বলল, হে আল্লাহ! এই ব্যভিচাররিণীর জন্য তোমার শোকর আদায় করছি। আমি অবশ্যই আরো সাদাকা-খয়রাত করব। তৃতীয় রাত্রে সে সাদাকা নিয়ে বের হল এবং এক ধনী ব্যক্তিকে দিয়ে আসল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, গত রাতে এক ধনী ব্যক্তি সাদাকা পেয়েছে। সাদাকা প্রদানকারী বলল, হে আল্লাহ্! তোমার জন্য সকল প্রশংসা। তুমি আমার সাদাকা চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনী ব্যক্তিকে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছ। অতএব, ঐ ব্যক্তিকে বলা হল, তুমি চোরকে সাদাকা দিয়েছ সম্ভবত সে চুরি থেকে বিরত থাকবে। তুমি যিনাকারিণীকে সাদাকা দিয়েছ, সম্ভবত সে তার কুকর্ম খেকে বিরত খাকবে। আর ধনী ব্যক্তিকে সাদাকা দিয়েছ আশা করা যায় সে এটা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ্ তাকে যে ধন সম্পদ দিয়েছেন তা খরচ করবে। ইমাম বুখারী (র.) উল্লেখিত ভাষায় এবং ইমাম মুসলিম (র.) সমার্থবোধক ভাষায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٦٦- وَعَنْهُ قَالَ : كُنَّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي دَعْوَةٍ ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ : أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ ذَاكَ ؟ يَجْمَعُ اللّٰهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيْ ، وَتَدْنُوْ مِنْهُمُ الشَّمْسُ : أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيْهِ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ ، أَلاَ تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : أَبُوْكُمْ آدَمُ ، وَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُوْنَ : يَاآدَمُ أَنْتَ أَبُوْ الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ ، وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ ، فَسَجَدُوْا لَكَ وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ ، أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ ، وَمَا بَلَغْنَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَبِّيْ غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ نَهَانِيْ عَنِ الشَّجَرَةِ ، فَعَصَيْتُ ، نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ ، اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ ، اذْهَبُوْا إِلَى نُوْحٍ ، فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ : يَا نُوْحُ ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللّٰهُ

عَبْدًا شَكُوْرًا ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغْنَا أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ فَيَقُوْلُ : إِنَّ رَبِّى غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِىْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِىْ ، نَفْسِىْ نَفْسِىْ ، اِذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِىْ ، اذْهَبُوْا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ. فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ : يَا إِبْرَاهِيْمُ أَنْتَ نَبِىُّ اللّٰهِ وَخَلِيْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِيْبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّى كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذَابَاتٍ ، نَفْسِىْ نَفْسِىْ ، اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِىْ ، اذْهَبُوْا إِلَى مُوْسَى ، فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى ، فَيَقُوْلُوْنَ : يَا مُوْسَى أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَضَّلَكَ اللّٰهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ : إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ ، وَإِنِّى قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِىْ نَفْسِىْ ، اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِىْ ، اذْهَبُوْا إِلَى عِيْسَى ، فَيَأْتُوْنَ عِيْسَى ، فَيَقُوْلُوْنَ : يَا عِيْسَى أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَا وَرُوْحٌ مِنْهُ ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِىْ الْمَهْدِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ عِيْسَى : إِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا ، نَفْسِىْ نَفْسِىْ ، اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِىْ ، اذْهَبُوْا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ».

وَفِىْ رِوَايَةٍ : « فَيَأْتُوْنِىْ فَيَقُوْلُوْنَ : يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ ؟ فَأَنْطَلِقُ ، فَآتِىَ تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنْ مَحَامِدِهِ ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِىْ ثُمَّ يُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ ،

وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَقُولُ أُمَّتِي يَا رَبِّ ، أُمَّتِي يَا رَبِّ ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ » ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৬৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক খাবার মজলিসে (দাওয়াতে) গিয়েছিলাম। তাঁর সামনে একখানা রান পরিবেশন করা হল। তিন রানের গোশ্ত খুব পছন্দ করতেন। তিনি রান থেকে দাঁত দিয়ে গোশ্ত ছিঁড়ে নিয়ে বললেন ঃ আমি কিয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতির নেতা হব। তোমরা কি জান কেন হব? কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে এক সমতল ভূমিতে একত্রিত করবেন। দর্শকরা তা দেখতে পাবে এবং আহ্বানকারীর আহ্বানও তারা শুনতে পাবে। সূর্য তাদের নিকটবর্তী হবে। এ সময় মানুষ অসহনীয় ও অসহ্য দুৎখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে। মানুষ পরস্পরকে বলবে, তোমরা কি দেখছ না যে তোমাদের কি অবস্থা হয়েছে এবং তোমাদের দুঃখ, দুশ্চিন্তা কোন পর্যায়ে পৌছেছে? কেন তোমরা এমন লোকের খোঁজ করছ না যিনি তোমাদের প্রভুর কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন? লোকেরা তখন একে অপরকে বলবে, তোমাদের সবার আদি পিতা তো হযরত হযরত আদম (আ.)। তাই তারা তাঁর কাছে গিয়ে বলবে ঃ হে আদম (আ.), আপনি সমগ্র মানবকুলের পিতা! আল্লাহ আপনাকে তাঁর নিজের হাতে তৈরী করেছেন এবং তিনি আপনার মধ্যে তাঁর রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন। ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাই তাঁরা আপনাকে সিজ্দা করেছে। আর তিনি আপনাকে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন। আপনি কি আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না আমাদের কি অবস্থা হচ্ছে এবং আমাদের দুঃখ-দুর্দশা কোন পর্যায়ে পৌছছে? হযরত আদম (আ.) বলবেন ঃ আমার প্রভু আজকের দিনে এত ক্রোধান্বিত হয়েছেন, ইতিপূর্বে কখনও তিনি হননি এবং পরেও কখনও হবেন না। তিনি আমাকে একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধ করছিলেন! কিন্তু আমি সে নির্দেশ অমান্য করেছি। হায় আমার কি হবে! হায় আমার কি হবে! হায় আমার কি হবে! তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা বরং নূহের কাছে যাও। তাই তারা হযরত নুহের (আ.)-এর কাছে ছুটে গিয়ে বলবে ঃ হে নূহ (আ.)! আপনি পৃথিবীবাসীর জন্য সর্বপ্রথম রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ আপনাকে শোকরগোযার বান্দাহ উপাধি দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের অবস্থা দেখছেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমাদের দুর্দশা কি চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে? আপনি কি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করবেন না? তিনি বলবেন ঃ আজ আমার প্রভু এত ক্রোধান্বিত যে ইতিপূর্বে কোনদিনও এরূপ ক্রোধান্বিত হননি এবং এরপর কখনও হবেন না। আমার একটি দু'আ করার অধিকার ছিল। আমি আমার জাতির বিরুদ্ধে সে দু'আ করেছি। ফলে

তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। হায় আমর কি হবে। হায় আমার কি হবে! হায় আমার কি হবে! তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা বরং ইব্‌রাহীমের কাছে যাও। তারা হযরত ইব্‌রাহীমের কাছে গিয়ে বলবে ঃ হে ইব্‌রাহীম (আ.) আপনি আল্লাহর নবী! পৃথিবীবাসীর মধ্যে আপনিই তাঁর খলীল বা প্রিয় বন্ধু। আপনার প্রভুর কাছে আমাদের সুপারিশ করুন! আপনি কি আমাদের অবস্থা দেখছেন না? তিনি তাদেরকে বলবেন ঃ আমার প্রতিপালক আজকে এত ক্রোধান্বিত যে ইতিপূর্বে তিনি কোন দিন এরূপ ক্রোধান্বিত হননি এবং পরেও কখনও হবেন না। আমি তিনটি মিথ্যা বলেছিলাম। (তাই আমি লজ্জিত) আমার কি হবে! আমর কি হবে! আমার কি হবে! তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মূসার কাছে যাও। তখন লোকেরা হযরত মূসার (আ.) কাছে এসে বলবে ঃ হে মূসা (আ.)! আপনি আল্লাহর রাসূল! মানব জাতির মধ্যে আপনাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাত ও তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আপনি আমাদের মুক্তির জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি দুর্দশার মধ্যে পড়ে আছি? তিনি বলবেন ঃ আজ আমার প্রভু এত ক্রোধান্বিত হয়েছেন যে, ইতিপূর্বে তিনি আর কখনও এত ত্রোধান্বিত হননি এবং পরেও আর কখনও হবেন না। তাছাড়া আমি একটি লোককে হত্যা করেছিলাম। অথচ তাকে হত্যা করার নির্দেশ আমার জন্য ছিল না। হায়, আমার কি হবে! হায় আমার কি হবে! হায়, আমার কি হবে! তোমরা বরং অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ঈসার কাছে যাও। তাই সবাই হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে গিয়ে বলবে ঃ হে ঈসা (আ.)! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর কালেমা যা তিনি মরিয়মকে দিয়েছিলেন। আর আপনি রুহুল্লাহ (তাঁর দেয়া রূহ)। আপনি দোলনায় থাকতে (শিশু কালেই) মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রবুর কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কি দুর্গতির মধ্যে পড়ে আছি? হযরত ঈসা (আ.) বলবেন ঃ আমার প্রতিপালক আজ ভীষণভাবে ক্রোধান্বিত। ইতিপূর্বে তিনি কখনও এরূপ ক্রোধান্বিত হননি, আর না পরেও কখন হবেন। হযরত ঈসা (আ.) তাঁর কোন গোনাহর কথা উল্লেখ করবেন না। হায়, আমার কি হবে! হায়, আমার কি হবে! হায়, আমার কি হবে! তোমরা বরং অন্য কারো কাছে যাও। হাঁ, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাও।

অন্য এক বর্ণনায় আছে নবী (সা.) বললেন ঃ তারা আমার কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী; আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি জানেন না, আমরা কিরূপ মুসিবতের মধ্যে লিপ্ত আছি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মহান আরশের নিচে যাব এবং আমার মহামহিম প্রতিপালকের সামনে সিজ্‌দায় পড়ে যাব। মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর প্রশংসা স্তুতি শিখিয়ে দিবেন। আমার পূর্বে আর কাউকে ঐ প্রশংসা গাঁথা শিখান নি। অতঃপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তুমি মাথা তোল; তুমি যা চাইবে তাই দো'আ হবে আর সুপারিশ করলে তা গ্রহণ করা হবে। অতঃপর আমি মাথা তুলে বলবঃ হে প্রভু! আমার উম্মাত! হে প্রভু, আমার উম্মাত (অর্থাৎ হে প্রভু, আমার উম্মাতের কি হবে?) তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মাতের যে সব লোকের হিসাব নেয়া হবে না

(বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ পাবে) তাদেরকে জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দাও। অন্য সব জান্নাতীদের সাথে তারা জান্নাতের অন্যান্য দরজা দিয়েও প্রবেশ করতে পারবে। অতঃপর তিনি বললেনঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! জান্নাতের প্রতিটি দরজায় উভয় পাল্লায় মাঝখানে এতখানি জায়গা থাকবে যতখানি দূরত্ব মক্কা এবং হাজর নামক স্থানের দূরত্ব। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তিনি বলেছেনঃ যতখানি দূরত্ব মক্কা এবং বস্‌রার মধ্যে (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٦٧- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ بِأُمِّ إِسْمَاعِيلَ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ ، فَوَضَعَهَا هُنَاكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ : يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أَنِيسٌ وَلَا شَيْءٌ ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا ، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا قَالَتْ لَهُ : آللّٰهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَتْ : إِذًا لَا يُضَيِّعُنَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ، ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ) حَتَّى بَلَغَ (يَشْكُرُونَ) وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ ، وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ ، عَطِشَتْ ، وَعَطِشَ ابْنُهَا ، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قَالَ : يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا ؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا . فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيَ ، رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ ، ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ ، فَقَامَتْ عَلَيْهَا فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا ؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، قَالَ ابْنُ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « فَذٰلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَ » فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا ، فَقَالَتْ : صَهْ تُرِيْدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ ، فَسَمِعَتْ أَيْضًا فَقَالَتْ : قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ ، فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُوْلُ بِيَدِهَا هٰكَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرُفُ الْمَاءَ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُوْرُ بَعْدَ مَا تَغْرُفُ.

وَفِي رِوَايَةٍ : بِقَدَرِ مَا تَغْرِفُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « رَحِمَ اللّٰهُ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ – أَوْ قَالَ : لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ ، لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا » قَالَ : فَشَرِبَتْ ، وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ : لاَ تَخَافُوْا الضَّيْعَةَ فَإِنَّ هٰهُنَا بَيْتًا لِلّٰهِ يَبْنِيْهِ هٰذَا الْغُلاَمُ وَأَبُوْهُ ، وَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يُضَيِّعُ أَهْلَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَأْتِيْهِ السُّيُوْلُ ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، فَكَانَتْ كَذٰلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمٍ ، أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمٍ مُقْبِلِيْنَ مِنْ طَرِيْقِ كَدَاءَ ، فَنَزَلُوْا فِيْ أَسْفَلِ مَكَّةَ ، فَرَأَوْا طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوْا : إِنَّ هٰذَا الطَّائِرَ لَيَدُوْرُ عَلَى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهٰذَا الْوَادِيْ وَمَا فِيْهِ مَاءٌ ، فَأَرْسَلُوْا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ ، فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ ، فَرَجَعُوْا فَأَخْبَرُوْهُمْ ، فَأَقْبَلُوْا وَأُمُّ إِسْمَاعِيْلَ عِنْدَ الْمَاءِ ، فَقَالُوْا : أَتَأْذَنِيْنَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَلٰكِنْ لاَ حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ ، قَالُوْا : نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « فَأَلْفَى ذٰلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ ، وَهِيَ تُحِبُّ الْأُنْسَ ، فَنَزَلُوْا ، فَأَرْسَلُوْا إِلَى أَهْلِيْهِمُ فَنَزَلُوْا مَعَهُمْ ، حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِهَا أَهْلَ أَبْيَاتٍ ، وَشَبَّ الْغُلاَمُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ ، زَوَّجُوْهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيْلَ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيْلَ ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِيْ لَنَا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ : يَصِيْدُ لَنَا ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ : نَحْنُ بِشَرٍّ ، نَحْنُ فِي ضِيْقٍ وَشِدَّةٍ ، وَشَكَتْ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ ، اقْرَئِيْ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، وَقُوْلِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيْلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا فَقَالَ : هَلْ جَائَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلَنَا عَنْكَ ، فَأَخْبَرْتُهُ فَسَأَلَنِيْ : كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ فِيْ جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قَالَ فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ : غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ : ذَاكَ أَبِيْ وَقَدْ أَمَرَنِيْ أَنْ أُفَارِقَكِ ، الْحَقِيْ بِأَهْلِكِ. فَطَلَّقَهَا ، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيْمُ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ. قَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِيْ لَنَا. قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ. فَقَالَتْ : نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ وَأَثْنَتْ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى ، فَقَالَ : مَا طَعَامُكُمْ ؟ قَالَتْ : اَللَّحْمُ. قَالَ : فَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتْ : الْمَاءُ. قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ اَللَّحْمِ وَالْمَاءِ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيْهِ » قَالَ : فَهُمَا لاَ يَخْلُوْا عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلاَّ لَمْ يُوَافِقَاهُ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ فَجَاءَ فَقَالَ : أَيْنَ إِسْمَاعِيْلُ ؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : ذَهَبَ يَصِيْدُ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : أَلاَ تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ ؟ قَالَ : وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتْ : طَعَامُنَا اللَّحْمُ ، وَشَرَابُنَا الْمَاءُ . قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ. قَالَ : فَقَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ : « بَرَكَةُ دَعْوَةِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ » قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ ، فَاقْرَئِيْ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَمُرِيْهِ يُثَبِّتْ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيْلُ ، قَالَ : هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَنِيْ عَنْكَ ،

فَأَخْبَرَتْهُ ، فَسَأَلَنِى كَيفَ عَيشُنَا ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَا بِخَيْرٍ قَالَ : فَأَوْصَاكِ بِشَىْءٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ : ذَاكَ أَبِى ، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ أَمَرَنِى أَنْ أُمْسِكَكِ ، ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَاشَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِى نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيْبًا مِنْ زَمْزَمَ ؛ فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ ، فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ، وَالْوَالِدُ بِالْوَالَدِ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِى بِأَمْرٍ ، قَالَ : فَاصْنَعْ مَا أُمَرَكَ ؟ قَالَ : وَتُعِيْنُنِىْ ، قَالَ : وَأُعِيْكَ ، قَالَ : فَإِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِىْ أَنْ أَبْنَى بَيْتًا هَهُنَا وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا. فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيْلُ يَأْتِى بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيْمُ يَبْنِى حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ ، وَهُوَيَبْنِى وَإِسْمَاعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَ يَقُوْلاَنِ : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

وَفِى رِوَايَةٍ : إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيْلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيْلَ ، مَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيْهَا مَاءٌ ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ تَشْرَبُ مِنْ الشَّنَّةِ ، فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيْمُ إِلَي أَهْلِهِ ، فَأَتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوْا كَدَاءَ ، نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ : يَا إِبْرَاهِيْمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا ؟ قَالَ : إِلَى اللّٰهِ ، قَالَتْ : رَضِيْتُ بِاللّٰهِ ، فَرَجَعَتْ ، وَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ ، وَيَدُرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى لَمَّا فَنِىَ الْمَاءُ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبَتُ ، فَنَظَرْتُ لَعَلَّى أَحِسُّ أَحَدًا ، قَالَ : فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتْ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أَحَدًا ، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا ، فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِىْ ، سَعَتْ وَأَتَتِ الْمَرْوَةَ ، وَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطًا ثُمَّ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ الصَّبِىُّ ، فَذَهَبَتْ وَنَظَرَتْ ، فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ ، فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا. فَقَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ ، فَنَظَرَ لَعَلِّى أُحِسُّ أَحَدًا ، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا ، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ ، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا حَتَّى

أَتَمَّتْ سَبْعًا ، ثُمَّ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ ، فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ ، فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ ، فَقَالَتْ : اَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ ، فَإِذَا جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هٰكَذَا ، وَغَمَزَ بِعَقِبِهِ عَلَى الْأَرْضِ ، فَانْبَثَقَ الْمَاءُ فَدَهِشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ، فَجَعَلَتْ تَحْفِنُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُوْلِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِهٰذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا.

১৮৬৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ ইব্রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসমাঈলের মা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশুকে (ইসমাঈল) নিয়ে আসলেন। তাঁদেরকে তিনি একটি প্রকাণ্ড গাছের নিচে, মসজিদের উচ্চ ভুমিতে যমযমের স্থানে রাখলেন। সে সময় মক্কায় কোন জন বসতি কিংবা পানির ব্যবস্থাও ছিল না। তিনি তাদেরকে সেখানে রাখলেন। অতঃপর ইব্রাহীম সেখান থেকে রওয়ানা হলেন। ইসমাঈলের মা তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, হে ইব্রাহীম, আপনি আমাদেরকে এই জনপ্রাণীহীন উপত্যকায় রেখে কোথায় যাচ্ছেন? এখানে তো বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত পরিবেশ কিছুই নেই। তিনি তাঁকে একথা বারবার বলতে থাকলেন। কিন্তু ইব্রাহীম তাঁর কথায় কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ কি আপনাকে এটা করার নির্দেশ দিয়েছেন? ইব্রাহীম (আ.) বললেন ঃ হ্যাঁ! তখন ইসমাঈলের মা বললেন ঃ তবে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না। অতঃপর তিনি স্বস্থানে ফিরে আসলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) বিদায় হলেন। তিনি তাঁদের দৃষ্টি সীমার বাইরে সানিয়াহ নামক স্থানে পৌঁছে, কা'বা ঘরের দিকে মুখ ফিরালেন। দু'হাত তুলে এই বলে দু'আ করলেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমি পানি ও তরুলতা শূন্য উষর এক প্রান্তরে আমার সন্তানদের একটি অংশ তোমার মহাসম্মানিত ঘরের কাছে এনে বসবাসের জন্য রেখে গেলাম। "হে আমাদের প্রভু! এটা আমি এজন্য করেছি যে তারা যেন এখানে নামায কায়েম করতে পারে। অতএব তুমি লোকদের অন্তরকে এদের প্রতি অনুরক্ত করে দাও। ফলমূল থেকে এদেরকে খাবার দান কর। যেন তারা কৃতজ্ঞ ও শোকরকারী বান্দাহ হতে পারে"। (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৩৭)। ইসমাঈল মা ইসমাঈলকে বুকের দুধ দিয়ে লালন-পালন করতে লাগলেন। তিনি নিজে মশ্কের পানি পান করতে থাকলেন। পরিশেষে যখন মশ্কের পানি শেষ হয়ে গেল, তিনি নিজে এবং তার সন্তান পিপাসা কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি দেখলেন, তার দুগ্ধপোষ্য শিশু পিপাসায় ছটফট করছে। তিনি তা সহ্য করতে না পেরে উঠে চলে গেছেন। সেখানে সাফা পাহাড়কে তিনি তার সবচেয়ে নিকটে দেখতে পেলেন। তিনি সাফা পাহাড়ে উঠে চারদিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন। উপত্যকার দিকে এই আশায় তাকালেন যে কারো দেখা পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কারো দেখা পেলেন না। তাই তিনি সাফা পাহাড় থেকে নেমে আসলেন এবং উপত্যকা পেরিয়ে মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে তাতে আরোহন করলেন। পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে তিনি এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন কাউকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে তিনি দুই পাহাড়ের মাঝখানে সাতবার দৌঁড়ালেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এ কারণেই লোকেরা (হজ্জের সময়) উভয় পাহাড়ের মধ্যে দৌড়িয়ে (সাঈ করে) থাকে। ইসমাঈলের মা (যখন শেষবারের মত) দৌড়ে মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন তখন একটা শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি নিজেকে লক্ষ্য করে বললেন, কি ব্যাপার আওয়াজ শুনতে পেলাম যেন। এরপর তিনি শব্দের প্রতি কান খাড়া করলেন। তিনি আবার শব্দ শুনতে পেলেন এবং মনে মনে বললেন ঃ হঠাৎ তিনি (বর্তমান) যমযমের কাছে একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। সে তাঁর পায়ের গোড়ালী দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল এবং এভাবে পানি ফুটে বের হল। তিনি এর চারপাশে বাঁধ দিলেন এবং অঞ্জলি ভরে মশ্‌কে পানি ভরতে লাগলেন। তিনি তো মশ্‌কে পানি ভরছিলেন অথচ এদিকে পানি উথলিয়ে পড়তে থাকল। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি মশ্‌ক ভরে পানি রাখলেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসমাঈলের মায়ের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। যদি তিনি যমযমকে ঐ অবস্থায় রেখে দিতেন, অথবা তিনি বলেছেন ঃ তা থেকে যদি মশ্‌ক ভরে তিনি পানি না রাখতেন, তবে যমযম একটি প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হত। নবী (সা.) বলেছেন ঃ তিনি পানি পান করলেন এবং তাঁর সন্তানকে দুধ পান করালেন। ফেরেশতা তাঁকে বললেন, আপনি ধবংস হয়ে যাওয়র ভয় করবেন না। কেননা এখানে আল্লাহর ঘরের স্থান নির্দিষ্ট আছে। যা এই ছেলে ও তাঁর পিতা নির্মাণ করবেন। আল্লাহ্ এখানকার বাসিন্দারেদকে ধ্বংস করবেন না। এসময়ে বাইতুল্লাহর স্থানটি ভুমি থেকে কিছুটা উঁচু অর্থাৎ টিলার মত ছিল। বন্যা প্লাবন আসলে এর ডান ও বাম দিকে দিয়ে প্রবাহিত হত। মা ও সন্তানের কিছু কাল এভাবে কেটে যাওয়ার ঘটনাক্রমে বনী জুরহুমের কাফেলা অথবা বনী জুরহুম গোত্রের লোক এই পথ দিয়ে 'কাদা' নামক স্থান থেকে আসছিল। তারা মক্কার নিম্ন ভূমিতে এসে পৌছলে, সেখানে কিছু পাখি বৃত্তাকারে উড়তে দেখে তারা বলল, এসব পাখি নিশ্চয়ই পানির ওপর চক্কর খাচ্ছে। আমরা তো এই মরুভূমিতে এসেছি অনেক দিন হল! কিন্তু কোথাও পানি দেখি নি। তারা একজন অথবা দু'জন অনুসন্ধানকারীকে খোঁজ নেয়ার জন্য পাঠালো। তারা গিয়ে পানি দেখতে পেল এবং ফিরে গিয়ে তাদেরকে জানাল। কাফিলার লোকেরা অনতিবিলম্বে পানির দিকে চলে আসল। ইসমাঈলের মা তখন পানির কাছে বসে ছিলেন। তারা এসে তাঁকে বলল, আপনি কি আমাদেরকে এখানে এসে অবস্থান করার অনুমতি দেবেন? তিনি বললেন, হাঁ! কিন্তু পানির উপর তোমাদের কোন মালিকানা স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না। তারা বলল, হাঁ, তাই হবে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসমাঈলের মায়ের উদ্দেশ্য ছিল তাদের সাথে পরিচিত হয়ে একটা অন্তরঙ্গ ও সহানুভুতি সম্পন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা। ঐ সকল লোক এসে এখানে বসতি স্থাপন করল এবং কাফেলার অন্যান্য লোক ও তাদের পরিবার-পরিজনদেরকে ডেকে আনল। অবশেষে সেখানে যখন বেশ কয়েক ঘর বসতি গড়ে উঠলো, ইসমাঈল যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং তাদের নিকট থেকে আরবী শিখে নিলেন। তার স্বাস্থ্য-চেহারা ও সুরুচি পূর্ণ জীবন তারা খুবই পছন্দ করলেন। তিনি বড় হলে এ লোকেরা তাদের এক মহিলার সাথে তাঁর বিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে ইসমাঈলের মা ইন্তিকাল করলেন। হযরত ইসমাঈলের বিয়ের পর হযরত ইব্‌রাহীম মক্কায় আসলেন। তিনি নিজের রেখে

যাওয়া জিনিস তালাশ করতে লাগলেন। তিনি ইসমাঈলকে বাড়িতে পেলেন না। তিনি পুত্রবধুর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল কোথায় গেছে? সে বলল, খাদ্যের সংস্থান করার জন্য বাইরে গেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ তিনি শিকারে বের হয়েছেন, হযরত ইব্‌রাহীম তাদের জীবনযাত্রা ও সাংসারিক বিষয়াদির খোঁজ নিলেন। পুত্রবধু বলল, আমরা খুব খারাপ অবস্থায় আছি। কঠোরতা ও সংকীর্ণতা আমাদেরকে ঘিরে ধরেছে। এসব কথা বলে সে অভিযোগ করল। তিনি বললেন ঃ তোমরা স্বামী আসলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে। বাড়ী ফিরে হযরত হযরত ইসমাঈল যেন কিছু অনুভব করতে পারলেন। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, কেউ এসেছিলেন নাকি? স্ত্রী বলল, হাঁ, এরূপ একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন। তিনি আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি তাঁকে অবহিত করলাম। আমাদের সংসার যাত্রা কিভাবে চলছে তিনি তাও জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাঁকে জানালাম যে আমরা খুব কষ্ট ক্লেশের মধ্যে দিনাতিপাত করছি। হযরত ইসমাঈল (আ.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তিনি কি তোমাকে কোন কথা বলে গিয়েছেন? স্ত্রী বলল, হাঁ! তিনি আমাকে আপনাকে সালাম পৌঁছাতে বললেন। তিনি আপনাকে ঘরের চৌকাঠ পরিবর্তন করতে বলেছেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন, তিনি আমার পিতা! তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করতে আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে চলে যাও। পরে তিনি তাকে তালাক দিলেন এবং ঐ গোত্রেরই অন্য একজন মেয়েকে বিয়ে করলেন। আল্লাহর ইচ্ছামত হযরত ইব্‌রাহীম অনেক দিন আর এদিকে আসেননি। পরে তিনি যখন আবার আসলেন তখনও ইসামাঈলের সাথে দেখা হলো না। পুত্রবধুর কাছে গিয়ে ইসমাঈলের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমাদের খাদ্যের সন্ধানে গিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাদের সাংসারিক জীবন ও অন্যান্য বিষয়ও জানতে চাইলেন। জবাবে ইসমাঈলের স্ত্রী বললেনঃ আমরা খুব ভাল এবং স্বচ্ছল অবস্থায় দিনযাপন করছি। একথা বলে ঃ যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করল। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি খাও? পুত্রবধু বলল, গোশ্‌ত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি পান কর? সে বলল, পানি। তখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) এই বলে দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ,! এদের জন্য গোশ্‌ত ও পানিতে বরকত দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সে সময় তাদের কাছে কোন খাদ্যশস্য ছিল না। যদি থাকত তাহলে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) তাদের জন্য খাদ্যশস্যেও বরকতের দু'আ করতেন। এ জন্যই মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও শুধু গোশ্‌ত আর পানির উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করতে দেখা যায় না। তবে কারো রুচি বা শারীরিক অবস্থার অনুকূল না তাহলে ভিন্ন কথা। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেনঃ ইসমাঈল কোথায়? তার স্ত্রী (ইসমাঈলের) বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। আপনি আসুন, কিছু পানাহার করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা কি? পুত্রবধু বলল, আমরা গোশ্‌ত খাই এবং পানি পান করি। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! তাদের খাদ্য-পানিতে বরকত দিন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (র.) বর্ণনা করেন, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আর বরকতেই মক্কাবাসীদের খাদ্য পানীয়তে বরকত

হয়েছে। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) বললেন ঃ তোমার স্বামী ফিরে আসলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে সে যেন তাঁর ঘরের চৌকাঠ হিফাযত করে। হযরত ইসমাঈল (আ.) ফিরে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কেউ কি এসেছিল? স্ত্রী বলল, হাঁ! আমার কাছে একজন সুন্দর সুঠাম বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন। স্ত্রী বৃদ্ধের কিছু প্রশংসাও করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে আমাদের জীবিকা ও ভরপোষণ চলছে? বললাম, আমরা বেশ ভাল আছি। হযরত ইসমাঈল (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন উপদেশ দিয়েছেন? স্ত্রী বলল, হাঁ! তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং ঘরের চৌকাঠ হিফাযত করার হুকুম দিয়ে গেছেন। সব কথা শুনে ইসমাঈল বললেন! তিনি আমার পিতা আর তুমি ঘরের চৌকাঠ। তিনি আমাকে তোমার সাথে বিবাহিত সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) আল্লাহর ইচ্ছায় অনেক দিন পর্যন্ত আর আসেন নি। এরপর একদিন ইসমাঈল (আ.) যমযম কূপের পাশে একটি বিরাট বৃক্ষের নিচে বসে তাঁর তীর ঠিক করছিলেন। এমন সময় হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) আসলেন! হযরত ইসমাঈল (আ.) পিতাকে দেখে উঠে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর যেভাবে পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে সৌজন্য বিনিময় করে থাকে, তাঁরাও তাই করলেন। তিনি বললেনঃ হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন, আমার প্রভু আপনাকে যে কাজের হুকুম করেছন তা আঞ্জাম দিন। তিনি বললেন, তুমি আমাকে এ কাজে সাহায্য কর। পুত্র বললেন, হাঁ আমি আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করব। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একখানা ঘর নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। একথা বলে তিনি একটি উঁচু টিলার দিকে ইশারা করে বললেন, এর চারদিকে ঘর নির্মাণ করতে হবে। অতঃপর তারা এই ঘরের ভিত্তি স্থাপন করলেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) পাথর বয়ে আনতেন, আর হয়রত ইব্‌রাহীম (আ.) তা দিয়ে ভিত গাঁথতেন। চতুর্দিকের দেয়াল অনেকটা উঁচু হয়ে গেলে ইব্‌রাহীম (আ.) এই পাথরটি এনে (মাকামে ইব্‌রাহীম) এর উপর দাঁড়িয়ে ভিত গাঁথতে থাকলেন আর ইসমাঈল (আ.) পাথর এনে যোগান দিতে থাকলেন। পিতাপুত্র উভয়ে ঘর তৈরী করার সময় প্রার্থনা করেত থাকলেন ঃ "হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম কবুল করুন। আপনি সব কিছু শুনেন এবং জানেন।" (সূরা বাকারা ঃ ১২৭)

অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) ইসমাঈল ও তাঁর মাকে সাথে করে বেরিয়ে পড়লেন। তাদের সাথে একটি পানির মশক ছিল। ইসমাঈলের মা মশ্‌কের পানি পান করতেন এবং সন্তানকে দুধ পান করাতেন। এভাবে তাঁরা মক্কায় পৌঁছলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) স্ত্রীকে একটা বৃহৎ গাছের নিচে রেখে পরিবার-পরিজনদের কাছে রওয়ানা হলেন। ইসমাঈলের মা তাঁর পিছনে পিছনে যেতে থাকলেন। অবশেষে 'কাদা' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি পিছন থেকে স্বামীকে ডেকে বললেন, হে ইব্রাহিম! আপনি আমাদেরকে কার কাছে রেখে যাচেছন? তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে রেখে যাচ্ছি। ইসমাঈলের মা বললেন, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এ কথা বলে তিনি ফিরে আসলেন; তিনি মশ্‌কের পানি পান করতে এবং বাচ্চাকে দুধ পান করাতে থাকলেন। এক সময় পানি ফুরিয়ে গেল। তিনি বললেন, আমাকে কোথাও গিয়ে

খোঁজ নেয়া উচিৎ কাউকে দেখা যায় কিনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এই বলে তিনি রওয়ানা হলেন এবং সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন। তিনি বারবার এদিক ওদিক তাকালেন, কোন লোক দেখা যায় কিনা? কিন্তু কারো দেখা মিলল না। তিনি পাহাড় থেকে নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে চললেন। উপত্যকার মাঝখানে পৌঁছে তিনি দৌড়ালেন এবং মারওয়া পাহাড়ে এসে পৌঁছলেন। এভাবে তিনি দুই পাহাড়ের মাঝে কয়েকবার চক্কর দিলেন। অতঃপর ভাবলেন গিয়ে দেখে আসা দরকার আমার শিশু ছেলের কি অবস্থা। তাই তিনি চলে গেলেন। গিয়ে দেখতে পেলেন বাচ্চা যেন মৃত্যুর জন্য তপড়াচ্ছে। এ দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন আমার গিয়ে খোঁজ করা দরকার কাউকে পাওয়া যায় কিনা। তাই তিনি গিয়ে সাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং বারবার এদিক ওদিক তাকালেন। কিন্তু কারো দেখা পেলেন না। এভাবে সাতবার পূর্ণ হলে তিনি ভাবলেন, গিয়ে দেখা দরকার বাচ্চাটি কি করছে। ইতিমধ্যে তিনি একটা শব্দ শুনতে পেলেন। তাই তিনি বলে উঠলেন, যদি কোন উপকার করতে পার তাহলে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এস। দেখা গেল হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) সেখানে উপস্থিত। তিনি তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটির ওপরে আঘাত করার ইংগিত করলেন। হঠাৎ করে পানি ফুটে বের হলে ইসমাঈলের মা হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি পানির চার পার্শে গর্ত করতে শুরু করলেন। (বুখারী)

١٨٦٨- وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৬৮. হযরত সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ "ব্যাঙের ছাতা-মাসরুম –মান্না শ্রেণীর খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। আর এর পানি চোখের রোগের নিরাময়কারী"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْاِسْتِغْفَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষমা প্রার্থনা করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (محمد : ١٩)

"(হে নবী) আর নিজের এবং মু'মিন নারী ও পুরুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন"। (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৯)

وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (النساء : ١٠٦)

"আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" (সূরা নিসা ঃ ১০৬)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (النصر : ٣)

"তোমার প্রভুর প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ্ কর। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তিনি অধিক পরিমাণে তাওবা গ্রহণকারী"। (সূরা নাস্‌র ঃ ৩)

لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ .... وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ (آل عمران : ١٥ – ١٧)

"যারা তাক্ওয়ার নীতি অবলম্বন করে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে জান্নাত রয়েছে, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণধারা প্রবাহিত হয়"। (সূরা আলে ইমরানঃ ১৫ -১৭)

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهِ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (النساء : ١١٠)

"যদি কেউ কোন অপরাধের কাজ কিংবা নিজের উপর যুলুম করে বসে এবং পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে"। (সূরা নিসা ঃ ১১০ - ১১২)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ (الأنفال : ٣٣)

"আল্লাহ্ এমন নন যে, আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ্ এমন ও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন"। (সূরা আনফাল ঃ ৩৩)

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (آل عمران : ١٣٥)

"তাদের দ্বারা যদি কোন খারাপ কাজ হয়ে যায় অথবা নিদের উপর যুলুম করে বসে, তবে সংগেসংগে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ্ ছাড়া গোনাহ্ মাফ করতে পারে এমন কে আছে? এইসব লোক জেনে শুনে খারাপ কাজ বারবার করে না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫)

١٨٦٩– وَعَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِيْ وَإِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِيْ الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৬৯. হযরত আগার আল্ মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (কখনও কখনও) আমার অন্তরের উপর পর্দা ফেলা হয়। আমি আল্লাহর কাছে দৈনিক একশ' বার তাওবা করি। (মুসলিম)

١٨٧. – وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « وَاللّٰهِ إِنِّى لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৮৭০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ "আল্লাহর কসম! আমি দৈনিক সত্তর বারের অধিক আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবা করি"। (বুখারী)

١٨٧١ – وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ تَعَالَى بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৭১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই সত্তার কসম যা হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি গোনাহ না করতে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সরিয়ে নিতেন। অতঃপর এক জাতিকে পাঠাতেন, যারা গোনাহ করে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ক্ষমা চাইত আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। (মুসলিম)

١٨٧٢ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَا : كُنَّ نَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ : « رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ.

১৮৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা গণনা করে দেখেছি একই বৈঠকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একশ' বার এই দু'আটি পড়েছেন। "রাব্বিগফিরলি ওয়া তুব্ আলাইয়া, ইন্নাকা আনতাত্ তাওয়াবুর রাহীম –আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন আমার তাওবা কবুল করুন। আপনি নিশ্চয়ই তাওবা কবুলকারী ও দয়াময়।" (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

١٨٧٣ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا ، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৮৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা গুনাহ মাফ চাইতে থাকে, মহান আল্লাহ তাকে প্রতিটি সংকীর্ণতা অথবা কষ্টকর অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেন; প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে তাকে মুক্ত করেন এবং তিনি তাকে এমন সব উৎস থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না"। (আবূ দাঊদ)

١٨٧٤– وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ ، غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

১৮৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে, "আসতাগফিরুল্লাহিল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতূবু ইলাইহি –আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আল্লাহ কাছে যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই; তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আমি তাঁর কাছে তাওবা করছি।" তার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। এমনকি সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার মত গুনাহ করলেও।

ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী ও হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٧٥– وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيْ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৭৫. হযরত সাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) বলেছেন ঃ সাইয়্যেদুল ইসিতগ্ফার হলো বান্দা বলবে,"হে আল্লাহ্, তুমি আমার প্রভু, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমরই বান্দা! আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ওয়াদা পালনে বদ্ধপরিকর। আমি যা করেছি, তার খারাপ প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় চাই। তুমি আমাকে যে সব নিয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করি। আমি আমার অপরাধ ও স্বীকার করি। এতএব আমাকে মাফ কর।

কেননা, তুমি ছাড়া গোনাহ্ মাফ করার আর কেউ নেই।" যে ব্যক্তি এই দু'আ পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে দিনের বেলা পাঠ করে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে যদি মারা যায় তবে সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ বিশ্বাস সহকারে রাতের বেলা এই দু'আ পাঠ করে সে যদি সকাল হওয়ার পূর্বে মারা যায় তবে সেও জান্নাতী। (বুখারী)

١٨٧٦- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَقَالَ : « اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » قِيْلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ - وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ كَيْفَ الْاِسْتِغْفَارُ ؟ قَالَ : يَقُوْلُ : أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৭৬. হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে তিনবার ইস্তিগফার (আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর) করতেন। তিনি আরও বলেছেন ঃ "আল্লাহুম্মা আনতাস্সালামু ওয়া মিনকাস্ সালামু তাবারাক্তা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইক্রাম। –হে আল্লাহ! তুমি শান্তি, তোমারই নিকট থেকেই শান্তি ও নিরাপত্তা পাওয়া যায়; তুমি বরকত ও কল্যাণময়, হে গৌরব ও সম্মানের মালিক।" ইমাম আওযায়ীকে জিজ্ঞেস করা হলো, মহানবী (সা.) কিভাবে ইস্তিগফার করতেন? তিনি বলেছেন, তিনি বলতেন ঃ 'আস্তাগফিরুল্লাহ' (আল্লাহর কাছে মাফ চাই) আস্তাগফিরুল্লাহ। (মুসলিম)

١٨٧٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ قَبْلَ مَوْتِهِ : « سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৭৭. হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে অধিক সংখ্যায় এই দু'আ পড়তেন ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আস্তাগ ফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি –আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে তাওবা করি"। (বুখারী)

١٨٧٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِيْ ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِيْ ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ

بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ، ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৮৭৮. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমার কাছে দু'আ করতে থাকবে এবং আমার কাছে প্রত্যাশা করবে ততক্ষণ আমি তোমার গোনাহ মাফ করতে থাকব। তা তোমার গোনাহের পরিমাণ যত বেশী যত বড়ই হউক না কেন। এ ব্যপারে আমি কোন পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহের পরিমাণ যদি আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর তুমি যদি আমার কাছে মাফ চাও, তবে আমি তোমাকে মাফ করে দেব। এ ব্যাপারে আমি পরোয়াই করবো না। হে আদম সন্তান! যদি তুমি আমার কাছে পৃথিবী প্রমাণ গুনাহসহ হাযির হও আর আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক তাহলে আমিও ঠিক পৃথিবী প্রমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে এগিয়ে যাব। (তিরমিযী)

١٨٧٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ » قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : مَا لَنَا أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ : « تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ » قَالَتْ : مَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ ؟ قَالَ : « شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَتَمْكُثُ الْأَيَّامَ لاَ تُصَلِّي » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে মেয়েরা! তোমরা দান কর এবং বেশী বেশী গুনাহ মাফ চাও। কেননা আমি দেখেছি দোযখের অধিবাসীদের অধিকাংশই মেয়ে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলেন ঃ দোযখবাসীদের অধিকাংশই আমরা মেয়েরা তার কারণ কি? জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমরা অধিক মাত্রায় লা'নত-অভিসম্পাত করে থাক এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য হও। জ্ঞান বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তোমদের যে কোন নারী যে কোন বুদ্ধিমান ও চতুর পুরুষকে যেভাবে হতবুদ্ধি করে দেয় তা আমি আর কোথাও দেখিনি। মহিলাটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, জ্ঞান বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে আমাদের ত্রুটি অপূর্ণতা কি? তিনি বলেন, দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষ লোকের সমান আর ঋতুকালীন সময়ে কয়েক দিন তোমরা নামায পড়তে পার না। (মুসলিম)

بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّ اللّٰهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতে মু'মিনদের জন্য যা তৈরী করেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ ادْخُلُوْهَا بِسَلاَمٍ اٰمِنِيْنَ وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ لاَ يَمَسُّهُمْ فِيْهِ نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ (الحجر : ٤٥ - ٤٨)

"মুত্তাকীরা জান্নাত ও ঝর্ণাধারা মধ্যে থাকবে। তাদেরকে বলা হবে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে এর মধ্যে প্রবেশ কর। আমি তাদের অন্তরের যাবতীয় হিংসা বিদ্বেষ দূর করে তাদেরকে নিষ্কলুষ করে দেব। অতঃপর তারা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে সামনা-সামনি সাজানো আসনসমূহে বসবে। তারা সেখানে কোন রোগ শোক ও দুঃখ বেদনার সম্মুখীন হবে না। সেখান থেকে তারা কখনও বহিষ্কৃত হবে না"। (সূরা হিজ্‌র ঃ ৪৫ - ৪৮)।

يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيَاتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ. ادْخُلُوْا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُوْنَ (الزخرف : ٦٨ - ٧٣)

"হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই; তোমাদের কোন দুশ্চিন্তায়ও আজ পড়তে হবে না। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা হবে তাদের সামনে পান পাত্র ও সোনার থালা থাকবে এবং মনভোলানো ও চোখ জুড়ানো জিনিসসমূহ সেখানে বর্তমান থাকবে। তাদেরকে বলা হবে; এখন তোমরা চিরদিনই এখানে থাকবে। তোমরা পৃথিবীতে যে সব ভাল কাজ করেছিলে তা বিনিময়ে তোমরা এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ। তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফলমূল রয়েছে। এগুলো তোমরা খাবে।" (সূরা যুখ্‌রুফ ঃ ৬৭ – ৭৩)

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ أَمِيْنٍ. فِىْ جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِيْنَ. كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ . يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ

فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ. لاَ يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُوْلَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ. فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (الدخان : ٥١ – ٥٧)

"মুত্তাকী লোকেরা নিরাপদ স্থানে থাকবে। বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে পাতলা রেশমী ও মোটা রেশমী পোষাক পরিহিত অবস্থায় সামনা সমানি আসনে বসবে। এ হবে তাদের অবস্থা। আর আমি তাদেরকে আয়তলোচনা নারীদেরকে তাদের স্ত্রী করে দেব। সেখানে তারা পূর্ণ নিশ্চিয়তায় সব রকমের সুস্বাদু জিনিসসমূহ চেয়ে নেবে। সেখানে তারা কখনো মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে না, দুনিয়ায় একবার যে মৃত্যু তাদের হয়েছে, তা হয়েই গেছে। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে দোযাখের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। বস্তুত এটা আল্লাহ একটা বিরাট মেহেরবানী এবং সবচেয়ে বড় সাফল্য।" (সূরা দুখান ঃ ৫১ – ৫৭)

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ . تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ. يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ. خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ. عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ. (المطففين : ٢٢ – ٢٨)

"নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা অফুরন্ত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে থাকবে। উচ্চ আসনে আসীন হয়ে দৃশ্যাবলী দর্শন করতে থাকবে। তাদের চেহারায় তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের ঔজ্জ্বল্য অবলোকন করবে। তাদেরকে উৎকৃষ্ট সিপিআঁটা পানীয় পরিবেশন করা হবে। তার উপর মিশ্‌কের সীল লাগানো থাকবে। যে সব লোক অন্যান্যদের উপর প্রতিযোগিতার জয় লাভ করতে চায়, তারা যেন এ জিনিস লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে। এই পানীয় হবে 'তাসনীম' মিশ্রিত। এটি একটি ঝর্ণা, নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তিরাই এ পানীয় পান করবে।" (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন ঃ ২২ – ২৮)

١٨٨٠– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ ، وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ ، وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ ، وَلا يَبُوْلُوْنَ ، وَلٰكِنْ طَعَامُهُمْ ذٰلِكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ ، يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّكْبِيْرَ ، كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৮০. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীগণ জান্নাতের খাবার খাবে এবং পানীয় বস্তু পান করবে। কিন্তু সেখানে তাদের পায়খানার প্রয়োজন হবে না, তাদের নাকে শেম্মা বা ময়লা জমবে না এবং তারা

পেশাবও করবে না। ঢেকুরের মাধ্যমে তাদের পেটের খাদ্য দ্রব্য হযম হয়ে মিশ্‌কের সুগন্ধির মত বেরিয়ে যাবে। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মতই তারা তাস্‌বীহ ও তাক্‌বীরে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। (মুসলিম)

١٨٨١- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَاقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ : " فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ " (السَّجْدَة : ١٧) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৮১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি আমার নেক্‌কার বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান তার বর্ণনা কখনও শুনেনি। আর কোন মানুষ কোনদিন তা ধারনা ও বা কল্পনাও করতে পারেনি। এ কথার সমর্থনে তোমরা এই আয়াত পাঠ করতে পারব ঃ .... فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِىَ لَهُمْ "নেক কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী যে সব সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, তা কোন প্রাণীই জানে না"। (সূরা আস্‌ সাজদা ঃ ১৭) (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٨٢- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِى السَّمَاءِ إِضَاءَةً : لاَ يَبُوْلُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ ، وَلاَ يَتْفُلُوْنَ ، وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ. أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ - عُوْدُ الطِّيْبِ - أَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، عَلَى صُوْرَةِ أَبِيْهِمْ آدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِى السَّمَاءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৮২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জল হবে। এর পর যারা প্রবেশ করবে তাদের চেহারা ঝিকমিক করা তারকার মত আলোকিত হবে। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের তৈরী। তাদের ঘাম হবে মিশ্‌কের মত সুগন্ধ। তাদের ধুমদানী সুগন্ধ কাঠ দিয়ে জ্বালানো হবে। আয়তলোচনা হূর হবে তাদের স্ত্রী। তাদের দৈহিক গঠন হবে একই ধরণের। শারীরিক অভ্যাস একই রকম হবে। উচ্চতায় তারা তাদের আদিপিতা হযরত আদম (আ.)-এর মত ষাট হাত লম্বা হবে। (বুখারী)

١٨٨٣- وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «سَأَلَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ ، مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، فَيُقَالُ لَهُ : أَدْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَقُوْلُ : أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ ، وَأَخَذُوْا أَخَذَاتِهِمْ ؟ فَيُقَالُ لَهُ : أَتَرْضَى أَنْ يَكُوْنَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوْكِ الدُّنْيَا ؟ فَيَقُوْلُ: رَضِيْتُ رَبِّ ، فَيَقُوْلُ : لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ ، فَيَقُوْلُ فِيْ الْخَامِسَةِ : رَضِيْتُ رَبِّ ، فَيَقُوْلُ : هَذَا لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُوْلُ : رَضِيْتُ رَبِّ ، قَالَ : رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ أَرَدْتُ ؛ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِيْ ، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا ، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৮৮৩. হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হযরত মূসা (আ.) তাঁর প্রভুকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ সবচেয়ে কম মর্যাদার জান্নাতী কে ? মহান আল্লাহ বললেন ঃ সে ঐ ব্যক্তি যে জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে দেয়ার পর আসবে। তাকে বলা হবে ঃ জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে ঃ হে প্রভু! সব লোক নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান নিয়েছে এবং নিজেদের প্রাপ্য অংশগ্রহণ করেছে, তাই আমি এখন কিভাবে জান্নাতে যেয়ে স্থান পাব। তাকে বলা হবে, তোমাকে যদি পৃথিবীর কোন বাদশাহ বা শাসকের রাজ্যের সমান এলাকা দেয়া হয়, তবে তুমি কি খুশী হবে ? সে বলবে ঃ হে প্রভু! আমি এতে রাজি আছি। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন ঃ তোমাকে তাই দেয়া হল, এর পরও তার সমান আরো, এর পর তার সমান আরো, এবং এর পর ঐ গুলোর সমান আরো অতিরিক্ত দেয়া হল। পঞ্চমবারে সে বলবে, হে প্রভু ! আমি সন্তুষ্ট হলাম। এবার মহান আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ তোমাকে এইগুলোর মত আরো দশ গুণ দেয়া হল। তোমার অন্তর যা কামনা করে, তোমার চোখ যাতে পরিতৃপ্ত হয় সেসব বস্তু তোমাকে দেয়া হল। সে বলবে ঃ হে আল্লাহ,! আমি সন্তুষ্ট হলাম। হযরত মূসা (আ.) বলেছেন ঃ হে প্রভু ! জান্নাতে সবচেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী কে হবে ? মহান আল্লাহ বললেন ঃ যাদেরকে আমি মর্যাদা দিতে চাইব আমি নিজে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করব। তাদেরকে সীলমোহর দিয়ে চিহ্নিত কর। তাদেরকে এমন কিছু দেয় হবে যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কোন দিন শুনেনি এবং মানুষের কল্পনা তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে না। (মুসলিম)

١٨٨٤– وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا ، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ. رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا ؛ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّهُ وَجَلَّ لَهُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى ، فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا ، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى ، فَيَرْجِعُ ، فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى ! فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا ، فَيَقُوْلُ : أَتَسْخَرُ بِيْ ، أَوْ تَضْحَكُ بِيْ وَأَنْتَ الْمَلِكُ » قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَكَانَ يَقُوْلُ : « ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি জানি, কোন জাহান্নামী সবশেষে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে অথবা কোন জান্নাতী সবশেষে জান্নাতে যাবে। এক ব্যক্তি নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বললেন ঃ যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতের কাছে গেলে মনে হবে তা ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ তুমি গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। সে আবার যাবে। কিন্তু তার মনে হবে তাই ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু, আমি দেখলাম জান্নাত ভরপূর হয়ে গিয়েছে। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাকে বলবেন ঃ তুমি গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। সে আবার যাবে। কিন্তু তার মনে হবে তা ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! আমি দেখলাম জান্নাত ভরপূর হয়ে গিয়েছে। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ তুমি গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। কেননা, তোমার জন্য পৃথিবীর সম পরিমাণ এবং অনরূপ আরো দশ গুণ অথবা পৃথিবীর মত দশগুণ জায়গা ও নির্মিত রয়েছে। লোকটি বলবে, হে আল্লাহ! আপনি কি আমাকে বিদ্রুপ করছেন অথবা আমার সাথে ঠাট্টা মশ্‌করা করছেন, অথচ আপনি সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক। ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন ঃ আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলে এমনভাবে হাসলেন যে তাঁর পবিত্র দাঁত দেখা যাচ্ছিল। তিনি বলছিলেন ঃ এই ব্যক্তি হবে সবচেয়ে কম মর্যাদার জান্নাতী। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٨٥- وَعَنْ أَبِى مُوسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُوْلُهَا فِى السَّمَاءِ سِتُّوْنَ مَيْلاً لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُوْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৮৫. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাতের মধ্যে প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জন্য একক একটি ফাঁফা মুক্তার তৈরি তাঁবু থাকবে। তার উচ্চতা হবে ষাট মাইল। ঈমানদার ব্যক্তির পরিবারের লোকেরা এর মধ্যে বসবাস করবে। মু'মিন ব্যক্তি তাদের সবার সাথে দেখা সাক্ষাত করবে। কিন্তু তারা কেউ কারো সাক্ষাত পাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٨٦- وَعَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيْعَ مِائَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৮৬. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে একটি গাছ আছে। এক দ্রুতগামী ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে কোন ব্যক্তি যদি একাধারে একশ' বছর চলতে থাকে, তবুও তা অতিক্রম করে যেতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٨٧- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّىَّ الْغَابِرَ فِى الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ » قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؛ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ ؟ قَالَ : « بَلَى وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ رِجَالٌ أٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَصَدَّقُوْا الْمُرْسَلِيْنَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৮৭. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা তাদের উপরতলার কক্ষের লোকদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমনভাবে তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল তারকাগুলি দেখতে পাও। তাদের পরস্পরের মর্যাদার পাথ্যক্যের কারণে এরূপ হবে। সাহাবা কেরাম (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ স্তরগুলি কি নবীদের যা অন্য কেউ লাভ করবে না ? তিনি বললেন ঃ কেন পৌঁছতে পারবে না! সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার

প্রাণ! যাঁরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং নবীদেরকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তাঁরা ঐ স্তরে যেতে সক্ষম হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٨٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَقَابُ قَوْسٍ فِيْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৮৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "দু'টি মুখোমুখি ধণুকের মাঝের স্থানে সমান জান্নাতের স্থান পৃথিবীতে সূর্যের উদয় ও অস্তাচলের মধ্যবর্তী স্থানের সব কিছুর চেয়েও মূল্যবান"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٨٩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ سُوْقًا يَأْتُوْنَهَا كُلَّ جُمْعَةٍ فَتَهُبُّ رِيْحُ الشِّمَالِ ، فَتَحْثُوْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ ، فَيَزْدَادُوْنَ حُسْنًا وَجَمَالاً ، فَيَرْجِعُوْنَ إِلَى أَهْلِيْهِمْ ، وَقَدْ ازْدَادُوْا حُسْنًا وَجَمَالاً ، فَيَقُوْلُ لَهُمْ أَهْلُوْهُمْ : وَاللّٰهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ حُسْنًا وَجَمَالاً ! فَيَقُوْلُوْنَ : وَأَنْتُمْ وَاللّٰهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً ! » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৮৯. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের মধ্যে প্রতি শুক্রবারে একটি বাজার বসবে। জান্নাতবাসীরা সেখানে যাবে। তখন উত্তর দিক থেকে একটা বাতাস প্রবাহিত হয়ে তাদের চেহারা ও কাপড় চোপড়ে ছড়িয়ে পড়বে। আর তাতে তাদের রূপ-সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে। এই অবস্থায় যখন তারা নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাবে তখন তারা বলবে ঃ আল্লাহর কসম! তোমাদের রূপ-সৌন্দর্য অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। অপর দিকে তারাও বলবে ঃ আল্লাহর কসম ! তোমাদেরও রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। (মুসলিম)

١٨٩٠- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِيْ الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِيْ السَّمَاءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৯০. হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "জান্নাতবাসীরা তাদের কক্ষে বসে একে অপরকে এমনভাবে দেখতে পাবে যেভাবে তোমরা আসমানের তারকাগুলিকে দেখতে পাও"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٩١- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : شَهِدْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجْلِسًا وَصَفَ فِيهِ الْجَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى ثُمَّ قَالَ فِيْ آخِرِ حَدِيْثِهِ : « فِيْهَا مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ » ثُمَّ قَرَأَ تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ .... " فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৯১. হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি সেখানে জান্নাতের বর্ণনা দিলেন। পরিশেষে তিনি বললেন ঃ জান্নাতের মধ্যে এমন সব জিনিস রয়েছে যা কোন চোখ কখনও দেখনি, কোন কান (তার বর্ণনা) কখনও শুনেনি এবং কারো কল্পনা তা অনুমান করতে পারেনি। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন। .... تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ "তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে থাকে, নিজেদের প্রভুকে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে। আমি তাদেরকে যা কিছু রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। তাছাড়া তাদের কাজের প্রতিফল স্বরূপ তাদের চোখ শীতলকারী যে সব সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীই তা জানে না।" (সূরা আস-সাজ্‌দা ঃ ১৬-১৭) ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٩٢- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُنَادِيْ مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوْا ، فَلاَ تَمُوْتُوْا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوْا ، فَلاَ تَسْقَمُوْا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوْا فَلاَ تَهْرَمُوْا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوْا فَلاَ تَبْأَسُوْا أَبَدًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৯২. হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকবে, আর কখনও অসুস্থ হবে না; তোমরা চিরকাল যুবক থাকবে, কখনও বৃদ্ধ হবে না, তোমরা চিরকাল সুখে থাকবে, কখনও দুঃখ কষ্ট পাবে না"। (মুসলিম)

١٨٩٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ : تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيَقُوْلُ لَهُ : هَلْ تَمَنَّيْتَ ؟ فَيَقُوْلُ : نَعَمْ ، فَيَقُوْلُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৯৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে তোমাদের একজন সর্বনিম্ন মর্যাদার লোককে বলা হবে, তুমি চাও। অতঃপর সে চাইবে আর চাইবে। তাকে আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন ঃ তুমি কি চেয়েছ ? সে বলবেঃ হ্যা, আমি চেয়েছি। তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন ঃ তুমি যা চেয়েছ তা এবং তার সমপরিমাণ অতিরিক্ত আরো তোমাকে দেয়া হল। (মুসলিম)

١٨٩٤- وَعَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ؛ فَيَقُوْلُوْنَ : لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ ، فَيَقُوْلُ : هَلْ رَضِيْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ! فَيَقُوْلُ : أَلاَ أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ : وَأَىُّ شَىْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُوْلُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ ، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৯৪. হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ জান্নাতবাসীদেরকে ডাকবেন, হে জান্নাতের অধিবাসীগণ ! তারা বলবে, আমরা উপস্থিত আছি, হে আমাদের প্রতিপালক! সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত! মহান আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছে? তারা বলবে; হে আমাদের রব। আমরা কেন খুশী হব না ? তুমি আমাদেরকে যে নি'আমত দান করেছ তা অন্য কোন সৃষ্টিকে দাও নাই। মহান আল্লাহ্ বলবেন ঃ এর চেয়েও উত্তম জিনিস আমি কি তোমাদের দেব না? তারা বলবে ঃ এর চেয়েও উত্তম ও উন্নত জিনিস আর কি হতে পারে ? মহান আল্লাহ বলবেন ঃ আমি তোমাদের উপর আমার সন্তোষ অবতীর্ণ করব। অতঃপর আমি এরপর আর কখনও তোমাদের উপর রুষ্ট হব না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٩٥- وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَقَالَ : « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ ، لاَ تُضَامُوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৯৫. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ তোমরা এখন চাঁদকে যেভাবে দেখছ, অচিরেই তোমাদের প্রভুকেও স্বচক্ষে সেভাবে দেখতে পাবে। তাঁর দর্শনে তোমরা কোন রূপ ক্লেশ বা অসুবিধা অনুভব করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٩٦– وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا أَزِيْدُكُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ ، فَمَا أُعْطُوْا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৯৬. হযরত সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর কল্যাণ ও বরকতের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তোমরা কি অধিক আর কিছু চাও ? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করে দেন নি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করান নি এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে নাযাত দেন নি? এ' সময় আল্লাহ তা'আলা পর্দা সরিয়ে দেবেন। জান্নাতীদেরকে আল্লাহ্ দর্শন লাভের চেয়ে অধিক প্রিয় জিনিস আর কিছুই দেয়া হবে না। (মুসলিম)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত